পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাফল্য

(২০১৯-২০২৩)

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাফল্য

(২০১৯-২০২৩)

জনকূটনীতি অনুবিভাগ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mofa.gov.bd

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাফল্য (২০১৯-২০২৩)

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রধান উপদেষ্টা

ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি
মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা

মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি
মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা সম্পাদক

রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন
পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব)

সম্পাদক

সেহেলী সাবরীন
মহাপরিচালক, জনকূটনীতি অনুবিভাগ

সহযোগী সম্পাদক

প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য
পরিচালক, জনকূটনীতি অনুবিভাগ

মোঃ সাকিবুর রহমান ভূঁইয়া
সহকারী সচিব, জনকূটনীতি অনুবিভাগ

ক্রিয়েটিভ ডিজাইন ও প্রোডাকশন

চন্দ্রাবতী একাডেমি
২১ পুরানা পল্টন লাইন, ২য় তলা, ঢাকা- ১০০০
মোবাইল: ০১৭১৫২৮৫৬৪৪, ই-মেইল: chandrabatiacademy@gmail.com

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি
মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি
মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ আজ তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী নেতৃত্বে বিশ্বে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অনেক দেশের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত। ইতোমধ্যেই সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে কাঙ্ক্ষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সেবার আওতায় এসেছে। সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ বাংলাদেশের জন্য সুনীল অর্থনীতির দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। ভারতের সঙ্গে স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটেছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু আজ বাস্তব। রাজধানীবাসীর বহু কাঙ্ক্ষিত মেট্রোরেল চালু হয়েছে। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো মেগা প্রজেক্টের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশে একদিনে ১০০ সেতু ও ১০০ সড়ক উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশে এখন ২০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অর্থাৎ রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে। ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’। এসব উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবার পর থেকে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতিকে উপজীব্য করে কূটনীতির নবতর মাত্রাসমূহকে সংযুক্ত করা এবং দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের প্রভাব ও অবস্থানকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে দিগন্তপ্রসারী করে আনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন। ‘সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়’–এই আদর্শিক অবস্থানে থেকে পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়নে দৃঢ় এবং বাস্তবসম্মত বহুমাত্রিক কর্মকৌশল বাস্তবায়ন করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ থেকে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপির নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারের রূপরেখা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা অনুসারে সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ, বহির্বিশ্বে শ্রমবাজার প্রসার, কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ, তথ্য-প্রযুক্তি শেয়ারিং, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্কের দ্বার প্রশস্তকরণ, সুনীল অর্থনীতির অংশীদারিত্ব, কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা, রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানসহ সকল বৈশ্বিক ইস্যুতে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল দেশের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অব্যাহত কর্মকাণ্ডসহ কূটনীতির সকল শাখায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিগত পাঁচ বছরে গতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে কূটনীতির নবতর ধারণা ‘জনকূটনীতি’ এবং ‘অর্থনৈতিক কূটনীতি’–এ দুটি বিষয়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরছে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান কর্মময় জীবন ও তাঁর দর্শনকে বহির্বিশ্বে নান্দনিকতার সঙ্গে তুলে ধরা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যম এবং আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত তথ্যচিত্র এবং তাঁর আত্মজীবনীসহ বিভিন্ন গ্রন্থ একাধিক ভাষায় প্রচার ও প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বহির্বিশ্বে প্রচার করা হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে তার দালিলিক প্রমাণ উল্লেখসহ বেশকিছু প্রকাশনার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিপুণ নেতৃত্বে গত ৫ বছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের কূটনীতি ও পররাষ্ট্রবিষয়ক কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা অর্জন করেছে এবং দেশের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে অধিকতর দক্ষতার স্বাক্ষর রাখার মাধ্যমে দেশের মর্যাদা আরও উপরে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সূচি

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২ অর্জন: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনন্য সাফল্যের কথা ১৭

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও জীবনী বিদেশে প্রচার মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন ও বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন ২৪

'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সেল' প্রতিষ্ঠা ৩০

বাংলাদেশ সফরকালে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ও অতিথিবৃন্দের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন ৪৬

'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ ৫০

বৃহত্তর পরিসরে উন্নততর কর্মপরিবেশ: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন ৬১

বিদেশে স্থাপিত বাংলাদেশের নতুন মিশনসমূহ ৬৩

বিদেশে মিশন স্থাপনের চলমান উদ্যোগ ৬৫

বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহের জন্য স্থায়ী ভবন নির্মাণ/ক্রয় ৬৫

বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ৬৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রদত্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও খেতাব ৭২

সূচি

অর্থনৈতিক কূটনীতি ৭৬
জনকূটনীতি: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নবতর উদ্যোগ ৮২
কনস্যুলার ও কল্যাণ বিষয়ক কার্যাবলি ও অর্জনসমূহ ৯০
মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর (২০১৯-২০২৩) ১০৭
বিদেশি রাষ্ট্র/সরকার প্রধানের বাংলাদেশ সফর (২০১৯-২০২৩) ১৩৫
উল্লেখযোগ্য ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি)/বৈঠকসমূহ ১৪৭
চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ১৬২
দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ১৯৫
দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্কের অগ্রগতি ২০২
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ২৩৪
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলীয় দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ২৫০
পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ২৫৯
পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ২৭০

সূচি

উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের অগ্রগতি ২৮৩

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সভা, সেমিনার, কনফারেন্স সংক্রান্ত ২৯৪

বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে সাফল্য ও অর্জনসমূহ ৩০২

জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নির্বাচনে বাংলাদেশের জয়লাভ ৩১২

রোহিঙ্গা সমস্যা ৩১৪

মানবাধিকার, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে সাফল্য ও অবদান ৩১৫

শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবদান ৩১৮

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ৩২২

সুনীল অর্থনীতি এবং সমুদ্রবিষয়ক সাফল্য ও অর্জন ৩৩৫

উপসংহার ৩৪৮

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২ অর্জন:
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনন্য সাফল্যের কথা

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাধারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ক্যাটাগরিতে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২' অর্জন করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতির পেছনে অবদান রয়েছে বিগত কয়েক বছরের বিশেষ করে ২০২০-২০২২ সময়কালে মুজিব শতবর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন করা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রচলিত ও গতানুগতিক নিয়মিত দায়িত্ব সম্পাদন ও সেবা প্রদান কার্যক্রমের বাইরে অনন্য ও বিশেষায়িত উদ্যোগসমূহের সফল রূপায়ন এবং সৃষ্টিশীল চিন্তার প্রতিফলন হিসেবে এই স্বীকৃতিকে বিবেচনা করা যেতে পারে। মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপনের নিমিত্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী সেল এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সমন্বয় করেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বরাবরই সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি বলেন, 'কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব–এ নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী'। এটিই পরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি হিসেবে নির্ধারিত হয়। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ও কূটনীতির মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্ব শান্তি এবং সে জন্যই তিনি গ্রহণ করেছিলেন 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' এই নীতি। একই মনোভাব ছিল প্রতিবেশী দেশ থেকে শুরু করে অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রেও। স্বাধীনতার এত বছর পরেও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি এবং কূটনৈতিক তৎপরতা সেই আদর্শকে ধারণ করেই আবর্তিত হচ্ছে। এমনকি বঙ্গবন্ধুর সেই

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

দর্শনের ওপর ভিত্তি করে আজকের বাংলাদেশ বিশ্ব সমাজের সঙ্গে দৃঢ়তর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এখন সব রাষ্ট্রের সঙ্গেই বাংলাদেশের রয়েছে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক। ২০২১ সালে মধ্য আয়ের দেশ, ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়নের সবগুলো লক্ষ্য অর্জন আর ২০৪১ সালে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় (উন্নত, স্থিতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক অর্থনীতি) পরিণত হওয়াসহ সরকারের একাধিক রূপরেখা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল বন্ধু রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা, অংশীদারিত্ব ও সমর্থন অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বাঙালি জাতি একইসঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী জাতীয়ভাবে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি দেশের অভ্যন্তরে সফলভাবে পালন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে এই উদ্‌যাপন ছড়িয়ে দেওয়ার নিমিত্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন সেল' গঠন করে। মার্চ ২০২০ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত উক্ত সেল দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশের ৮১টি মিশনের মাধ্যমে দেশের বাইরে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এবং সর্বোপরি জাতির পিতার 'শান্তির কূটনীতি'র দর্শন ও বার্তা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন জাতীয় উৎসব থেকে বহির্বিশ্বে একটি আন্তর্জাতিক উৎসবের মাত্রা পেয়েছে। এই সময়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সুদক্ষ নির্দেশনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বহুমাত্রিক অনুষ্ঠানের সফল আয়োজন করেছে, যা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ মিশনসমূহে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের একনিষ্ঠতা, কর্মদক্ষতা, উদ্ভাবনী সক্ষমতা ও নিবেদিতপ্রাণের পরিচয় বহন করে। এ সময়ে নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে উল্লিখিত সময়য়ের মধ্যে ৫টি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ৬ জন রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান বাংলাদেশে আগমন করেছেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে সশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, স্পিকার, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও খ্যাতিমান রাজনৈতিক দলের প্রধানগণ ২১৪টি ভিডিও এবং লিখিত বার্তা প্রেরণ করেছেন।

- বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' জাতিসংঘের ৬টি ভাষাসহ মোট ১৪টি বিদেশি ভাষায় এবং 'কারাগারের রোজনামচা' ২টি বিদেশি ভাষায় ইতমধ্যে অনুবাদ করা হয়েছে এবং অন্যান্য আরও বিদেশি ভাষায় অনুবাদকরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

- পোল্যান্ড, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, কানাডা, থাইল্যান্ড এবং ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বঙ্গবন্ধু চেয়ার/ফেলোশিপ চালু করা হয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, মালদ্বীপ, ইরাক, ভারত ও উজবেকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বঙ্গবন্ধু চেয়ার/ফেলোশিপ চালুর ব্যাপারে আলোচনা চলছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করা হয়েছে।

- মরিশাসসহ বিশ্বের কিছু দেশের সড়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক স্থানে এবং বাংলাদেশের বিদেশস্থ মিশনসমূহের চ্যান্সারি প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে।

- শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর নিবেদিত ভূমিকা এবং তাঁর দর্শনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান ও পররাষ্ট্রনীতিকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে পরিচিত করা এবং বিশ্ব সভায় শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে ৩ ও ৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকায় দুই দিনব্যাপী 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন-২০২১' আয়োজন করা হয়েছে। দুইদিনব্যাপী আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও জীবনাদর্শের ওপর আলোকপাতপূর্বক 'বিশ্ব শান্তি ও মানবতার অগ্রদূত' হিসেবে তাঁর মহতী উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। সম্মেলনের শেষে 'ঢাকা শান্তি ঘোষণা-২০২১' সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

- উল্লিখিত 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন-২০২১' সম্পর্কে তরুণ জনগোষ্ঠীকে ধারণা দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্য সম্মেলন শুরু হওয়ার পূর্বে ঢাকা, নর্থ সাউথ, ব্র্যাক ও আইইউবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

- 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন-২০২১' এর side line ইভেন্ট হিসেবে সম্মেলন শুরু হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের খ্যাতিমান তারকাবৃন্দ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছে।

- 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন-২০২১' এর side line ইভেন্ট হিসেবে সম্মেলনের ভেন্যুতে 'Art Camp' এর আয়োজন করা হয়েছে যেখানে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুরা অংশগ্রহণ করেছে। সমাজের মূলধারায় বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের অন্তর্ভুক্তিই ছিল এই 'Art Camp' আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'Climate Justice and Peace in the Context of Bangladesh' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন (২৫ নভেম্বর ২০২১)

সংক্ষেপে বলা যায় যে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন পদক-২০২২ অর্জন করেছে:

১. পররাষ্টমন্ত্রণালয় বিদেশস্থ সকল মিশনে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন

২. গণহত্যা কেন্দ্র (জেনোসাইড সেন্টার) স্থাপন

৩. জনকূটনীতির পদক্ষেপসমূহ

৪. বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দশদিনব্যাপী 'মুজিব চিরন্তন' অনুষ্ঠান আয়োজনে সক্রিয় অবদান

৫. বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ফর ফরেন পলিসি এন্ড ডিপ্লোম্যাসি স্থাপন

৬. বঙ্গবন্ধু লেকচার সিরিজ প্রবর্তন

৭. বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড অব এক্সিলেন্স প্রবর্তন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন-কে মন্ত্রণালয়প্রাপ্ত 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২' প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে এসময় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন

ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন ও বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সঙ্গে পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে এসময় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন

৮. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রবর্তন ও বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপন

৯. বঙ্গবন্ধু-ইউনেস্কো অ্যাওয়ার্ড ফর ক্রিয়েটিভ ইকোনমি প্রবর্তন

১০. বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০২১-এ ঢাকায় 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন' আয়োজন

১১. জাতিসংঘ এবং ছয়টি দেশের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ

১২. একাধিক বিদেশি ভাষায় বঙ্গবন্ধুর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রকাশ এবং

১৩. বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার জীবন, দর্শন ও বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতিতে অবদানের উপরে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রকাশনা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও জীবনী বিদেশে প্রচার মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন ও বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন

বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন

বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও আদর্শকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পরবর্তীতে ফরেন সার্ভিস একাডেমি, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন ও রাষ্ট্রাচার দপ্তরে সুসজ্জিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 'Bangabandhu Corners Around the World' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন

করা হয়। এ কর্নারে বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য ছবিসমূহ, বঙ্গবন্ধুর রচিত এবং তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত বইসমূহ রাখা হয়। এর মাধ্যমে দেশি-বিদেশি অতিথিসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে জাতির পিতা সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রদান এবং তাঁর সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে তোলা সম্ভব হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিদেশস্থ ৮১টি মিশনে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়, যা প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বিদেশি অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও প্রশংসিত হয়।

'Bangabandhu Corners Around the World' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিবসহ অতিথিদের একাংশ

মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Abdulla Shahid ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ পরিদর্শন করেন । মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এসময় উপস্থিত ছিলেন

বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহে স্থাপিত কতিপয় ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’-এর স্থির চিত্র নিচে দেওয়া হলো:

‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সেল’ প্রতিষ্ঠা

জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও মুজিববর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে এবং সুচারুভাবে পরিপালনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একজন সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সেল’ প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু সেল মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সদয় দিক্‌নির্দেশনা ও পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) এর তত্ত্বাবধানে মুজিববর্ষ পালনে বছরব্যাপী বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন শুরু করে।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ‘Bangabandhu for You’ শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ:

১. বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবার পূর্বেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০ এ একটি দর্শনীয় স্টল স্থাপন করে সেখানে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মকে প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এছাড়া ২০২১ ও ২০২২ সালেও অমর একুশের গ্রন্থমেলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্টল স্থাপন করে, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরা হয়।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

২. ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে সুগন্ধা প্রাঙ্গণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ প্রদানের ৪৬তম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগদান করেন ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে '১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলায় ভাষণ' স্মরণে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে '১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলায় ভাষণ' স্মরণে বাংলাদেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমির নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন

৩. বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'বঙ্গবন্ধু লেকচার সিরিজ' আয়োজন করে। এ সিরিজের প্রথম লেকচার ডিসেম্বর ২০২০-এ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। জানুয়ারি ২০২১-এ লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় লেকচারে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বক্তব্য প্রদান করেছেন। এছাড়া, ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ মহান ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা নিয়ে তৃতীয় লেকচার অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন ২০২১ এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ লেকচারে মূল বক্তার আসন অলংকৃত করেন। সর্বশেষ গত ১২ ফেব্রুয়রি ২০২৩ তারিখে গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু লেকচার সিরিজ-এ বক্তৃতা করেন।

ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু লেকচার সিরিজের অংশ হিসেবে 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

Bangladesh
Ministry of Foreign Affairs
5TH LECTURE OF BANGABANDHU LECTURE SERIES
The Birth of Bangladesh and
Its Inspirational Legacy in Global Diplomacy
Wednesday, 07 April 2021
Chief Guest
H. E. Dr. A. K. Abdul Momen, MP
Hon'ble Foreign Minister
Keynote Speaker
H.E. Ambassador Anwarul K. Chowdhury
Former Under-Secretary-General and High Representative of the United Nations
Special Guests
H.E. Mr. Md. Shahriar Alam, MP
Hon'ble State Minister for Foreign Affairs
Ambassador Masud Bin Momen
Foreign Secretary (Senior Secretary)
Mujib Year's Diplomacy ∫∫ Friendship and Prosperity

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে 'ফরেন পলিসি অব গাম্বিয়া' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু পদক' প্রদান করা শুরু করেছে। প্রতিবছর একজন বাংলাদেশী ও একজন বিদেশি মোট দুইজন কূটনীতিককে তাঁদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ পদক প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ‘বঙ্গবন্ধু মেডেল ফর ডিপ্লোমেটিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (২০ ডিসেম্বর ২০২১)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি ‘বঙ্গবন্ধু কূটনৈতিক উৎকর্ষ পদক ২০২২’ প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে এসময় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন

৫.   পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় সুসজ্জিত বঙ্গবন্ধু গ্যালারি ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয় যা মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিসেম্বর ২০২০-এ উদ্বোধন করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিয়ে একটি সচিত্র সংকলন মুজিব শতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু গ্যালারি ও গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন (১৯ ডিসেম্বর ২০২০)

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু গ্যালারি ও গ্রন্থাগার উদ্বোধন শেষে গ্যালারি ঘুরে দেখেন (১৯ ডিসেম্বর ২০২০)

৬. কোভিড-১৯ মহামারিকে বিবেচনায় রেখে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সীমিত পরিসরে যথাযোগ্য আড়ম্বরের সঙ্গে পালনের জন্য ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব আয়োজনে অংশগ্রহণের জন্য পাঁচ প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান–মালদ্বীপ ও নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতিদ্বয় এবং ভারত, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণ বাংলাদেশ সফর করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই সফরের সার্বিক বিষয়সমূহ তদারক করে। প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ৯৬টি বন্ধুরাষ্ট্র এবং ১৩টি আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে লিখিত শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা এবং ৩৩টি দেশের রাষ্ট্র অথবা সরকার প্রধান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানগণের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভিডিও বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত সার্বিক যোগাযোগ, সমন্বয় ও তৎপরতার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ।

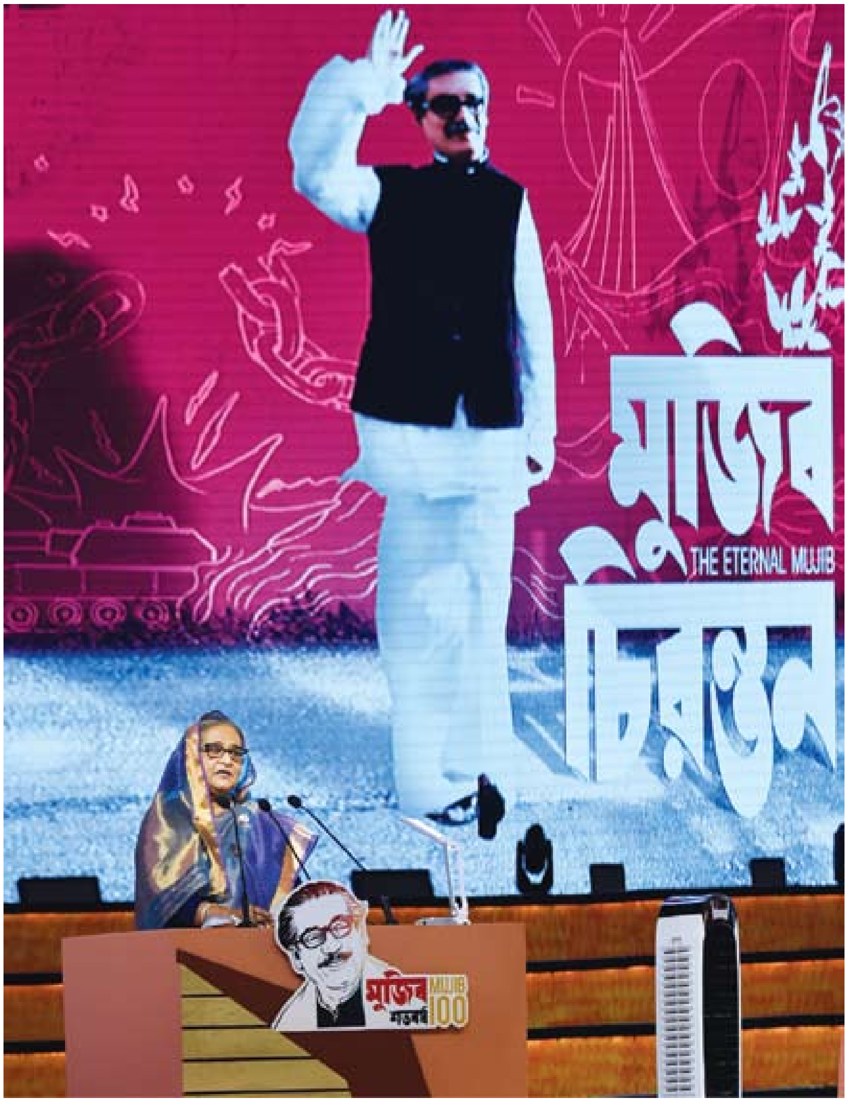

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন

বঙ্গভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন

নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার ষষ্ঠ দিনে ঢাকার জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন

ফরেন সার্ভিস একাডেমির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রথম কার্যালয় সুগন্ধাতে 'বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ফর পলিসি এন্ড ডিপ্লোমেসি' উদ্বোধন করেন।

বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ফর পলিসি এন্ড ডিপ্লোমেসি

বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ফর পলিসি এন্ড ডিপ্লোমেসি

সর্বসাধারনের জন্য জেনোসাইড সেন্টার উন্মুক্তকরণ

১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ফরেন সার্ভিস একডেমির জেনোসাইড সেন্টারটি সপ্তাহে তিন দিন (সোমবার, বুধবার ও শনিবার) সকাল ১০:৩০ থেকে বিকাল ৩:৩০ পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুলের শিক্ষার্থীদের ফরেন সার্ভিস একডেমির জেনোসাইড সেন্টার পরিদর্শন

বাংলাদেশ সফরকালে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ও অতিথিবৃন্দের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ সফরকালে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ও অতিথিবৃন্দ নিয়মিতভাবে ধানমন্ডি-৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

লুক্সেমবার্গের উন্নয়ন, সহযোগিতা ও মানবিক বিষয়ক মন্ত্রী Mr. François FAYOT, ৩০ এপ্রিল ২০২৩

ওআইসি প্রতিনিধিদল ০৭ আগস্ট ২০২৩

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী H.E. Sergey Lavrov ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ফরাসী রাষ্ট্রপতি H.E. Mr Emmanuel Macron ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

কমনওয়েলথ দেশসমূহের মন্ত্রীদের একটি প্রতিনিধিদল ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ভিয়েতনামের ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির মাননীয় প্রেসিডেন্ট Mr Vuong Dinh Hue ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশের সকল দূতাবাসসমূহের জন্য অভিন্ন ও আইডেন্টিকেল ওয়েবসাইট প্রস্তুতকরণ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটুআই এর সহায়তায় গত ০৭ জুলাই ২০২২ তারিখে অভিন্ন ওয়েবসাইটের প্রধান সংস্করণ উদ্বোধন করে। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে অভিন্ন ওয়েবসাইটের বেটা সংস্করণটি চালু করা হয়। এরপর ০৮ মাস যাবৎ প্রয়োজনীয় সংস্করণের পর অভিন্ন ওয়েবসাইটের চূড়ান্ত সংস্করণ প্রস্তুত করা হয় ও পরে উন্মুক্ত করা হয়। অভিন্ন ও আইডেন্টিক্যাল ওয়েবসাইটগুলো ইতোমধ্যে লাইভ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এর মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য সেবা প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মাইগভ (Mygov) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কনস্যুলার সেবা ডিজিটালাইজকরণ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাইগভ (MyGov) টিমের সহায়তায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ৩৪টি কনস্যুলার পরিষেবা এবং ২৮টি অভ্যন্তরীণ পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। ১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ মাইগভ প্ল্যাটফর্মে উন্মুক্ত করা হয়। বর্তমানে সরকারের এই প্ল্যাটফর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৬২টি সেবা লাইভ আছে এবং যথাযথ আবেদনের ভিত্তিতে সেবাপ্রার্থীদের ডিজিটালি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মেনুবারে মাইগভ প্ল্যাটফর্মের লিংক দেওয়া আছে যেখান থেকে সেবাপ্রত্যাশীগণ সহজেই কনস্যুলার ও সিটিজেন চার্টারভুক্ত অন্যান্য সেবা লাভ করতে সমর্থ হচ্ছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমস্ত পরিষেবাগুলি এখন UDC (ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং ৩৩৩ কললাইন) থেকে পাওয়া যাবে।

ডিজিটাল মাধ্যমে কনস্যুলার সেবা প্রদানের জন্য দূতাবাস (Dutabash) অ্যাপ প্রস্তুতকরণ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালে দূতাবাস (Dutabash) অ্যাপ্লিকেশনটি চালু করে। ৩৪টি কনস্যুলার এবং কল্যাণমূলক পরিষেবা একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রদানের জন্য এই অ্যাপ্লিকেশনটি চালু করা হয়। অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করা সম্ভব। পরবর্তীতে অ্যাপ্লিকেশনটির একটি উন্নততর ভার্সন 'Dutabash v.02' চালু করা হয়েছে এবং ২০২১ সালের শেষ নাগাদ মন্ত্রণালয় এই অ্যাপটিকে সারা বিশ্ব জুড়ে সেবাগ্রহণকারীদের জন্য ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে।

দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বিভিন্ন বৈঠকের জন্য বৈঠক (Boithok) অ্যাপ ব্যবহার

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং আইসিটি বিভাগ দ্বারা যৌথভাবে উদ্ভাবিত বৈঠক অ্যাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছিল অগ্রগামী। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও কূটনৈতিক ভার্চুয়াল সভা এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়েছে এবং এই অ্যাপটি ব্যবহারের জন্য প্রচারণাও চালানো হয়েছে।

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে আইবাস++ (ibas++) পদ্ধতি চালুকরণ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০২১-২২ অর্থবছর হতে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে আইবাস++ (ibas++) পদ্ধতি চালুকরণের কাজ করছে। মন্ত্রণালয় সফলতার সঙ্গে সিঙ্গাপুর, কলকাতা, আগরতলা, গুয়াহাটি, নেপাল, কাতার, আরব আমিরাতসহ ২০টিরও অধিক বাংলাদেশ মিশনে আইবাস++ (ibas++) পদ্ধতি চালু করেছে। পর্যায়ক্রমে সবগুলো বাংলাদেশ মিশনে আইবাস++ (ibas++) পদ্ধতি চালুকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

ই-নথি এবং ডিজিটাল-নথি (ডি-নথি) ব্যবহার চালুকরণ

ই-নথি এবং ডিজিটাল-নথি (ডি-নথি) মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহে চালু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ, হাইকমিশনসমূহ, উপ-হাইকমিশনসমূহ, সহকারী হাইকমিশনসমূহ, কনস্যুলেট জেনারেলসমূহ, কনস্যুলেটসমূহ ও বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনসমূহের অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত করা হয়েছে এবং দেশব্যাপী ডি-নথি চালুকরণের পর একই সঙ্গে মন্ত্রণালয় ও বিদেশে অবস্থিত মিশনসমূহে ডি-নথি চালুকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেম তৈরি

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নথি ও অন্যান্য দলিলাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহযোগিতায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হবে।

ইনোভেশন কর্নার ও আই-ল্যাব স্থাপন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মূল ভবনে আইসিটি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি অনুবিভাগের অফিসে এস্পায়ার টু ইনোভেটের (এটুআই) সহযোগিতায় একটি ইনোভেশন কর্নার ও আই-ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

আইসিটি অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ২০২৩ সালের কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. **মাইগভ (MyGov) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কনস্যুলার সার্ভিস ডিজিটালাইজকরণ:** মাইগভ (MyGov) টিমের সহায়তায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ৩৪টি কনস্যুলার পরিষেবা এবং ২৮টি অভ্যন্তরীণ পরিষেবা আনতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে সরকারের এই প্ল্যাটফর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৬২টি সেবা লাইভ আছে এবং যথাযথ আবেদনের ভিত্তিতে সেবাপ্রার্থীদের ডিজিটালি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমস্ত পরিষেবাগুলি এখন UDC (ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার) এবং ৩৩৩ কল-লাইন থেকে পাওয়া যাবে। এতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সমস্ত শহর ও গ্রাম থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল ধরনের পরিষেবা আর্কিটেকচারে এক ক্লিকে পৌঁছানো যাবে। এই গুচ্ছ পরিষেবাটি বিদেশস্থ সকল প্রবাসীদের নিকট পৌঁছানোর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বর্তমানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পুরোদমে এই ব্যবস্থা চালু হলে বার্ষিক ১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/Time-Cost-Visit (TCV) সেভিংস হবে।

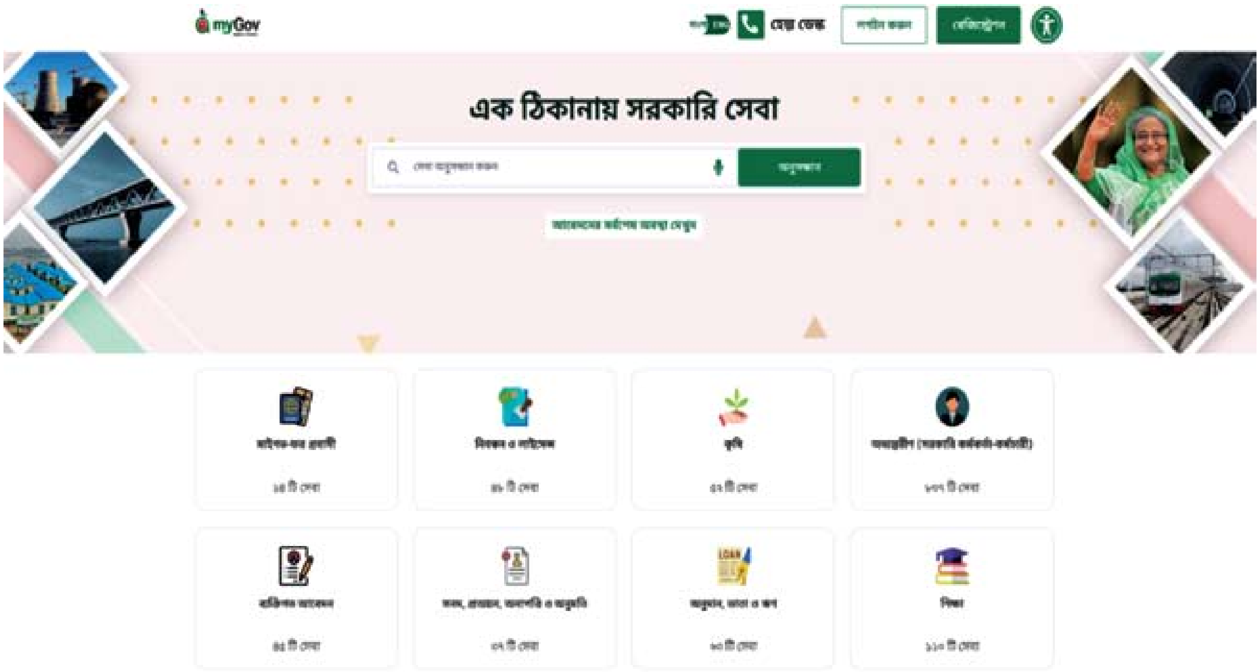

২. **ডিজিটাল-নথি (ডি-নথি):** মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহে ডি-নথি চালু করার লক্ষ্যে মিশনগুলোর অর্গানোগ্রাম নিশ্চিতকণের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ হাইকমিশনসমূহ, উপ-হাইকমিশনসমূহ, সহকারী হাইকমিশনসমূহ, কনস্যুলেট জেনারেলসমূহ, কনস্যুলেটসমূহ ও বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনসমূহে খসড়া অর্গানোগ্রাম প্রেরণ করা হয়েছে। মিশনসমূহের ভেরিফিকেশন চলমান রয়েছে এবং দেশব্যাপী ডি-নথি চালুকরণের পর একই সঙ্গে মন্ত্রণালয় ও বিদেশে অবস্থিত মিশনসমূহে ডি-নথি চালুকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

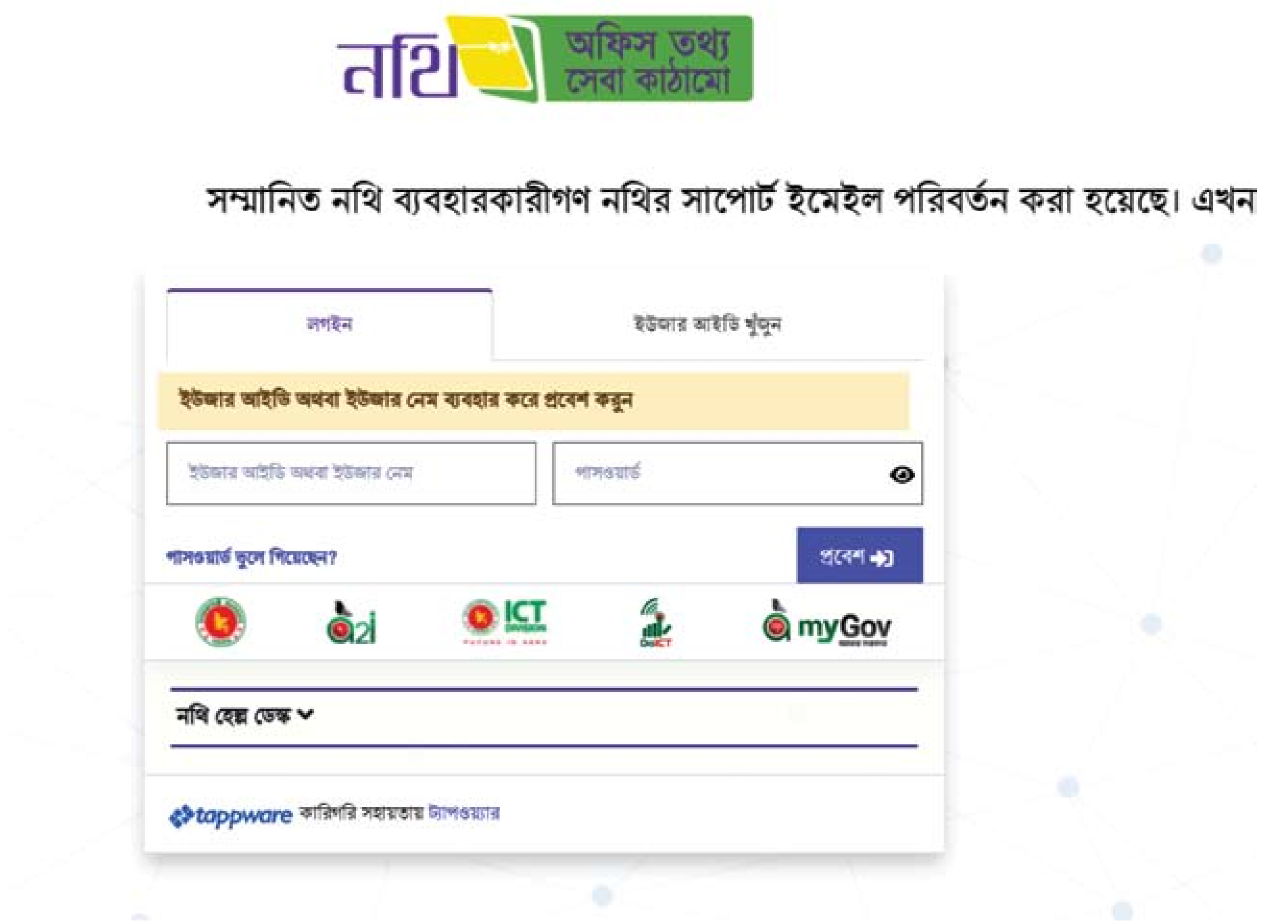

৩. **ডিজিটাল আর্কাইভ:** পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নথি ও অন্যান্য দলিলাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত ডিজিটাল আর্কাইভ ব্যবস্থা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহযোগিতায় এই ডিজিটাল আর্কাইভ ব্যবস্থা তৈরি করেছে এবং এটি জাতীয় ডাটা সেন্টারে হোস্টিং করে রাখা হয়েছে।

৪. **সেন্ট্রালাইজড সার্ভিস অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকার:** বাংলাদেশ মিশনসমূহের কনস্যুলার সেবাসমূহ সেবাপ্রার্থীদের যথাযথভাবে প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সেন্ট্রালাইজড সার্ভিস অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকার ব্যবস্থা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীগণ তাঁদের আবেদনকৃত সেবাসমূহের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন। এর মাধ্যমে মিশনসমূহ তাঁদের প্রদানকৃত সেবাসমূহ সহজেই পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

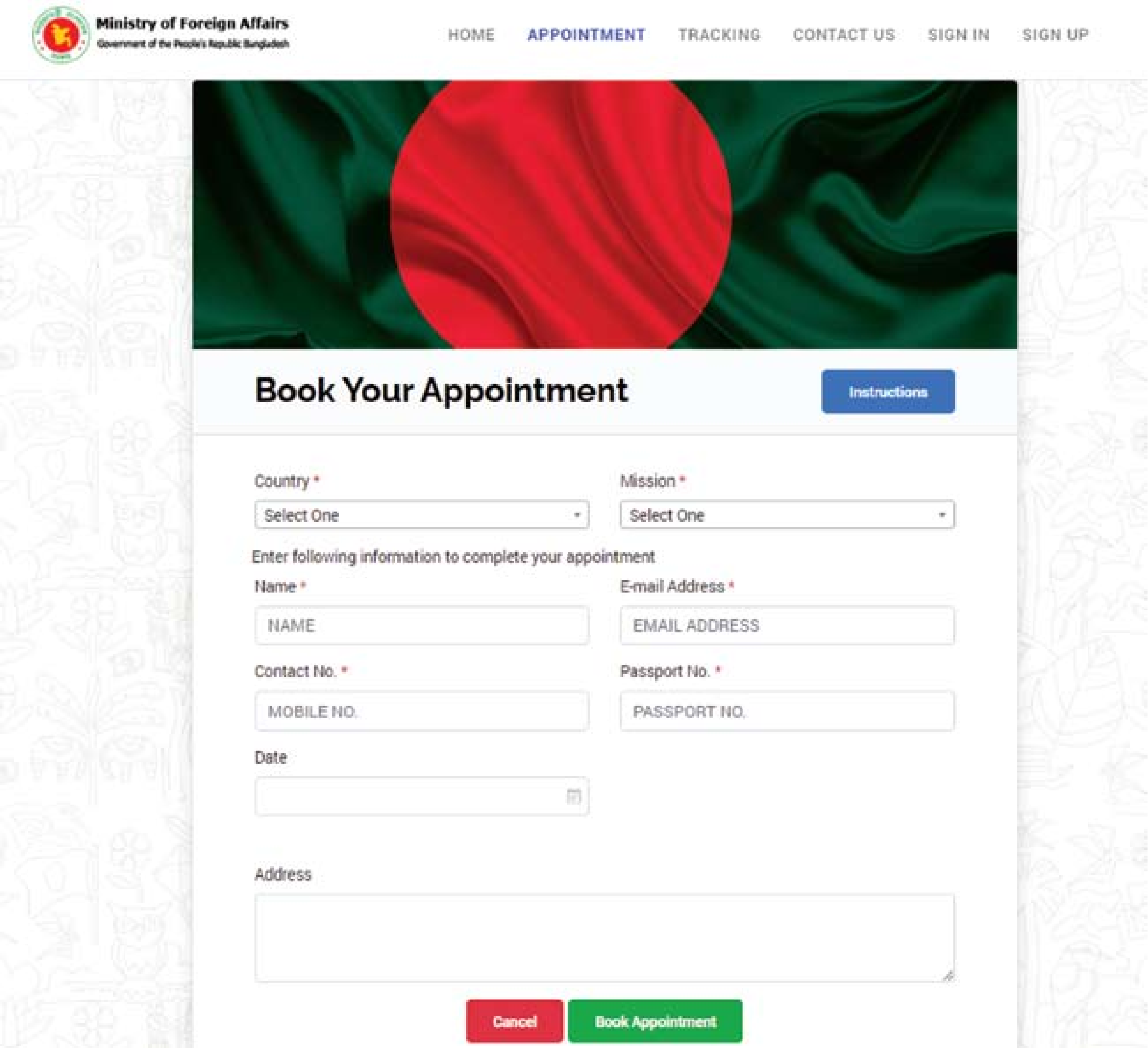
Ministry of Foreign Affairs
Government of the People's Republic Bangladesh
HOME
APPOINTMENT
TRACKING
CONTACT US
SIGN IN
SIGN UP
Book Your Appointment
Instructions
Country *
Select One
Mission *
Select One
Enter following information to complete your appointment
Name *
NAME
E-mail Address *
EMAIL ADDRESS
Contact No. *
MOBILE NO.
Passport No. *
PASSPORT NO.
Date
Address
Cancel
Book Appointment

৫. **ইনোভেশন কর্নার:** পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটুআই-এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মন্ত্রণালয়ের নতুন ভবনে একটি ইনোভেশন কর্নার স্থাপন করেছে। এই ইনোভেশন কর্নারে বাংলাদেশের উদ্ভাবকদের প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইনোভেশন কর্নারটি মন্ত্রণালয়ের একটি ব্রান্ডিং সেন্টার হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি এই ইনোভেশন কর্নারে দেশের প্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে নিয়মিত অনুষ্ঠান ও মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।

বৃহত্তর পরিসরে উন্নততর কর্মপরিবেশ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন

সময়ের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি প্রতিনিয়ত বেড়েছে। এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃহত্তর ও উন্নততর কর্মপরিবেশ সৃষ্টির জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এর অংশ হিসেবে ৭ জুলাই ২০২২ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নবনির্মিত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মন্ত্রণালয়ের নবনির্মিত আট-তলা ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

আট-তলা প্রশাসনিক ভবন উদ্বোধন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন। গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তর আটতলাবিশিষ্ট নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। এজন্য ব্যয় হয় ৭৭ কোটি টাকা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিদেশে স্থাপিত বাংলাদেশের নতুন মিশনসমূহ

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের এই পথ পরিক্রমায় প্রতিবেশী দেশসমূহসহ সকল দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কূটনীতিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক অবস্থানকে জোরালো করার নিমিত্ত নতুন নতুন মিশন স্থাপন করা হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের মিশনগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ২০১৯-২০২২ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে ৪টি কূটনৈতিক মিশন উদ্বোধন করা হয়েছে। মিশনগুলোর নাম ও চালুর তারিখ নিম্নে দেওয়া হলো:

মিশনের নাম	চালুর তারিখ
বুখারেস্ট, রোমানিয়া	১৪ জুলাই ২০২০ (পুনঃচালু)
চেন্নাই, ভারত	০৮ জুলাই ২০২১
খার্তুম, সুদান	১৫ জুলাই ২০২১
মিয়ামি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

নতুন চালুকৃত বাংলাদেশ মিশনসমূহ

বিদেশে মিশন স্থাপনের চলমান উদ্যোগসমূহ

বর্তমান বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের বিদ্যমান ৮১টি মিশনের পাশাপাশি নতুন আরও কয়েকটি দূতাবাস ও কনসুলেট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

- ওআইসিতে (জেদ্দা, সৌদি আরব) স্থায়ী মিশন স্থাপনের যাবতীয় অনুমোদন প্রক্রিয়া সমাপ্তির পথে।
- ওয়েলিংটন (নিউজিল্যান্ড), বুয়েনস এইরেস (আর্জেন্টিনা), সাও পাওলো (ব্রাজিল), জোহর বাহরু (মালয়েশিয়া), ডাবলিন (আয়ারল্যান্ড), ফ্রাংকফুর্ট (জার্মানি), গুয়াংজো (চীন)-সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশ ও শহরে বাংলাদেশের মিশন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহের জন্য স্থায়ী ভবন নির্মাণ/ক্রয়

বিদেশে অবস্থিত ৮১টি মিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখছে। শুরুর দিকে এ দূতাবাসসমূহ ভাড়া করা ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১৬-২০২৪ সালব্যাপী ৩টি পর্যায়ে ৩২টি মিশনের জন্য জমি থাকা সাপেক্ষে নিজস্ব ভবন নির্মাণ অথবা জমিসহ তৈরি ভবন ক্রয়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নবনির্মিত ভবন এবং টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের স্থায়ী ভবন

৩২টি মিশনের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫টি মিশনে নিজস্ব ভবন নির্মাণ/ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় এ মাস্টারপ্ল্যান পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বিদেশে নিজস্ব চ্যান্সারি কমপ্লেক্স ও হাইকমিশনার/রাষ্ট্রদূতের বাসভবন নির্মাণ, দেশের অভ্যন্তরে ফরেন সার্ভিস একাডেমি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ফরেন সার্ভিস একাডেমি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নতুন অফিস ভবন নির্মাণসহ আরও কয়েকটি প্রকল্প ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং কয়েকটি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

এই উদ্দেশ্য সাধনে বিগত ০৪ বছরে (২০১৯-২০২২) গৃহীত/সম্পন্ন/চলমান কার্যক্রমের একটি সার-সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ইতোমধ্যে সম্পন্ন প্রকল্পসমূহ				**প্রকল্পসমূহ (৭টি)**
দেশের বাইরে ভবন নির্মাণ এবং ক্রয় (৪টি)	**দেশের অভ্যন্তরে নির্মিত ভবন (২টি)**	**জমি ক্রয়/ বিনিময় (২ টি)**	**চ্যান্সারি কমপ্লেক্স (১টি)**	
বাসভবন লস এঞ্জেলেস (২০১৯), লিসবন (২০২০), দ্য হেগ (২০২০), ওয়াশিংটন ডিসি (পুনঃনির্মাণ, ২০২০)	ফরেন সার্ভিস একাডেমি ভবন, মন্ত্রণালয় চত্বরে আট তলা অফিস ভবন	আবুধাবি (২০১৯), কায়রো (২০২০)	আঙ্কারা (২০২০)	ব্রুনাই চ্যান্সারি কমপ্লেক্স, থিম্পু চ্যান্সারি কমপ্লেক্স, রিয়াদ বাসভবন, জেদ্দা চ্যান্সারি কমপ্লেক্স, বার্লিন চ্যান্সারি কমপ্লেক্স, ইসলামাবাদ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স এবং ক্যানবেরা চ্যান্সারি কমপ্লেক্স

বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

বিদেশস্থ ৮১টি বাংলাদেশ দূতাবাসের সবকটিতে ইতোমধ্যেই বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করা হয়েছে। এই কর্নারে বঙ্গবন্ধুর জীবনালেখ্যভিত্তিক উল্লেখযোগ্য বইসমূহ, পত্রপত্রিকার প্রতিলিপি এবং বঙ্গবন্ধুর ছবির প্রদর্শনী রাখা হয়েছে যা প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের অংশ হিসেবে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব এবং শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর জন্মবার্ষিকী বিদেশস্থ সকল বাংলাদেশ দূতাবাসে পালন করা হয়।

প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে UNESCO-এর নির্বাহী পর্ষদে ১১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে 'UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize in the field of the Creative Economy' শীর্ষক পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। ১১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে দুই বছর মেয়াদি এ পদকটি প্রথমবারের মতো UNESCO সদর দপ্তরে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার হস্তান্তর করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যারিসে UNESCO-এর সদর দপ্তরে যুব উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ উগান্ডার এমওটিআইভি ক্রিয়েন্স লিমিটেডকে 'UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize in the field of the Creative Economy' পুরস্কার প্রদান করেন। এসময় বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা এবং UNESCO-এর মহাপরিচালক Audrey Azoulay উপস্থিত ছিলেন

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ দুইটি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই আরবি, অসমীয়া, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দি, জাপানি, নেপালি, পর্তুগিজ, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, তুর্কি, উর্দু ও ডাচ–মোট ১৪টি ভাষায় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অনূদিত হয়েছে এবং আরও কয়েকটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ উপ হাইকমিশন, কলকাতা-এর উদ্যোগে কলকাতায় মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বইমেলা বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

নাইজেরিয়া, ভুটান, কানাডা, ফ্রান্স এবং ভারত–এই পাঁচটি দেশের স্ব স্ব সরকারের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচন করা হয়। ২৯ মে ২০২০ তারিখে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন ও জাতিসংঘ পোস্টাল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও শান্তিরক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধান্তে স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচন করা হয়।

২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল জাদুঘরের প্রদর্শনীর যৌথ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে এ প্রদর্শনী আয়োজনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সমাপনী দিনে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু ও বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন

ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মেহেরপুরের মুজিবনগর থেকে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া হয়ে কলকাতা পর্যন্ত স্বাধীনতা সড়ক উদ্বোধন করেন

বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক-এর উদ্যোগে থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-তে ইতোমধ্যে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক-এর সক্রিয় উদ্যোগের প্রেক্ষিতে সেখানকার জনপ্রিয় পাঠাগার 'কুইনস পাবলিক লাইব্রেরি'-তে 'বাংলা কর্নার' স্থাপনের ব্যাপারে সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সম্প্রতি ভারত সরকারের সহযোগিতার ভিত্তিতে মেহেরপুর-এর মুজিবনগরে ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন প্রায় ২ কিলোমিটার 'স্বাধীনতা সড়ক' উন্মুক্ত করা হয়েছে।

১৩ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে পোল্যান্ডের ক্র্যাকাও শহরে অবস্থিত 'Jagiellonian University'-তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রস্তাবিত 'Bangabandhu Centre for the Studies on Bangladesh'-এর জন্য 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' হিসেবে চূড়ান্ত প্রার্থীর বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়া যায়।

জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'-এর নামে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় একটি সড়কের নামকরণ এবং একই সঙ্গে বুলগেরীয় পণ্ডিত ও জাতীয় পুনঃজাগরণের প্রবাদপুরুষ সেন্ট পাইসি হিলেন্ডারস্কি (St. Paisiy Hilendarski)-এর নামে ঢাকায় একটি রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে তুরস্কের আঙ্কারাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত সড়কের নাম 'Bangabandhu Caddesi' নামকরণের প্রস্তাবটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে।

২৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে নাইজেরিয়ার আবুজায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে নাইজেরিয়ান পোস্টাল সার্ভিস একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।

মরিশাসের মাননীয় উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হুসনু এবং বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি যৌথভাবে ভার্চুয়ালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে মরিশাসে একটি নতুন নামকরণ করা সড়ক 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্ট্রিট' উদ্বোধন করেন।

২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সদরদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি বেঞ্চ স্থাপন এবং একটি শতবর্ষী বৃক্ষ রোপন করেন। জাতিসংঘের সদর দপ্তর চত্বরে কোনো রাজনৈতিক নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এ ধরনের উদ্যোগ এটিই প্রথম।

২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি বেঞ্চ স্থাপন এবং একটি শতবর্ষী বৃক্ষ রোপন করেন

২০২১ সালে ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের ২১০তম অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে 'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দি ফিল্ড অফ ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' শীর্ষক পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার বিজয়ীর হাতে নিজে পুরস্কার তুলে দেন। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের কোনো অঙ্গসংস্থা বঙ্গবন্ধুর নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন করে। এছাড়াও, ২০১৭ সালে ইউনেস্কো ৭ই মার্চ ১৯৭১-এ প্রদত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণটিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি

প্রদান করে। জাতির পিতার এই ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর ‘মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে’ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রদত্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও খেতাব

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই) কর্তৃক ‘ভ্যাকসিন হিরো’ সম্মাননা প্রদান

বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘ভ্যাকসিন হিরো’ সম্মাননায় ভূষিত করেছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন বাংলাদেশ

(জিএভিআই)। বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচির ব্যাপক সফলতা, বিশেষ করে পোলিও নির্মূল এবং ডিপথেরিয়া, হেপাটাইটিস বি ও রুবেলার মতো মরণব্যাধি নিয়ন্ত্রণে অসাধারণ ভূমিকা রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

‘ভ্যাকসিন হিরো’ পুরস্কার গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন) কর্তৃক এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার অর্জন

২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN)-এর পক্ষ থেকে ২০১৫-২০২০ সময়কালে SDG অর্জনে সর্বোচ্চ সাফল্যের জন্য SDGs Progress Award প্রদান করা হয়। SDSN এর প্রেসিডেন্ট প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Prof Jeffery Sachs মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে এই সম্মাননাটি তুলে দেন। সম্মাননা প্রদানকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই কঠিন সময়ে বাংলাদেশ ও বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার জন্য তিনি Jewel in the Crown বলে অভিহিত করেন। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও বাংলাদেশ যে অবিচলভাবে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে–এই পুরস্কার তারই বিশ্ব স্বীকৃতি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার অর্জন

ইউনিসেফ কর্তৃক সম্মাননা প্রদান

দক্ষতা উন্নয়ন-এর মাধ্যমে যুবসমাজের অগ্রযাত্রা নিশ্চিতকরণের স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ইউনিসেফ কর্তৃক ‘Champion of the skill development for the Youth’ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে UNICEF কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে এ সম্মাননা তুলে দেয়া হয়। যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তাদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ এবং যুব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের ধারাবাহিক উন্নয়ন সাধন করার স্বীকৃতি স্বরূপ এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে জাতিসংঘ প্লাজার ইউনিসেফ হাউজে ইউনিসেফ প্রদত্ত Champion for Skills-Development for Young People’ পুরস্কার গ্রহণ করেন (২৭ সেপ্টম্বর ২০১৯)

অর্থনৈতিক কূটনীতি

‘অর্থনৈতিক কূটনীতি’র অংশ হিসেবে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের মানবসম্পদ রপ্তানির লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে সফলতার কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস এবং অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজ ও নিরাপদ করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ২০২২ সালে প্রায় ৩০,০০০ বাংলাদেশী রোমানিয়ায় গমন করেছে।
- বাংলাদেশ হতে সার্বিয়ায় দক্ষকর্মী প্রেরণের জন্য দুদেশের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ‘Agreement between Bangladesh and Serbia on Temporary Employment of Nationals of the Republic of Serbia in Bangladesh and Nationals of the People’s Republic of Bangladesh in Serbia’ খসড়া চুক্তিটি প্রক্রিয়াধীন আছে।
- বাংলাদেশে হাঙ্গেরির দূতাবাস স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মীরা দূতাবাস থেকে ভিসা গ্রহণ করে কাজের জন্য হাঙ্গেরিতে যাচ্ছে।
- পূর্ব ইউরোপের দেশ যথা কসোভো ও পোল্যান্ডে মানবসম্পদ রপ্তানির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কসোভো বাংলাদেশে ২০১৮ সালে দূতাবাস স্থাপন করেছে, যা ভিসা প্রক্রিয়াকরণে সহযোগী ভূমিকা পালন করছে।

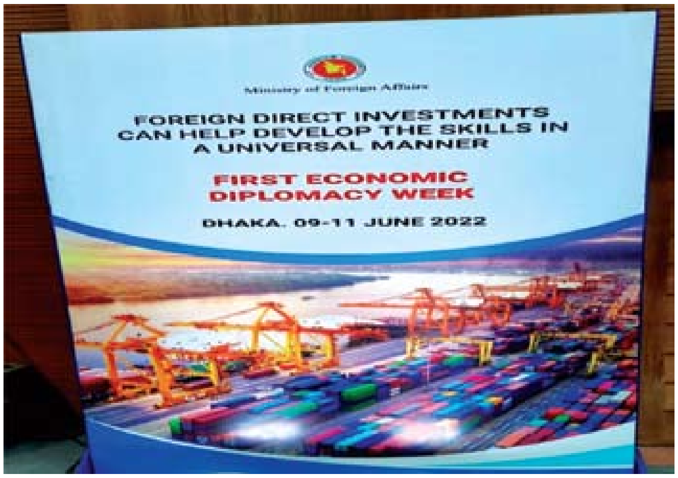

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রথমবারের মতো অর্থনৈতিক কূটনীতি সপ্তাহ (৯-১১ জুন, ২০২২) উদ্‌যাপন করা হয়

অর্থনৈতিক কূটনীতি সপ্তাহ: বাংলাদেশ বিজনেস সামিট ২০২৩

বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি'র (এফবিসিসিআই) প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ১১-১৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রথমাবারের মতো বাংলাদেশ বিজনেস সামিট ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সামিটের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী দিনে সৌদি আরবের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুতে সৌদি আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী ড. মজিদ বিন আব্দুল্লাহ আল কাসাবিকে স্বাগত জানান (১০ মার্চ ২০২৩)

মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সৌদি বাণিজ্যমন্ত্রীর সফরকালে জ্বালানি, শিল্প, কৃষি এবং অবকাঠামো খাতে ৬.৩ বিলিয়ন সৌদি রিয়াল মূল্যের চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সৌদি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি সার কারখানা এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের পাশাপাশি জেদ্দায় নবনির্মিত রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল এবং চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেটরের মধ্যে সহযোগিতার ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে প্রতিনিধিত্বকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা (শিল্প মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া শীঘ্রই একটি যৌথ বিজনেস কাউন্সিল গঠনের ব্যাপারে এফবিসিসিআই এবং সৌদি ফেডারেশন অব চেম্বার্সের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ২০০ জনের বেশি বিদেশি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি অনুবিভাগ এবং আইসিটি অনুবিভাগ এফবিসিসিআইয়ের সঙ্গে এ সামিটের সফল আয়োজনের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করেছে।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি ঢাকায় বনানীস্থ হোটেল শেরাটনে এফবিসিসিআই আয়োজিত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে 'বাংলাদেশ বিজনেস সামিট ২০২৩' ব্রিফিংয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

'বাংলাদেশ বিজনেস সামিট ২০২৩' এ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি

জনকূটনীতি: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নবতর উদ্যোগ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দেশিত ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়’ এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে দেশে ও বিদেশে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জনকূটনীতি অনুবিভাগ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর অংশ হিসেবে শক্তিশালী বহিঃপ্রচার কার্যক্রম ও সার্বিক জনকূটনীতি পরিচালনা করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার ব্যয় খাত হিসেবেও এই অনুবিভাগটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০২০ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান ‘বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ’ এর কার্যক্রম ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এর নাম পরিবর্তন করে ‘জনকূটনীতি অনুবিভাগ’ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচল উপস্থিতি এবং বর্ধিত জনসম্পৃক্ততা

বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক ও টুইটার ভেরিফাইড পেইজের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও মিশনসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ও অর্জন তাৎক্ষণিকভাবে প্রচার করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ফেসবুক পেজটিতে ৩ লক্ষের বেশি এবং টুইটার পেইজে ২২ হাজারের বেশি অনুসারী রয়েছে, যাদের মধ্যে বাংলাদেশী নাগরিকের পাশাপাশি বিভিন্ন বিদেশি নাগরিক এবং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিদেশি কূটনীতিকরাও মন্ত্রণালয়ের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে নিয়মিত অনুসরণ এবং তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পেজ দুটির কনটেন্ট তৈরি ও শেয়ার করা হয়। জনসাধারণ এসব পেইজের পোস্টের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পর্কে জানতে পারছে, কমেন্ট ও শেয়ারের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকছে এবং এর ফলে মন্ত্রণালয়ের জনসম্পৃক্ততা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ

বর্তমান সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে বদ্ধপরিকর এবং এ লক্ষ্য নিশ্চিতকল্পে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বচ্ছতার সঙ্গে সঠিক তথ্য দেবার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা হতে একজন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা এবং একজন বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে। জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়মানুযায়ী চাহিদার প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, বিগত অর্থবছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শতভাগ চাহিদাকৃত তথ্য প্রদানে সক্ষম হয়েছে। একই সঙ্গে, তথ্য অধিকার আইন এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অবহিত করতে জনকূটনীতি অনুবিভাগের পরিচালনায় নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিং

আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের মাধ্যমে সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিং এর আয়োজন করেছে, যার মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহান্তে মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক বিশেষ কার্যাবলি ও উল্লেখযোগ্য ইস্যু গণমাধ্যমকর্মীদের নিকট বিবৃত করা হয় এবং তাঁদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দেয়া হয়। সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে একদিকে যেমন গণমাধ্যমের মাধ্যমে জনগণের নিকটে নিয়ে এসেছে, অন্যদিকে অত্র মন্ত্রণালয়কে আধুনিকতার প্রয়োগের মাধ্যমে অনন্যতা প্রদান করেছে।

সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিং

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসন্ন জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন (২৪ এপ্রিল ২০২৩)

ভিজিট বাংলাদেশ কর্মসূচি

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট গণমাধ্যমকর্মী, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষকসহ বিশিষ্ট নাগরিকদের বাংলাদেশে আমন্ত্রণের মাধ্যমে 'ভিজিট বাংলাদেশ' কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। সর্বশেষ ২০২২ সালের ডিসেম্বরে কোভিড-পরবর্তী সীমিত পরিসরে ১১টি দেশের ১৩ জন অতিথির অংশগ্রহণে সফলভাবে 'ভিজিট বাংলাদেশ ২০২২' সম্পন্ন করে। ২০১৯ সালে এমন আয়োজন করা হয়েছিল তবে কোভিড অতিমারীর কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে 'ভিজিট বাংলাদেশ' আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এই আয়োজনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা, প্রকৃতি, চলমান গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, শিল্প ইত্যাদি তুলে ধরার জন্য অতিথিদেরকে উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ পরিদর্শন করানো হয়। পরবর্তীতে বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাঁদের লেখনী ও কনটেন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে প্রচারিত হয়।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে 'ভিজিট বাংলাদেশ' কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রকাশনা:

জনকূটনীতির অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি অনুবিভাগের উদ্যোগে নিয়মিতভাবে বই প্রকাশিত হয়ে আসছে। জাতির পিতার জীবনী ও সংগ্রাম, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক দর্শন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কাজসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বইসমূহ প্রকাশিত হয়ে আসছে, যা একদিকে যেমন তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করছে, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যিক বিবেচনায় পণ্ডিত থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও প্রশংসা অর্জন করছে। মন্ত্রণালয়ের বিগত ৫ বছরের প্রকাশনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'Bangabandhu-the People's Hero', 'Bangabandhu Corners Around the World', 'World Leaders on Bangabandhu and Bangladesh', 'Recognising the 1971 Bangladesh Genocide An Appeal for Rendering Justice', 'The Martyred Intellectuals of the University of Dhaka During the 1971 Genocide in Bangladesh' ইত্যাদি। এর পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের মাসিক মুখপত্র Foreign Office Briefing Notes (FOBN) এবং ত্রৈমাসিক প্রকাশনা Bangladesh Rising নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এসকল বই দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি দেশের বাইরে বাংলাদেশের মিশনসমূহেও প্রেরণ করা হচ্ছে।

'Bangabandhu Corners Around the World' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

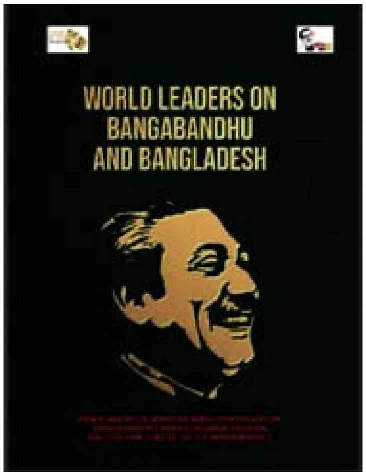

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে 'World Leaders on Bangabandhu and Bangladesh' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এসময় উপস্থিত ছিলেন (১৯ অক্টোবর ২০২১)

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) এর বিশেষ নির্দেশনাক্রমে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ (মহাপরিচালক ও তদূর্ধ্ব)-কে বাংলাদেশে চলমান এবং সাম্প্রতিক সময়ে সম্পন্ন হওয়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্ক অবহিত করার জন্য এসকল স্থান সশরীরে পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে পায়রা সমুদ্রবন্দর, সুন্দরবন এবং রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কক্সবাজারে নির্মিতব্য রেলস্টেশন ইত্যাদি প্রকল্প পরিদর্শন করানো হয়েছে, যার কয়েকটিতে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব)ও অংশগ্রহণ করেছেন। দেশের বাইরে বাংলাদেশের মিশনসমূহে কর্মকাল অতিবাহিত করে মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পরে কর্মকর্তাগণ, বিশেষ করে মহাপরিচালক এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ যেন বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বাস্তবিক ধারণা পান এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে বিদেশি সরকার বা জনগণের নিকট বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারেন−সেটিই এই পরিদর্শন কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে এই ধরনের ভ্রমণের মাধ্যমে উর্ধ্বতন

কর্মকর্তাগণের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন হওয়া এই ধরনের কর্মকাণ্ড মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে নতুন কর্মস্পৃহা এবং উদ্যম দান করেছে এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আরও ব্যাপক পরিসরে বিদেশিদের নিকট তুলে ধরা হচ্ছে।

কোস্ট গার্ড

NAVY
NAVY
NAVY

কনস্যুলার ও কল্যাণ বিষয়ক কার্যাবলি ও অর্জনসমূহ

দেশে ও প্রবাসে বাংলাদেশী নাগরিকদের বিবিধ রকমের কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবা প্রদান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এবং এ সকল সেবা প্রদানে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সদর-দপ্তরের পাশাপাশি ৮১টি বিদেশস্থ মিশনের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশী নাগরিকদের নানাবিধ কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবা প্রদান করছে। এছাড়াও, ৪০টি বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন হতে সমবর্তী দায়িত্বের (Concurrent Accreditation) মাধ্যমে আরও ১১৩টি দেশ/আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কূটনৈতিক ও কনস্যুলার সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে। ২০২২ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ কর্তৃক ১৭ লক্ষেরও অধিক সেবা প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের দলিল সত্যায়ন, মৃতদেহ প্রত্যাবাসন, বিদেশে আটক বাংলাদেশীদের প্রত্যাবাসন ইত্যাদি। এছাড়া, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন থেকেও প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট ইস্যু/নবায়ন, ট্রাভেল পারমিট ইস্যু, নো ভিসা ইস্যু, আমমোক্তারনামা সম্পাদন, জন্ম মৃত্যু সনদ ইস্যুসহ বিবিধ রকমের সেবা প্রদান করে থাকে।

বিগত চার বছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক যেসব দলিল, সনদ ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি সত্যায়ন করা হয়েছে তার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	সেবা/কার্যক্রমের ধরন/নাম	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
০১.	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট সেবা চালুকরণ	-	-	১০ টি মিশন	৯ টি মিশন
০২.	পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ সত্যায়ন	৬,৭১,১৮৬	৩,৩৩,৯১২	৮৭০২৯৩	১,০৬৮,৯০৪
০৩.	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত আম-মোক্তারনামা/বিদেশি সনদ সত্যায়ন	৫,৫৫৭	২,৭৪০	৬৭২৬	৭,৫৯৯

ক্রমিক নং	সেবা/কার্যক্রমের ধরন/নাম	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
০৪.	আম-মোক্তারনামা দলিলের পুনঃসঠিকতা যাচাই	৩,৮২১	২,১৩৫	২৬৬৫	২,৪৮১
০৫.	শিক্ষা সনদ সত্যায়ন	১,২৮,৯৬১	৬৮,৭৫০	১,৩০,৪৬৮	২৮,০১৯১
০৬.	বিবিধ নথিপত্র/সনদ (বৈবাহিক সনদ/ স্থানীয় আম-মোক্তারনামা, পারিবারিক সনদ, জন্ম নিবন্ধন সনদ ইত্যাদি) সত্যায়ন	১,৪৮,৪০৩	১,০৭,৬৯১	১,৯৯,৪৭০	৩,৪৫,২৫৮
০৭.	বিদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রাপ্তির নিমিত্ত অনাপত্তি সনদ ইস্যুর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ	২,৭১৬	২২৬৪	২,৮২৯	৩,৭৪৯
০৮.	কূটনৈতিক পত্র ইস্যু	৬,১০৩	১,৪৯৩	২১৮৭	৩,৮৩০
০৯.	লেটার অব ইন্ট্রোডাকশন ইস্যু	৩,৬১৭	৬৪৯	৮০৫	২,০৯৯
১০.	কূটনৈতিক পাসপোর্ট ইস্যু	১,৪০২	৪৮৩	৯৭১	৭০৮
১১.	কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল	৪৬১	১৫৪	২৭৭	৩২৯
১২.	সার্ক ভিসা স্টিকার ইস্যু	৯৩২	২৮৮	৪২৫	৫০৪
১৩.	অফিসিয়াল পাসপোর্টের জন্য অনাপত্তি সনদ	২৩০	১০৯	২৯৪	১৯৪

ক্রমিক নং	সেবা/কার্যক্রমের ধরন/নাম	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
১৪.	অফিসিয়াল পাসপোর্ট বাতিলের জন্য সনদ	৩০	৩১	৩২	৫৯
১৫.	সরকারী খরচে মৃতদেহ প্রত্যাবাসন	-	২,৬৩৩ জন	৯৬ জন	৩৯ জন
১৬.	বাংলাদেশী নাগরিকের নাগরিকত্ব যাচাই রিপোর্ট মিশনে প্রেরণ	-	-	৬৫০ জন	৮৪৫ জন
১৭.	বাংলাদেশী নাগরিকের নাগরিকত্ব যাচাই রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	-	-	৮৩৭ জন	৭০৮ জন
১৯.	বাংলাদেশী নাগরিকের দেশে প্রত্যাবাসন	-	৫৪৯ জন	১৫৬৩ জন	১৫০০ জন
২০.	বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশী নাগরিকের অনাপত্তি সনদ ইস্যু	-	-	২৩৩ জন	৪০২ জন
	মোট সেবা/কার্যক্রমের সংখ্যা	**৯,৭৩,৪১৯**	**৫,২৩,৮৮১**	**১২,২০,৮২১**	**১৭,১৯,৪৩০**

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট সেবা চালুকরণ

বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালে মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট ইউনিট স্থাপনের কাজ শুরু করে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২০টি মিশনে ই-পাসপোর্ট ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বার্লিন, এথেন্স, বুখারেস্ট, ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, মাস্কাট, আম্মান, আবুধাবি, দুবাই, সিউল, মালে, কাঠমান্ডু, বাগদাদ, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, কোপেনহেগেন, জেনেভা, হেগ ও ভিয়েনা মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা চালু হয়েছে। এসব মিশন থেকে প্রবাসীরা বর্তমানে ১০ বছর মেয়াদি ই-পাসপোর্ট নিতে পারছেন। অন্যান্য মিশনগুলোতে ই-পাসপোর্ট ইউনিট স্থাপনের কাজ চলমান আছে।

ই-পাসপোর্ট চালুকরণ

কনস্যুলার সেবা ডিজিটালাইজেশন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এটুআই এবং বাংলাদেশ পুলিশের সঙ্গে সমন্বয়ক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কনস্যুলার সেবা ডিজিটালাইজেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সংক্রান্ত পুলিশের সফটওয়্যারের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মিশনগুলোর সমন্বয় সাধনে এটুআই-এর সঙ্গে কাজ অগ্রসরমান।

কনস্যুলার সেবা ডিজিটালাইজেশন এবং সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশী নাগরিকদের ভিসা প্রাপ্তি সহজীকরণ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার বিদেশস্থ মিশনগুলোর মাধ্যমে কূটনৈতিক প্রয়াসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া সহজীকরণ করতে সচেষ্ট আছে। এমনকি বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশীদের ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য সম্প্রতি মাল্টা ও রোমানিয়ার সঙ্গে আলোচনাক্রমে সেই সব দেশ থেকে কনস্যুলার টিম বাংলাদেশ আনার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কাজ করেছে।

ভিসা অব্যাহতি চুক্তি স্বাক্ষর

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যার আওতায় কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীরা বিনা ভিসায় সেসব দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তিসমূহ দ্রুত স্বাক্ষরের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচেষ্ট আছে। উল্লেখ্য যে, অতি সম্প্রতি ব্রাজিল এবং ওমানের সঙ্গে কূটনৈতিক ও সরকারি পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

বিদেশি নাগরিকদের ভিসা প্রাপ্তি সহজীকরণ

দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির প্রয়াস হিসেবে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে ভ্রমণকারীদের আগমন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ক্রমে বিদেশি নাগরিকদের বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে আগ্রহী বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশে আসার ক্ষেত্রে ভিসা নীতিমালা সহজীকরণের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করে চলেছে।

দূতাবাসসমূহের সেবার মান বৃদ্ধি

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় দূতাবাসসমূহের সেবার মান বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সেবার মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সেবা প্রদান কার্যক্রম ডিজিটালইজড করা হচ্ছে। দূতাবাসসমূহে আগত সেবা প্রত্যাশী প্রবাসীদের জন্য উন্নতমানের অপেক্ষাকক্ষ, পানির সুব্যবস্থা, ফ্রি ওয়াইফাই ও উন্নত টয়লেট সুবিধার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রবাসীদের কল্যাণে কার্যক্রম

প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণার্থে, সাম্প্রতিক সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে বিদেশে মৃত্যবরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের মৃতদেহ সরকারি খরচে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা। মৃতদেহ প্রত্যাবাসনের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রত্যাবাসন ব্যবস্থাপনা কোড '১১৮০১০১-১২০০০৪২০০-৩২২১১০৬' হতে বিভিন্ন দূতাবাসের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের প্রত্যাবাসন খরচের খাতটি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে অদ্যাবধি চালু আছে। বর্তমানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এই প্রত্যাবাসন খাতে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশ হতে ২০২০ সালে ২৬৩৩ জন, ২০২১ সালে ৯৬ জন এবং ২০২২ সালে ৩৯ জন প্রবাসী বাংলাদেশীর মৃতদেহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এটি অব্যাহত রয়েছে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের ও বিদেশে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহের ব্যাপারে আলোচনা ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসসমূহের অন্যতম দায়িত্ব। বিশ্বের কোথাও কোনো প্রবাসী বাংলাদেশী সমস্যাগ্রস্ত হলে এবং তার কোনো ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলে, তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রণালয় দূতাবাসের মাধ্যমে সমস্যার দ্রুত সমাধান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ মিশনসমূহ প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিম্নোক্ত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে:

- প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট ইস্যু ও পুনঃইস্যু করা;
- আটকে পড়া বাংলাদেশী নাগরিকদের দ্রুত দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা;
- অবৈধ বাংলাদেশী নাগরিকদের বৈধকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যেমন: পারিবারিক কলহ, জমি-জমা ও সম্পত্তি সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিবাদ সমাধানকল্পে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে অবহিতকরণ;
- আইনগত বিষয়ে প্রয়োজনে আইনজীবী নিয়োগ করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান এবং অভিযুক্ত/সাজাপ্রাপ্তদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- প্রবাসে বাংলাদেশীদের কোনো আর্থিক বা শারীরিক ক্ষতি, আকস্মিক মৃত্যু বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবারের আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা;
- বিদেশ আটক বাংলাদেশী নাগরিকদের সহায়তার জন্য কনস্যুলার একসেস প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- কারো পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে প্রয়োজনে ট্রাভেল ডকুমেন্ট প্রদান করা;
- বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশি নাগরিকদের বিশেষ ভিসা প্রদান করা;
- প্রয়োজনীয় সনদপত্র ইস্যু করা ও সত্যায়ন করা;
- কোনো বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে মৃত্যুবরণ করলে তার মৃতদেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা;
- প্রবাসে বাংলাদেশী নাগরিকদের কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবা প্রদানসহ নানাবিধ দাপ্তরিক সহায়তা প্রদান করা;
- প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির উন্নয়নে বিভিন্ন সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করা।

করোনা মহামারির কারণে বিদেশ থেকে ফেরত আসা কর্মীরা পুনরায় কাজে যোগদনের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। মহামারির কারণে যেসব অভিবাসী কর্মী তাদের স্ব স্ব কর্মস্থলে ফেরত যেতে পারেন নাই, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেসব দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কূটনৈতিক চ্যানেলে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বাগতিক দেশসমূহের সঙ্গে ফলপ্রসূ কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ক্ষেত্রবিশেষে মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসা, ইকামা ইত্যাদির মেয়াদ বাড়িয়ে বিশেষ ফ্লাইটযোগে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করেছে। উল্লেখ্য, ইতালি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, গ্রীস, সৌদি আরব ও ওমানে বিশেষ ফ্লাইটযোগে ২৫৬০ জন আটকে পড়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রত্যাবাসন করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে সৌদি আরব, ইউএই এবং ওমানের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক বিমান চলাচল পুনঃস্থাপিত হয়েছে এবং আটকে পরা অভিবাসী কর্মীরা এসব দেশে ফিরতে শুরু করেছেন।

বিদেশ ফেরত অনিয়মিত বাংলাদেশীরা যেন পুনরায় মানবপাচারের শিকার না হয় এ লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (AFD), অপরাধ তদন্ত বিভাগ (CID), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), স্পেশাল ব্রাঞ্চ (SB), বাংলাদেশ পুলিশের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রত্যাবর্তনকারীদের সিংহভাগ মাদারীপুর এবং শরীয়তপুর জেলার হওয়ায় অত্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ জুন ২০২২ এ মানব পাচার ও অনিয়মিত অভিবাসন রোধ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শরীয়তপুরে টাউন হল সভা আয়োজন করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসনের সহায়তায় অনুষ্ঠিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ পুলিশের আইজিপি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা, ঢাকাস্থ ইতালি দূতাবাস, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল, যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস, স্থানীয় সংসদ সদস্য, সুশীল সমাজ, এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষক এবং ইমামসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিরাপদ অভিবাসন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন

২০২৩ সালের (আংশিক) কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নিম্নে সে সকল কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো:

সুদান থেকে বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রত্যাবাসন: সুদানে গত ১৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সেখান বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকদের দেশে প্রত্যাবাসনের জন্য কূটনৈতিক কার্যক্রম শুরু করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সুদানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের কূটনীতিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ পর্যন্ত প্রায় ১০৫৯ জন বাংলাদেশী নাগরিককে সুদান থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এ কার্যক্রমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং IOM এর সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে কাজ করে চলেছে।

সুদান ফেরত বাংলাদেশী নাগরিকগণ হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে চলমান ব্রিফিং

বিমানবন্দরে সুদান ফেরত বাংলাদেশীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইমরান আহমদ এমপি

One Stop Service কার্যক্রমের মান উন্নয়নে কনস্যুলার লাউঞ্জ নির্মাণ ও ডিজিটালাইজেশন

সম্প্রতি কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ সেবাপ্রার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কনস্যুলার লাউঞ্জ নির্মাণ করেছে। সেবাপ্রার্থীদের তীব্র গরমে কষ্ট যেন না হয় তা নিশ্চিতকল্পে শীতাতপ নিয়ন্ত্রকযন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া লাউঞ্জে বসার

জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ জন সেবাগ্রহীতা কনস্যুলার লাউঞ্জে বসে তাদের কাগজপত্র জমা দিয়ে ৩০ মিনিটের মাঝে তাদের সেবা পেয়ে থাকেন। সেবা প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে ডিজিটাল টোকেন প্রবর্তন করা হয়েছে এবং ডেলিভারী কাউন্টারে ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে নাগরিকদের কাছে অধিকতর সহজ করতে কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সদ্য নির্মিত আধুনিক কনস্যুলার লাউঞ্জ

ওয়ান স্টপ লাউঞ্জে উপস্থিত সেবাপ্রার্থীগণের একাংশ

নোট ভার্বাল ও লেটার অব ইনট্রোডাকশন প্রদান প্রক্রিয়া অটোমেশনে উদ্যোগ গ্রহণ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং a2i সম্মিলিতভাবে নোট ভার্বাল ও লেটার অব ইনট্রোডাকশন প্রদান প্রক্রিয়া অটোমেশনের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অচিরেই নোট ভার্বাল ও এলওআই ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হবে এবং এতে সেবা প্রদানের সময় যেমন হ্রাস পাবে, তেমনি নিয়োজিত জনবলের সংখ্যাও হ্রাস পাবে। ফলে একইসঙ্গে সেবার মান ও মন্ত্রণালয়ের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

ই-পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম বেগবানে উদ্যোগ গ্রহণ: বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/কনস্যুলেট জেনারেল এর মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ সকল বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালুকরণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২২ সালে প্রবাসীদের কল্যাণে সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- বিভিন্ন দেশ থেকে ৩৮ জন প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকের মৃতদেহ আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- মিশন কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে ৬৭৮ জন ব্যক্তির বাংলাদেশী নাগরিকত্ব যাচাই এর আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত ৮২৫ জন বাংলাদেশী নাগরিকের নাগরিকত্ব যাচাই রিপোর্ট বিভিন্ন দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়েছে।
- নিরাপদ লিবিয়া গমনেচ্ছু ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা রয়েছে এ রকম ৪১১ জন বাংলাদেশী নাগরিককে অনাপত্তি পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন দেশে থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটের মাধ্যমে ১৪৮৫ জন বাংলাদেশী নাগরিককে দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন দেশে থেকে সরকারি খরচে ৩২ জনকে দেশে ফেরত আনা হয়েছে।
- বাংলাদেশ দূতাবাস, সুদান, খার্তুম এর সহায়তায় ০১ জন বাংলাদেশী নাগরিকের মৃতদেহ সরকারি অর্থে দাফন করা হয়েছে।

২০২১ সালে প্রবাসীদের কল্যাণে সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- বিভিন্ন দেশে মৃত্যুবরণকারী ৮৭টি মৃতদেহ দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন দেশের জেলখানায় বন্দি বাংলাদেশী নাগরিকদের দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। এর মধ্যে পাকিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া ও মালয়েশিয়ায় আটক ১৭৬ জন বাংলাদেশী নাগরিককে দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া/বন্দি নাগরিকদের দেশে প্রত্যাবাসনের নিমিত্ত ৪৭৯ জন বাংলাদেশী নাগরিকের নাগরিকত্ব যাচাই এর জন্য মিশন কর্তৃক প্রেরিত আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া/বন্দি নাগরিকদের দেশে প্রত্যাবাসনের নিমিত্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত ২৩২ জন বাংলাদেশী নাগরিকের নাগরিকত্ব যাচাই রিপোর্ট বিভিন্ন দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়েছে।
- লিবিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিক যারা দেশে ছুটি ভোগ করতে এসেছেন এমন ২১৫ জন বাংলাদেশী নাগরিকের অনুকূলে লিবিয়া প্রত্যাবর্তনের অনাপত্তি পত্র জারি করা হয়েছে।
- নেপাল হতে মানবপাচারকারীদের নিকট হতে উদ্ধারকৃত ০২ জন নারী, ০২ জন শিশু ও ০১ জন পুরুষকে সরকারি অর্থায়নে দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইথিওপিয়ার যুদ্ধবিধস্ত এলাকা হতে ০৩ জন নাগরিককে সরকারি আর্থিক সহায়তায় উদ্ধার করে নিরাপদ অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

যশোরের বেনাপোলে বাংলাদেশী নাগরিকদের (নারী ও শিশু) বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন

- মাল্টা থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটের মাধ্যমে ৩৭ জন বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে।
- তিউনিশিয়া থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটের মাধ্যমে ৯৬ জন বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে।
- নেপাল হতে ০১ জন ও স্পেন হতে ০৪ জন বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে।
- যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন সেইফ হোম হতে ৫৬ জন বাংলাদেশী নাগরিকদের (নারী ও শিশু) ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে।

- ভিয়েতনামে ০১ জন বাংলাদেশী নাগরিকের দাফন বাবদ খরচ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- লিবিয়া থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটের মাধ্যমে ৬১৮ জন বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে।
- জার্মানি থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটের মাধ্যমে ১৫৭ জন বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রবাসে বাংলাদেশী কর্মীদের প্রেরণের লক্ষ্যে আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই পূর্বক অনাপত্তি পত্র প্রদান করা হয়েছে।

২০২০ সালে প্রবাসীদের কল্যাণে সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- ৩১২ জন বাংলাদেশীকে চীনের উহান প্রদেশ থেকে প্রত্যাবাসন করা হয়।
- ৬৯ জন বাংলাদেশীকে আম্মান মিশনের সহযোগিতায় সিরিয়া থেকে প্রত্যাবাসন করা হয়।
- ৪১ জন বাংলাদেশীকে করাচি মিশনের সহযোগিতায় পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবাসন করা হয়।
- পাকিস্তানি পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ওমানের জাহাজে কর্মরত ০৮ জন বাংলাদেশী নাবিককে করাচি মিশনের সহযোগিতায় প্রত্যাবাসন।
- ২০১৫ সাল থেকে ইয়েমেনের এডেন জেলখানায় আটক ০২ জন বাংলাদেশীকে ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ সালে প্রত্যাবাসন করা হয়।
- ৫ জন বাংলাদেশীকে হুতি বিদ্রোহীদের থেকে উদ্ধার করে ইয়েমেন সরকারের সহযোগিতায় বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করা হয়।
- লাও পিডিআর এ সন্ত্রাসী কর্তৃক আটক ৩ জন বাংলাদেশীকে হ্যানয় মিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করা হয়।
- ৩২ জন বাংলাদেশীকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবাসন করা হয়।
- বৈরুতে বোমা বিস্ফোরণে আহত ২১ জন বাংলাদেশীকে বৈরুত মিশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করা হয়।
- হট লাইনের মাধ্যমে প্রবাসীদের সকল অভিযোগে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন দেশে মৃত্যুবরণকারী ২,৬৩৩ প্রবাসী মৃতদেহ প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সরকারি খরচে দেশে প্রত্যাবাসন করা হয়।
- সৌদি আরবে ৪৬ জন বিনা বেতনে কর্মরত এবং নির্যাতিত কর্মজীবী মহিলাকে উদ্ধার করে দূতাবাসের সেফ হোমে স্থানান্তরিত করা হয়।
- ৪৮ জন বাংলাদেশীকে মালয়েশিয়া থেকে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

- কাতারের আমির কর্তৃক ক্ষমাকৃত ৩ জন বাংলাদেশীকে প্রত্যাবাসন করা হয়।
- ৪৯ জন বাংলাদেশীকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবাসন করা হয়।
- নেপালে পাচারকৃত ২ শিশু, ২ জন নারী এবং ১ জন পুরুষকে উদ্ধার করে দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর (২০১৯-২০২৩)

দেশের সরকার প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধানদের বিদেশ সফরের মাধ্যমে সাধারণত ঐসব দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগসহ পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র যেমন দৃঢ় হয়, তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক এবং দ্বিপাক্ষিক অনেক সমস্যার সমাধান কিংবা এসব সমস্যা সমাধানের পথ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার দ্বার উন্মোচিত হয়। এসব সফরের মাধ্যমে অসংখ্য চুক্তি, সমঝোতা স্মারক, প্রটোকল ইত্যাদি স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক সাফল্য অর্জিত হয়। কূটনৈতিক সাফল্যের সর্বাধিক পরীক্ষিত মাধ্যম হচ্ছে সরকার প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধানদের সফরের মাধ্যমে একে অপরের অবস্থান প্রকাশের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথনকশা প্রণয়ন করা। এই ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত চার বছরে অসংখ্য সফরের আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কূটনীতিকে একটি অনন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে। গত চার বছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত সফরসমূহ আয়োজন করেছে:

২০১৯ :

- ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ Munich Security Conference-2019-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জার্মানিতে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন (সভা কক্ষ, হোটেল শেরাটন, মিউনিখ আরাবেলা পার্ক, মিউনিখ, জার্মান (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)

- ১৬-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ International Defence Exhibition & Conference-2019-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রুনাইয়ে Royal Regalia Museum পরিদর্শন করেন (২৩ এপ্রিল ২০১৯)

- ২১-২৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রুনাই-এ দ্বিপাক্ষিক সফর;
- ০১-১১ মে ২০১৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাজ্যে সরকারি সফর;
- ১৫-২৫ মে ২০১৯ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যুক্তরাজ্য ও জার্মানিতে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে (Shinzo Abe)-এর নেতৃত্বে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (২৯ মে ২০১৯)

- ২৮-৩১ মে ২০১৯ তারিখ The Future of Asia Conference-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপানে সরকারি সফর;
- ২৯-৩১ মে ২০১৯ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভারতে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মক্কায় ১৪তম ওআইসি সম্মেলন ২০১৯-এ অংশগ্রহণ করেন (১ জুন ২০১৯)

- ৩১ মে-০২ জুন ২০১৯ তারিখ 14th OIC SUMMIT-2019-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সৌদি আরবে সরকারি সফর;
- ০৩-০৮ জুন ২০১৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ফিনল্যান্ডে সরকারি সফর;
- ১৩-১৫ জুন ২০১৯ তারিখ Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA)-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির তাজিকিস্তানে সরকারি সফর;
- ১৬-১৯ জুন ২০১৯ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির উজবেকিস্তানে সরকারি সফর;

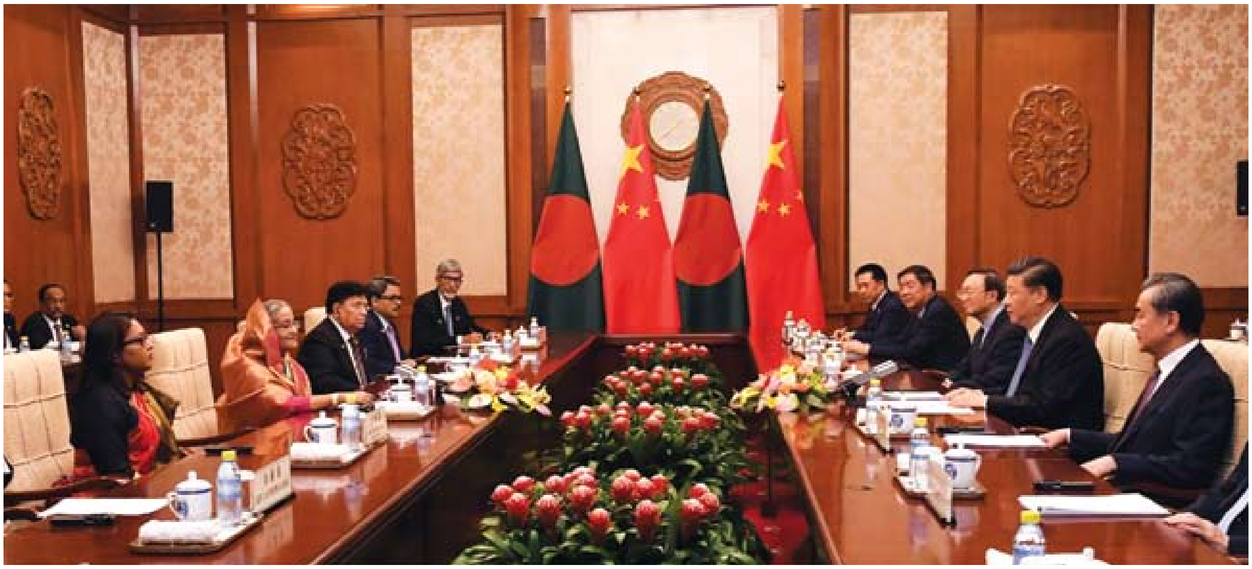

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেইজিং-এর Diaoyutai State Guest House-এ চীনের প্রেসিডেন্ট Xi Jinping এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন (৫ জুলাই ২০১৯)

- ০১-০৫ জুলাই ২০১৯ তারিখ WEF Forum-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীনে সরকারি সফর;
- ১৮ জুলাই-০৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাজ্যে সরকারি সফর;
- ৩১ আগস্ট-০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সদর দপ্তরের কনফারেন্স রুম-১১ তে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এবং ওআইসি সচিবালয় আয়োজিত 'মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের অবস্থা' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশ নেন

- ২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সফর;
- ০৩-০৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নয়াদিল্লি, ভারতে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের নয়াদিল্লীর মৈত্রী হলে বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন (৩ অক্টোবর ২০১৯)

- ২১-২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ Enthronement Ceremony of new Emperor of Japan-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির জাপানে সরকারি সফর;
- ২৪-২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ ১৮তম ন্যাম সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আজারবাইজানে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজারবাইজানে ১৮তম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনস্থল বাকু কংগ্রেস সেন্টারের প্লেনারি হলে সাধারণ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন (২৬ অক্টোবর ২০১৯)

- ২৫-২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিঙ্গাপুর সরকারি সফর;
- ১২-১৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির নেপালে সরকারি সফর;
- ১৬-১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ Dubai Airshow 2019-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুবাই ওয়ার্ল্ড সেন্টারে ‘দুবাই এয়ার শো-২০১৯’ প্রত্যক্ষ করেন (১৭ নভেম্বর ২০১৯)

- ২২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা, ভারতে সরকারি সফর;
- ০১-০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ COP25-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্পেনে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পেনের মাদ্রিদে Feria de Madrid হলে 'National plans to increase ambition by 2020' বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন (২ ডিসেম্বর ২০১৯)

২০২০ :

- ১২-১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ 'Zayed Sustainability Award' and 'Abu Dhabi Sustainability Week'-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনে ফটোসেশনে অংশ নেন (১৩ জানুয়ারি ২০২০)

- ০৪-০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ইতালিতে সরকারি সফর;
- ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ও ০৫-০৬ মার্চ ২০২০ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে সরকারি সফর;
- ২৮ ফেব্রুয়ারি-০১ মার্চ ২০২০ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির উরুগুয়ে-তে সরকারি সফর;
- ০২-০৪ মার্চ ২০২০ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির ব্রাজিলে সরকারি সফর;
- ১৪-২৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির আহ্বানে নারী নেতৃবৃন্দের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বক্তব্য রাখেন (২১ সেপ্টেম্বর ২০২১)

২০২১ :

- ১৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে এবং ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি সফর;
- ০৯-২৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যুক্তরাজ্য ও জার্মানিতে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে Conference of the Parties-এর ২৬তম অধিবেশন (COP-26)- এ ভাষণ দেন (১ নভেম্বর ২০২১)

- ৩১ অক্টোবর-০২ নভেম্বর ২০২১ তারিখ COP26-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গ্লাসগো-তে সরকারি সফর;
- ০৩-০৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লন্ডন, যুক্তরাজ্যে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কপ-২৬ সম্মেলনস্থলে মাননীয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন (Boris Johnson) এর সাথে বৈঠক করেন (২ নভেম্বর ২০২১)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কপ-২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম লিডার্স ডায়ালগ: ফোর্জিং এ সিভিএফ-কপ-২৬ ক্লাইমেট ইমার্জেন্সি প্যাক্ট' শীর্ষক সংলাপে সভাপতির বক্তব্য রাখেন। জাতিসংঘ মহাসচিব এন্টনিও গুতেরেস এসময় উপস্থিত ছিলেন (২ নভেম্বর ২০২১)

- ০৯-১৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখ UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize for the Creative Economy-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্যারিস, ফ্রান্সে সরকারি সফর;
- ২২-২৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মালদ্বীপে রাষ্ট্রীয় সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যারিসে Elysee Palace-এ পৌঁছালে ফ্রান্সের মহামান্য রাষ্ট্রপতি Emmanuel Macron তাঁকে স্বাগত জানান (৯ নভেম্বর ২০২১)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যারিসে এলিসি প্রাসাদে ফ্রান্সের মহামান্য রাষ্ট্রপতি Emmanuel Macron এর সাথে একান্ত বৈঠক করেন (৯ নভেম্বর ২০২১)

২০২২:

- ০৭-১২ মার্চ ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফর;
- ০৫-০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারতে দ্বিপাক্ষিক সফর;
- ১৬-১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ The state funeral for Queen Elizabeth II-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাজ্যে সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে যোগদান শেষে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২)

- ১৯ সেপ্টেম্বর-০২ অক্টোবর ২০২২ তারিখ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে এবং ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি সফর;
- ২৯ অক্টোবর-১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যুক্তরাজ্য ও জার্মানিতে সরকারি সফর;

২০২৩ :

- ০৪-০৮ মার্চ ২০২৩ তারিখ 2nd round of the UN LDC5 Conference-এ যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দোহা, কাতারে সরকারি সফর;

কাতারের দোহায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস এবং ইউএনজিএ-র প্রেসিডেন্ট সাবা করোসির বৈঠক শেষে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। এসময় পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতারের দোহায় ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে সেদেশের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি'র সাথে বৈঠক করেন (৫ মার্চ ২০২৩)

- ২৪ এপ্রিল-৮ মে ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপানে দ্বিপাক্ষিক সফর, বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০-বছর পূর্তি উপলক্ষে ওয়াশিংটন ডিসি সফর এবং রাজা চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য যুক্তরাজ্য সফর;
- মে, ২০২৩ মাসে ব্লুমবার্গ এর আয়োজনে কাতার ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সম্মেলনে যোগদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাতারে সরকারি সফর;

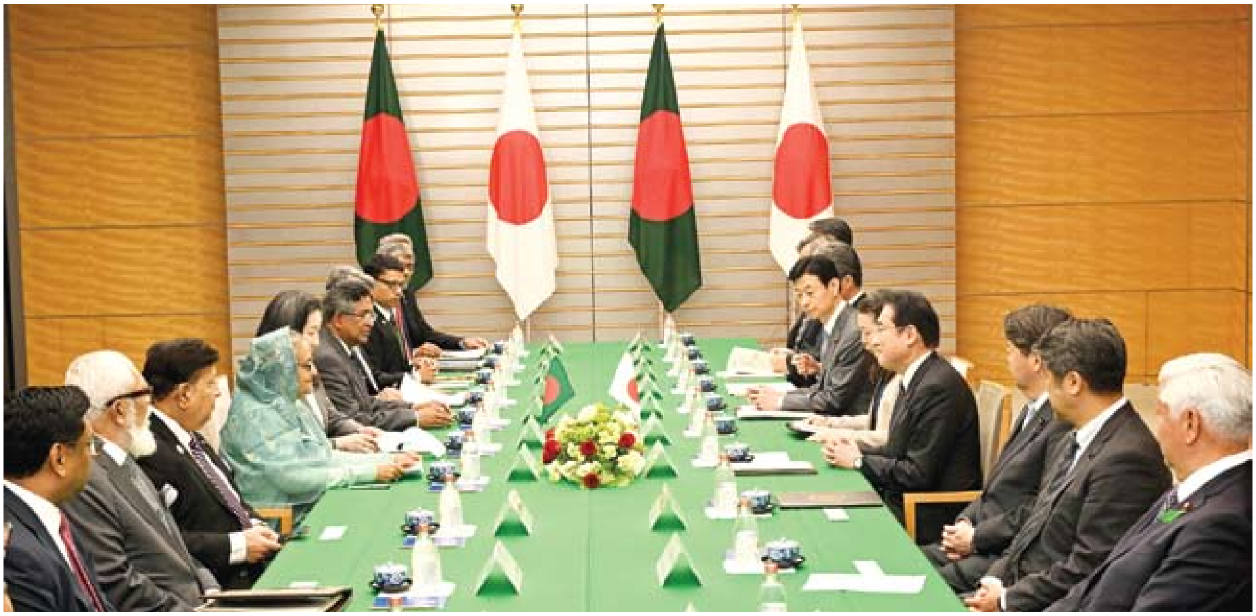

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী KISHIDA Fumio টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে নেতৃত্ব দেন (২৬ এপ্রিল ২০২৩)

টোকিওর দ্য ওয়েস্টিন হোটেলে জাপানের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (২৭ এপ্রিল ২০২৩)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতারের দোহায় সেদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জসিম আল থানির সাথে সাক্ষাৎ করেন (২৩ মে ২০২৩)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কাতারের দোহায় সৌদি আরবের বিনিয়োগ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী Khalid Al Falih এবং অর্থনীতি ও পরিকল্পনা বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী Faisal Alibrahim সাক্ষাৎ করেন (২৩ মে ২০২৩)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনের কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট মার্লবোরো হাউসে কমনওয়েলথ দেশগুলোর সরকার প্রধানদের দ্বিবার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক-এর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন (৫ মে ২০২৩)

- ৫-৮ মে ২০২৩ তারিখে রাজা চার্লস ও রানি ক্যামিলার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান এবং ‘Commonwealth Leaders Event’-যোগ দিতে লন্ডন, যুক্তরাজ্য সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনে মার্লবোরো হাউসে কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সরকার প্রধানদের সাথে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন (৫ মে ২০২৩)

- ১-৬ জুন ২০২৩ তারিখ তুরস্কের পুনরায়-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির আঙ্কারা সফর;

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও ফার্স্ট লেডি ড. রেবেকা সুলতানা তুরস্কের আংকারায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে প্রেসিডেন্ট রেসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের শপথ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন (৩ জুন ২০২৩)

- আইএলও এর সম্মেলনে যোগদানের জন্য ১৩-১৬ জুন সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেনেভায় প্যালাইস দেস নেশনসে 'ওয়ার্ল্ড অভ ওয়ার্ক সামিট ২০২৩'-এর প্লেনারি সেশনে ভাষণ দেন (১৪ জুন ২০২৩)

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও ফার্স্ট লেডি ড. রেবেকা সুলতানা ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদোর আমন্ত্রণে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত ৪৫তম ASEAN সামিট এবং ১৮তম ইস্ট এশিয়া সামিটে যোগদান করেন;

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন-এর ৪৩তম ASEAN সামিট এবং ১৮তম ইস্ট এশিয়া সামিটে যোগদান ও বক্তব্য প্রদান

- G-20 লিডার সামিটে যোগদান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ০৯-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ভারত সফর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে (G-20 সামিট, নিউদিল্লি, ভারত)

বিদেশি রাষ্ট্র/সরকার প্রধানের বাংলাদেশ সফর (২০১৯-২০২৩)

ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডা. লোটে শেরিং এবং বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন (১৩ এপ্রিল ২০১৯)

২০১৯ :

- ১২-১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Dr. Lotay Tshering-এর বাংলাদেশ সফর;
- ০৮-১১ জুলাই ২০১৯ তারিখ মার্শাল আইল্যান্ডের মহামান্য রাষ্ট্রপতি Her Excellency Hilda Heine-এর বাংলাদেশ সফর;

মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের প্রেসিডেন্ট Dr. Hilda C. Heina ও জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব Ban Ki-Moon ঢাকায় একটি হোটেলে Dhaka Meeting of the Global Commission on Adaptation (GCA) অনুষ্ঠানে Climate Adaptation: Good Practices in Bangladesh বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন (১০ জুলাই ২০১৯)

- ০৯-১১ জুলাই ২০১৯ তারিখ জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব Mr. Ban Ki-moon-এর বাংলাদেশ সফর;
- ০৯-১২ জুলাই ২০১৯ তারিখ United Nations Secretary General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development Her Majesty Queen Maxima of the Kingdom of Netherlands-এর বাংলাদেশ সফর;
- ১৩-১৫ জুলাই ২০১৯ তারিখ দক্ষিণ কোরিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Mr. Lee Nak-yon-এর বাংলাদেশ সফর;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Lee Nak-yon-এর উপস্থিতিতে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুদেশের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এবং সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া ভোজ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন দক্ষিণ কোরিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Lee Nak-yon (১৪ জুলাই ২০১৯)

২০২১ :

- ১৭-১৯ মার্চ ২০২১ তারিখ মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি H.E. Ibrahim Mohamed Solih-এর বাংলাদেশ সফর;

মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহকে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদায় জানান (১৯ মার্চ ২০২১)

- ১৯-২০ মার্চ ২০২১ তারিখ শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Mahinda Rajapaksa-এর বাংলাদেশ সফর;
- ২২-২৩ মার্চ ২০২১ তারিখ নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি H.E. Mrs. Bidza Devi Bhandari-এর বাংলাদেশ সফর;

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকশের উপস্থিতিতে 'Co-operation International Strategic Studies' শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এবং শ্রীলঙ্কার স্টেট মিনিস্টার ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন থারাকা বালাসুরিয়া। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই স্মারক স্বাক্ষরিত হয় ২০২১ সালের ২০ মার্চ

বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ২০২১ সালের ২২ মার্চ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যা দেবী ভান্ডারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের ২৩ মার্চ ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ড. লোটে শেরিংকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান

- ২৩-২৫ মার্চ ২০২১ তারিখ ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Dr. Lotay Tshering-এর বাংলাদেশ সফর;

ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-কে ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- ২৬-২৭ মার্চ ২০২১ তারিখ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H. E. Shri Narendra Modi-এর বাংলাদেশ সফর;
- ১৪ ও ১৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখ মোজাম্বিকের মহামান্য রাষ্ট্রপতি H.E. Filipe Jacinto Nyusi-এর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রাবিরতি;

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত মহাবিজয়ের মহানায়ক অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দকে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা 'মুজিব চিরন্তন' শ্রদ্ধাস্মারক প্রদান করেন । রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসময় উপস্থিত ছিলেন (১৬ ডিসেম্বর ২০২১)

- ১৫-১৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি H.E. Mr. Ram Nath Kovind-এর বাংলাদেশ সফর;

২০২২ :

- ২৫-২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখ Her Royal Highness Crown Princess Mary of Denmark-এর বাংলাদেশ সফর;

ডেনমার্কের ক্রাউন প্রিন্সেস মেরি এলিজাবেথ ডোনাল্ডসন কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গাছের চারা রোপণ করেন (২৬ এপ্রিল ২০২২)

ডেনমার্কের ক্রাউন প্রিন্সেস মেরি এলিজাবেথ ডোনাল্ডসন কক্সবাজারের রোহিঙ্গা কো-অর্ডিনেশন অফিসে উপকারভোগী রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলেন (২৬ এপ্রিল ২০২২)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সফররত ব্রুনাই দারুসসালাম-এর সুলতান Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah-এর উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ ও ব্রুনাইয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (১৬ অক্টোবর ২০২২)

- ১৫-১৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখ His Majesty-Sultan Haji Hassanal Bolkiah of Brunei-এর বাংলাদেশ সফর;

২০২৩ :

- ০৬-০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ Her Majesty the Queen of Belgians-এর বাংলাদেশ সফর;

বেলজিয়ামের রানি মাতিলদ মেরি ক্রিস্টিন জিলেইন কক্সবাজারের উখিয়ায় ৩নং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের হলি চাইল্ড লার্নিং সেন্টার পরিদর্শন করেন । তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)

- ০৭-০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাশিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গে লাভরভ-এর বাংলাদেশ সফর;

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং রাশিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গে লাভরভ

- ১০-১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-এর বাংলাদেশ সফর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

সাংবাদিক সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ

উল্লেখযোগ্য ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি)/বৈঠকসমূহ

২০১৯ :

- ১৯ মার্চ ২০১৯ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক দ্বিতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশন (FOC) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুদেশের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে এবং ১২-১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরের প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে দ্বিতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি) সভায় দুদেশের কৃষি সহযোগিতা, নার্সিং সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান, অভিবাসী শ্রমিক বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য খসড়াপত্র বিনিময় করেছে

- বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে দ্বিতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি) ৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এবং রাষ্ট্রদূত মেনার্দো এলবি মন্টেলেগ্রে, সহকারী সেক্রেটারি, এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্স দপ্তর, ফিলিপাইনের পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ।
- গত ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ এবং ইথিওপিয়ার মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা (FOC) অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মোঃ শহিদুল হক বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। অন্যদিকে, Ambassador Mahlet Hailu Guadze, Permanent Secretary (Foreign Secretary), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইথিওপিয়া, তাঁর দেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। সভা শুরুর আগে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইথিওপিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়।
- গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে ৪র্থ ফরেন অফিস কনসালটেশন (FOC) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

২০২০ :

- ১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে পোল্যান্ডের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী Marcin Przydacz বাংলাদেশ সফরকালীন বাংলাদেশ ও পোল্যান্ডের মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক ফরেন অফিস কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং দুপক্ষের মধ্যে 'Memorandum of Understanding (MOU) on the Bilateral Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of Bangladesh And the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland' স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত কনসালটেশনে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সামরিক ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপরে জোর দেওয়া হয়।
- গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও কসোভোর মধ্যে নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক ফরেন অফিস কনসালটেশন আয়োজনের নিমিত্তে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এতে বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব জনাব মাসুদ বিন মোমেন ও কসোভোর পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত সেদেশের রাষ্ট্রদূত Mr. Guner Ureya স্বাক্ষর করেন।
- ৮ম বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সংলাপ গত ০৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ভিডিও টেলিকনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। এ সংলাপে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ, পেশাগত উৎকর্ষতা, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, সমুদ্র নিরাপত্তা, মানবিক সহায়তা প্রদান প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হয়।

ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশ এবং নরওয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত ফরেন অফিস কনসালটেশন বিষয়ক বৈঠকে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং নরওয়ের পররাষ্ট্র সচিব Tore Hattrem নেতৃত্ব দেন (৩ মার্চ ২০২০)

২০২১ :

- বিগত ২৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ-ভারত পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ফরেন অফিস কনসালটেশন (FOC) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। ভারতের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।
- ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে তৃতীয় 'ফরেন অফিস কনসালটেশন' অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড মহামারির কারণে দুদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে এই বৈঠকটি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে অনুষ্ঠিত তৃতীয় 'ফরেন অফিস কনসালটেশন'-এ বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন এবং জাপানের পক্ষে জাপানের পররাষ্ট্র বিষয়ক সিনিয়র ডেপুটি মিনিস্টার হিরোশি সুজুকি অংশগ্রহণ করেন।

- গত ৮ জুন ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং ওমানের মধ্যে প্রথম ফরেন অফিস কনসালটেশনস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনসালটেশনে রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ওমানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি শেখ খলিফা আলহারথি ওমানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

- বিগত ১৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে প্রথম Bilateral Consultations অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে দুদেশের মধ্যকার অর্থনীতি ও বাণিজ্য অধিক গুরুত্ব পায়। এ ছাড়া কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা সহজীকরণসহ ফরেন সার্ভিস একাডেমিক বিনিময়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা, লিঙ্গ সমতা, প্রতিরক্ষা ও পর্যটন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

- ২৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে প্রথম ফরেন অফিস কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনসালটেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন।

- ১১ মার্চ ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত তৃতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশনে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া তাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা গভীর ও বিস্তৃত করার অভিমত প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার মর্যাদা লাভ করার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়পক্ষ আরও বৃহত্তর পরিসরে বিশেষত কৃষি, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ-জ্বালানি-খনিজ সম্পদ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি, প্রতিরক্ষা এবং ব্লু-ইকোনমির ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপের বিষয় স্বীকার করে। বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাধারণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নিমিত্তে আরও নিবিড় সহযোগিতার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করা হয়।

- বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে প্রথম ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি) ২৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন এবং ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এশিয়া প্যাসিফিক অ্যান্ড আফ্রিকার মহাপরিচালক আবদুল কাদির জেলানী উক্ত বৈঠকে নিজ নিজ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। সভায় ফাস্ট ট্র্যাক ভিত্তিতে সমঝোতা স্মারক এবং চুক্তিসমূহের স্বাক্ষর চূড়ান্তকরণ, সেক্টর অনুযায়ী এজেন্ডা অনুসরণ এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য উভয়পক্ষ সম্মতি প্রকাশ করে। সভায় দ্রুত Preferential Trade Agreement (PTA) স্বাক্ষরের উপর জোর দেওয়া হয়। ইন্দোনেশিয়ার হালাল বাণিজ্যের বাজারে প্রবেশ এবং কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে বিনিয়োগ সহযোগিতার অনুরোধ জানায়। সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা এবং উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষায় দুই দেশ প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সম্প্রসারণ করতে পারে বলেও পররাষ্ট্র সচিব মতামত ব্যক্ত করেন। উক্ত বৈঠকে কূটনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে প্রথম ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি)

২০২২ :

গত ১৫-১৬ মার্চ ২০২২ তারিখে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud ঢাকা সফর করেন। উক্ত সফরকালে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরামর্শ সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি স্বাগতিক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud সৌদি আরবের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা

- গত ২৪-২৬ মার্চ ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ এবং ওমানের মধ্যে দ্বিতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশনস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনসালটেশনে রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ওমানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনীতিবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি শেখ খলিফা আলহারথি ওমানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।
- বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ের তৃতীয় সভা গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) ও চোই জং কুন, প্রথম ভাইস-মিনিস্টার

উক্ত সভায় স্ব স্ব প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। সভায় দুই পক্ষ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনশক্তি রপ্তানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণে একমত হন।

- গত ১ মার্চ ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক পর্যালোচনা সভা থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক ধারাকে উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং দুই বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতিতে আরও শক্তিশালী উপাদান যোগ করার জন্য

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে উভয়পক্ষ সম্মত হয়। থাইল্যান্ডের সঙ্গে কৌশলগত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার জন্য, উভয় পক্ষই বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) হওয়ার উপর একটি যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরুর দিকে জোর দেয়।

- গত ০৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি-তে 8th Partnership Dialogue অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র সচিবের (সিনিয়র সচিব) নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে দিনব্যাপী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের স্ব স্ব নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট প্রাধিকার, চ্যালেঞ্জ ও আগামী দিনের দুই দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো নিয়ে বিষদ ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

- বাংলাদেশ এবং আলজেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা (FOC) ২৩ মে ২০২২ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকাতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।
- ০২ জুন ২০২২ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি-তে ২য় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র High level Economic Consultations অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে ২য় ফরেন অফিস কনসালটেশনস ২৬ জুলাই ২০২২ এ কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়।

কনসালটেশনে রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মহোদয় বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। কাতারের অর্থনীতি এবং বাণিজ্য বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী Abdul Nasser Jamal Al Shaali কাতারের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন

- বাংলাদেশ এবং কেনিয়ার মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা (FOC) ২৪ জুলাই ২০২২ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় কেনিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এবং কেনিয়ার পক্ষে

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোই লেমোশিরা দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক পরামর্শ এবং সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন ।

- ব্রুনেই-এর মহামহিম সুলতানের অক্টোবরে বাংলাদেশ সফর আয়োজনের প্রস্তুতি হিসেবে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে ব্রুনেই এর রাজধানী বন্দর সেরি বেগওয়ান-এ গত ৩১ আগস্ট ২০২২ এ বাংলাদেশ ও ব্রুনেই এর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় বাংলাদেশ-ব্রুনাইয়ের মধ্যে অভিবাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য, সংযোগ, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব ও খেলাধূলা খাতে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয় । উভয় পক্ষ আগামীতে পারস্পরিক সহযোগিতাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রক্ষায় পারস্পরিক উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করে । ব্রুনাই প্রতিনিধি দল তাদের আসন্ন মেগা প্রকল্পগুলোতে আরও বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করে । এছাড়াও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, আইসিটি, জাহাজ নির্মাণ, পর্যটন,

অবকাঠামো উন্নয়ন, ঔষধ ও পাটজাত পণ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-ব্রুনেই উভয় পক্ষ সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রকাশ করে।

- ১১-১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ কাতারের দোহায় বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে ২য় ফরেন অফিস কনসালটেশনস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনসালটেশনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী Soltan bin Saad Al-Muraikhi কাতারের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

- ২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ এবং বাহরাইনের মধ্যে ফরেন অফিস কনসালটেশনস এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনসালটেশনে রাষ্ট্রদূত মাশফি বিনতে শামস, সচিব (পূর্ব), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের

প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। বাহরাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত আন্ডারসেক্রেটারি Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa বাহরাইন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

- ২১ নভেম্বর ২০২২ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে 2nd Bilateral Consultations অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দ্বিপাক্ষিক বহুবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
- ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকায় ইরানের সঙ্গে ফরেন অফিস কনসালটেশনস আয়োজন করা হয়। উক্ত কনসালটেশনে রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন, পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ইরানের প্রথম ডেপুটি মিনিস্টার (রাজনৈতিক বিষয়াবলি) আলী বাঘেরি কানি ইরানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

২০২৩ :

- ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যকার প্রথম Bilateral Political Consultation অনুষ্ঠিত হয়;
- ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে Foreign Office Consultations (FOC) অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত

পররাষ্ট্র সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সাথে ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কোয়াত্রা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)

মাসুদ বিন মোমেন এবং ভারতের পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত ভিনয় মোহন ক্বাত্রা (Ambassador Vinay Mohan Kwatra) নিজ নিজ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। Consultation-এ দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

- বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে চতুর্থ 'ফরেন অফিস কনসালটেশন' গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয়।

- গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন নিয়মিত ফরেন অফিস কনসালটেশন (এফওসি)-এর অংশ হিসেবে টোকিওতে ৩য় বৈঠকে জাপানের পররাষ্ট্র বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপমন্ত্রী শিগেও ইয়ামাদার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মাতারবাড়ি অবকাঠামোকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলের আরও উন্নয়নে বাংলাদেশের অংশীদার হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে জাপান। মাতারবাড়ি অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। উভয় পক্ষই সম্মত হয়েছে যে, জাপানের বিগ-বি (ইওএ-ই) উদ্যোগে নির্মিত এই প্রকল্পের কল্যাণে শুধু বাংলাদেশ নয়,

সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল উপকৃত হবে। উক্ত বৈঠকে দুই দেশের মধ্যেকার বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃষি, আইসিটি এবং উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প, সুনীল অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামুদ্রিক নিরাপত্তায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারকরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।

- ১ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে 7th Joint Working Group Meeting on BD-EU SOP শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়;
- গত ১৩ মার্চ ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার ৪র্থ ফরেন অফিস কনসালটেশন ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কূটনৈতিক, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সামগ্রিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
- ০৪ মে ২০২৩ তারিখে ব্রাসেলসে বাংলাদেশ ও বেলজিয়ামের মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়;
- ২১ মে ২০২৩ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ এবং নেদারল্যাণ্ডস-এর মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে ৫ম ফরেন অফিস কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়;
- ২৭ মে ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ১২তম ফরেন অফিস কনসালটেশনস অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সভাপতিত্ব করেন পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এবং চীন প্রতিনিধি দলের সভাপতিত্ব করেন H.E Mr. Sun Weidong, Vice Minister of the Ministry of Foreign Affairs of China. বৈঠকে দুদেশের মধ্যকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
- ৭ জুন ২০২৩ তারিখে রোমে বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে ১ম ফরেন অফিস কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়;
- ৯ জুন ২০২৩ তারিখে কোপেনহেগেন-এ বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব/স্টেট সেক্রেটারি পর্যায়ে দ্বিতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মেধা ও শ্রম ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে ১ মার্চ ২০২৩ তারিখে ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ সংক্রান্ত গোলটেবিল বৈঠক এবং ২ মার্চ ২০২৩ তারিখে মাইগ্রেশন ও মোবিলিটি সংক্রান্ত একটি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়;

চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২০১৯ :

- ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার 'MoU on the Establishment of Regular Diplomatic Consultations between Bangladesh and South Africa'-তে স্বাক্ষর করেন।
- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে Public Private Partnership Authority (PPPA), Bangladesh ও DP World, UAE এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে 100 MW Solar Power Plant সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) এবং Private office of Ahmad Ahmad Dalmuk এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে The Memorandum of Understanding in the Energy Sector শিরোনামে জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং The Emirates National Oil Company (ENOC) LLC, UAE এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি এলএনজি সরবরাহ বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে বাংলাদেশ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে আবুধাবির St. Regis হোটেলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)

- ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) এবং Department of Economic Development (UAE) এর মধ্যে মাতারবাড়িতে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমটি) এবং সৌদি আরবের Al Maml Trading EST Company এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত সমঝতা স্বারকের আওতায় উক্ত কোম্পানির পক্ষ থেকে বিএমটির আওতায় নির্মাণাধীন সিংগাইর টিটিসিতে Saudi-Bangladesh Institute of Bio-Medical Engineering and Technology (SBIBT) স্থাপন সংক্রান্ত সহযোগিতা প্রদানের কথা বলা হয়েছে।
- ৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে Bangladesh Steel and Engineering Corporation (BSEC) এবং Riyadh Cables Group of Companies এর মধ্যে Establishing A Joint Venture Company for Manufacturing of Wire and Cable etc Under Strategic-cooperation সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ঢাকায় তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যুৎ ও শিল্পসহ বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (৭ মার্চ ২০১৯)

- ২১-২৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রুনেই সফরকালীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৬টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়:

  ক) কৃষি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক;

  খ) মৎস্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক;

  গ) পশুসম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক;

  ঘ) সাংস্কৃতিক ও শিল্প সহযোগিতা সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক;

  ঙ) যুব ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক; এবং

  চ) এলএনজি সরবরাহে সহযোগিতা সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক ।
- ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চাল সহায়তার বিষয়ে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে লেটার অফ এক্সচেঞ্জ (LOE) স্বাক্ষরিত হয় ।
- ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ এবং চীনের সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ২০১৯-২০২২ সালের জন্য সাংস্কৃতিক ও পর্যটন বিনিময় কর্মসূচির বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় ।
- ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে চীন কর্তৃক বন্যা মৌসুমে ইয়ালুজাংবু/ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের বিষয়ে বাংলাদেশ এবং চীনের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় ।
- ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে এরিয়া প্রকল্পের অধীনে পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণের ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।
- ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ এবং চীন সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।
- ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে বিনিয়োগ সহযোগিতা ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয় এবং চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় ।
- ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ এবং চীন সরকারের মধ্যে PGCB এর অধীনে পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।
- ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে ডিপিডিসি এরিয়া প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ এবং চীন সরকারের মধ্যে পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণের জন্য সরকারি রেয়াতযোগ্য ঋণ স্বাক্ষরিত হয় ।
- ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে ডিপিডিসি এরিয়া প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ এবং চীন সরকারের মধ্যে পাওয়ার সিস্টেম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চীনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Li Keqiang এর উপস্থিতিতে বেইজিং এবং দ্য গ্রেট হল অভ্ দ্য পিপল-এ দু'দেশের মধ্যে ঋণচুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (৪ জুলাই ২০১৯)

নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং শক্তিশালীকরণে প্রেফারেনশিয়াল বায়ার'স ক্রেডিট লোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

- ১৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোরিয়া জাতীয় কূটনৈতিক একাডেমি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফরেন সার্ভিস একাডেমির মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে কোরিয়া এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ২০১৯-২০২৩ বছরের জন্য সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি স্বাক্ষরিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Lee Nak-yon এর উপস্থিতিতে ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দু'দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (১৪ জুলাই ২০১৯)

- ১৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে কোরিয়া ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিনিয়োগ প্রচারের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৪ই জুলাই ২০১৯ তারিখে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন (কিটা) এর মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে কোরিয়া এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (কোয়েক্সিমা), কোরিয়া ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যাসোসিয়েশন (কোটিপা) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ২৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব কোরিয়া (CMAK) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের (MOHPW) মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফরে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে ২৭ আগস্ট ২০১৯ -এ বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে 'স্পেসিফাইড স্কিলড ওয়ার্কার (এসএস ডব্লিও)' প্রেরণের বিষয়ে একটি মেমোরেন্ডাম অব কো-অপারেশন (MOC) স্বাক্ষরিত হয়।
- গত ০১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে বহিঃসমর্পণ সম্পর্কিত চুক্তি (Treaty on Extradition)
- এবং অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) স্বাক্ষরিত হয়।
- গত ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সিশেলসের রাজধানী ভিক্টোরিয়ায় বাংলাদেশ ও সিশেলস এর মধ্যে 'Labour cooperation' শীর্ষক দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- গত ২৫-২৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে '১৮তম ন্যাম সম্মেলন'-এর পার্শ্বসভায় বাংলাদেশ ও আজারবাইজানের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- গত ১০-১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ও চেক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে দ্বৈত করারোপন রহিতকরণ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আজারবাইজানের মহামান্য রাষ্ট্রপতি Ilham Aliyev ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (২৬ অক্টোবর ২০১৯)

২০২০ :

- গত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে আমিরাত সরকার কর্তৃক আবুধাবিতে বাংলাদেশ মিশনের জন্য জমি বরাদ্দ বিষয়ক একটি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

- ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ঢাকায় Memorandum of Understanding on Cooperation in Research, Development, Innovation and Startup Promotion between Innovation Design and Entrepreneurship Academy (iDEA), ICT Division, Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology of Bangladesh and National Institute of Posts, Telecoms and ICT of the Kingdom of Cambodia স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ MoU on holding of Foreign Office Consultation between Bangladesh and Cambodia স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের এসএমই ফাউন্ডেশন এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের কেবিআইজেডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও নেপালের Krishi Samagri Company Ltd. (KSCL) এর মাঝে 'MoU on Repayable Bulk Granular Urea Fertilizer Assistance' স্বাক্ষরিত হয়।
- ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে স্বাক্ষরিত হয়।
- ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Federal Republic of Nigeria on the Establishment of Bilateral Consultations) স্বাক্ষরিত হয়।
- বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সংযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং নাইজেরিয়ার এসোসিয়েশন অব চেম্বার্স অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি, মাইনস্ এন্ড এগ্রিকালচার (এনএসিসিআইএমএ) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'বিমান পরিবহন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান আমেরিকায় বিমান পরিচালনার সুযোগ পাবে। এছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বহিঃসমর্পণ চুক্তি, Agreement on Scientific and Technological Cooperation এবং Counter Terrorism চুক্তির ব্যাপারে কাজ এগিয়ে চলছে। জাতীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও কৌশলগত স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ডিফেন্স বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যকার প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের নেতৃত্বে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে The first ever High Level Economic Partnership Consultation অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের Under Secretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment Kith Krach, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এ সময় উপস্থিত ছিলেন (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০)

২০২১ :

- ২০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লি. (বোয়েসেল) ও জাপানি কোম্পানি–ইন্সটিটিউট অফ ফরেন স্টুডেন্ট এন্ড হিউম্যান রিসোর্সেস টোটাল সাপোর্ট অর্গানাইজেশনের (আইএফটিও) মধ্যে বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

- গত ০৮ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মালদ্বীপের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহীদ-এর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে নিম্নোক্ত দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়:

  ১. Memorandum of Understanding on Placement of Manpower between Bangladesh and Maldives;

  ২. Memorandum of Understanding between the Foreign Service Institute of Maldives (FOSIM) and Foreign Service Academy (FSA) of Bangladesh.

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও মালদ্বীপের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী Abdulla Shahid এর উপস্থিতিতে ঢাকায় দু'দেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ এসময় উপস্থিত ছিলেন (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১)

- নেপালের সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি মিসেস বিদ্যা দেবি ভাণ্ডারির বাংলাদেশ সফরকালে গত ২২মার্চ ২০২১ তারিখে নিম্নোক্ত ০৪টি সমঝোতা স্মারক/সমঝোতা কাঠমো স্বাক্ষরিত হয়:

১. MoU on Tourism Cooperation

২. MoU on Strengthening Sanitary and Phytosanitary (SPS) Cooperation

৩. Cultural Exchange Programme for the year of 2022-2025

৪. Letter of Exchange on Rohanpur-Sighabad Railway Route (amendment to Nepal- Bangladesh Transit Agreement)

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও সফররত নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারির উপস্থিতিতে বঙ্গভবনে কয়েকটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (২২ মার্চ ২০২১)

- বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে দ্বৈত করারোপন পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত চুক্তি 'Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion' বিগত ০৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৭ থেকে ১৯ মার্চ ২০২১ তারিখে মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে নিম্নোক্ত ০৪টি সমঝোতা স্মারক/সমঝোতা কাঠামো/প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

১. MoU on Joint Commission for Comprehensive Cooperation
২. MoU on Bilateral Foreign Office Consultations (FOC)
৩. MoU in the Field of Fisheries and Pelagic Fishing
৪. Cultural Exchange Programme (CEP) for 2022-2025

- ১৯ থেকে ২০ মার্চ ২০২১ তারিখে শ্রীলঙ্কার তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকশার বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে ২০ মার্চ ২০২১ তারিখে নিম্নোক্ত ০৬টি সমঝোতা স্মারক/সমঝোতা কাঠামো স্বাক্ষরিত হয় ।

১. Memorandum of Understanding between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on Cooperation for Strengthening Youth Development.

২. Memorandum of Understanding between Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) and Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy (SLCARP)

৩. Memorandum of Understanding between the Directorate of Technical Education (DTE) of the People's Republic of Bangladesh and the Tertiary and Vocational Education Commission (TVEC) of the Democratic of Socialist Republic of Sri Lanka on Exchange of Documentation on Vocational Qualification.

৪. Memorandum of Understanding between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for Co-operation of Training of Bangladesh Nurses and Healthcare Workers in Sri Lanka.

৫. Memorandum of Understanding for Cooperation between Bangladesh Institute of International & Strategic Studies and Lakshman Kadirgamar Institute of International Relations and Strategic Studies.

৬. Cultural Exchange Programme between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Years 2021-2025

Prime Minister Sheikh Hasina and Sri Lankan Premier Mahinda Rajapaksa witness signing of MoU on cultural programme exchange inked by Cultural Affairs Secretary Badrul Arefin and Sri Lankan secretary to the Prime Minister Gamini Sedara Senarath at Prime Minister’s Office (Saturday, March 2021).-PID

- ২৫ মে ২০২১ তারিখে Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) এবং UAE Financial Intelligence Unit (UAE-FIU) এর মধ্যে Cooperation in the Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering, Associated Predicate Offences and Terrorist Financing বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ০৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে নেপালের লুম্বিনী ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃক বাংলাদেশ মোনাস্ট্রি নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও লুম্বিনী ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

- ১৯শে অক্টোবর ২০২১ তারিখে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের জন্য মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে 'MoU between the Government of Malaysia and the Government of Bangladesh, on the employment of workers for another five years term' সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- গত ২০শে ডিসেম্বর ২০২১, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড 'থাইল্যান্ড বন্দর কর্তৃপক্ষ (রানং পোর্ট) এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের' মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- গত ২২-২৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মালদ্বীপ সফরের সময় নিম্নোক্ত সমঝোতা স্মারক/চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়–

  ১। স্বাস্থ্য

  ২। দ্বৈত করারোপ পরিহার

  ৩। যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক স্বাক্ষরিত তিনটি চুক্তি

  ৪। এছাড়া পূর্বে স্বাক্ষরিত স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়।
- ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সহযোগিতার বিষয়ে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক অ্যারেঞ্জমেন্ট বিটুইন দি গভর্নমেন্ট অব অস্ট্রেলিয়া এন্ড দি গভর্নমেন্ট অব দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ (TIFA) ১৫/০৯/২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

২০২২ :

- ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ এডুকেশন অ্যান্ড কো-অপারেশন, চীন এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের মধ্যে চীনা ভাষা শিক্ষকদের বিধানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ এবং ওমানের মধ্যে অনুষ্ঠিত ২য় ফরেন অফিস কনসালটেশনের পরবর্তী ধারাবাহিকতায় The Mutual visa Exemption for Holders of Diplomatic, Official, Special and Service Passports সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। আরব/জিসিসিভুক্ত দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের এরকম চুক্তি এটিই প্রথম।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে ওমানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি Shaikh Khalifa Alharthy ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সাক্ষাৎ করেন (২৪ মার্চ ২০২২)

- ৮-১০ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরকালে Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) এবং Emirates Centre for Strategic Studies and Research (ECSSR) এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ৮-১০ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরকালে Federation Of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) এবং The Federation Of UAE Chambers Of Commerce And Industry এর মধ্যে UAE–Bangladesh Joint Business Council প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ৮-১০ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরব আমিরাতের মধ্যে Cooperation In The Field of Higher Education And Scientific research সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৬ মার্চ ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং সৌদি আরব সরকারের মধ্যে Cooperation and Mutual Assistance in customs Matter সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ২৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে Public Private Partnership Authority (PPPA), Bangladesh এবং Ministry of Investment, KSA এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ৩১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে Federation Of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI)

এবং Federation of Saudi Chambers of Commerce (FSCC) এর মধ্যে Establishment of Joint Business Council (JBC) সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

- ২৪ জুলাই ২০২২ বাংলাদেশ এবং কেনিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক পরামর্শ এবং সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ০৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে অষ্টম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর চীন-সহায়তা প্রকল্পের হস্তান্তর এবং স্বীকৃতির প্রশংসাপত্র স্বাক্ষরিত হয়।
- ০৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও হ্রাসের বিশেষ সহায়তার পরিকল্পনায় চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ০৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ২০২৩ থেকে ২০২৭ সালের জন্য সাংস্কৃতিক ও পর্যটন বিনিময় কর্মসূচি স্বাক্ষরিত হয়।

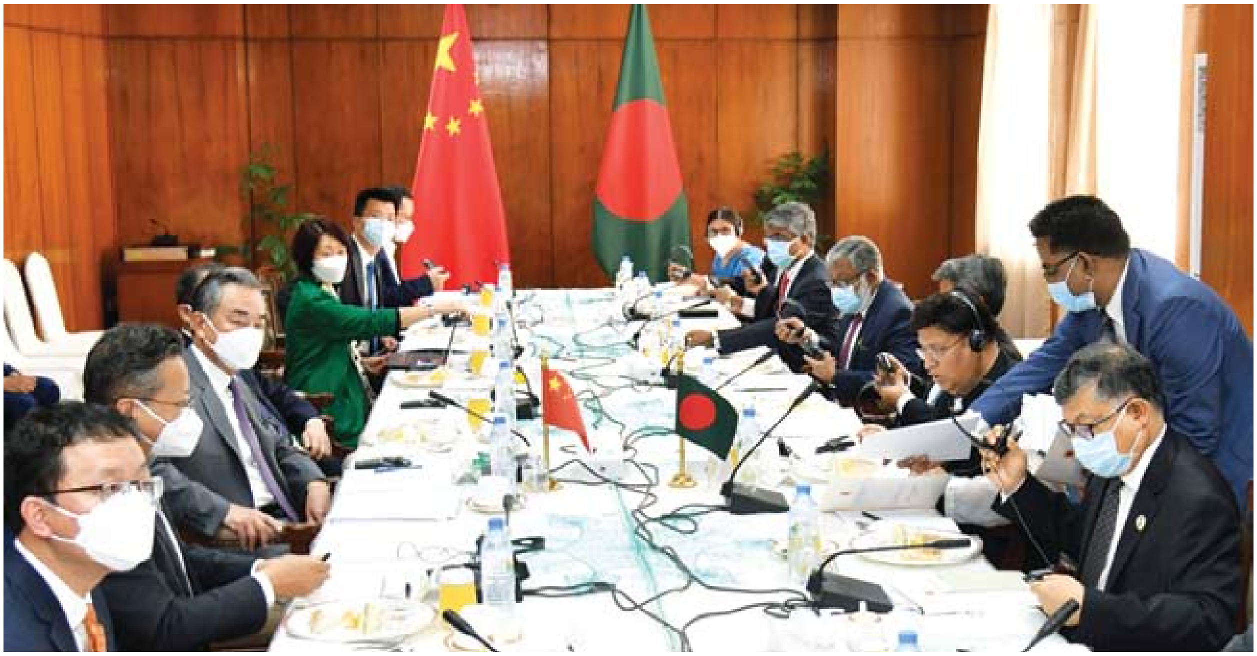

ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও চীনের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী Wang Yi এর নেতৃত্বে দুদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (৭ আগস্ট ২০২২)

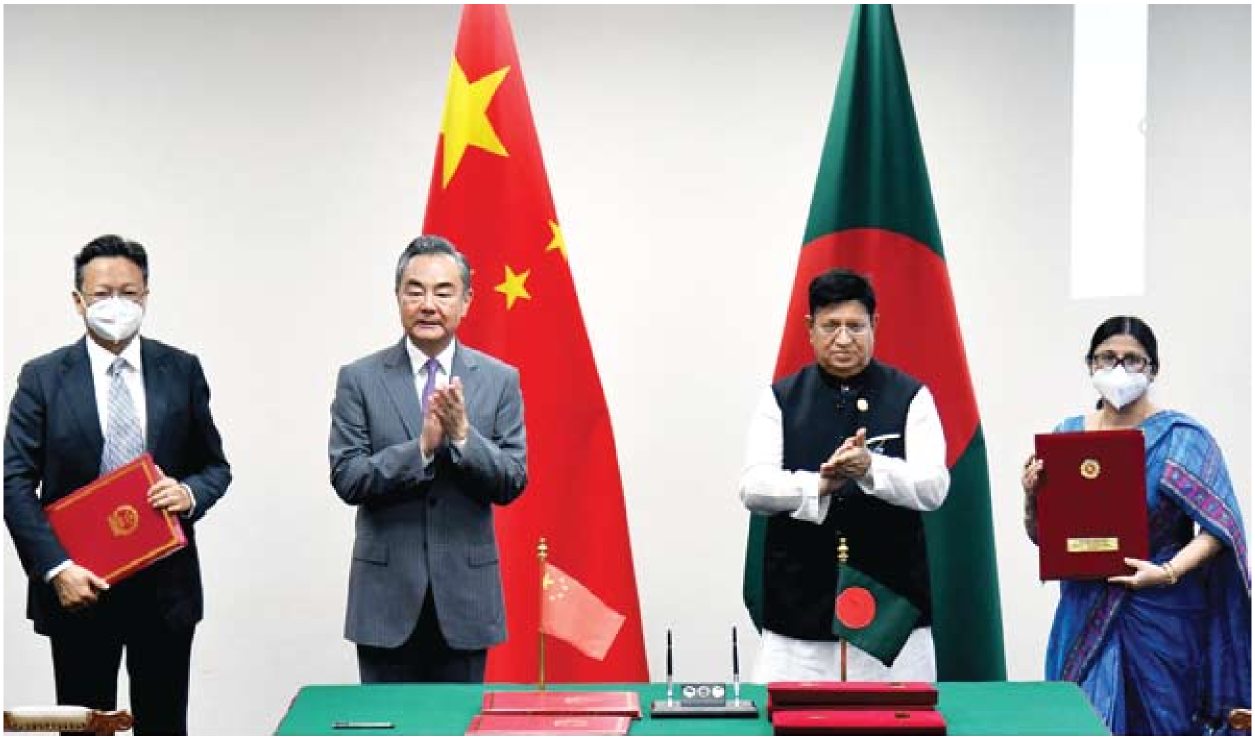

ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও চীনের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী Wang Yi এর উপস্থিতিতে দুদেশের মধ্যে ৪টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (৭ আগস্ট ২০২২)

- ০৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে সামুদ্রিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে সহযোগিতার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রথম সমুদ্রবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে Agreement on Abolishing Visa requirements for the Holders of Diplomatic, Official and Special Passports সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ায় পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর হবে মর্মে আশা করা যায়। চুক্তিটি গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ হতে কার্যকর হয়েছে।

- ০৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ইরানে বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- অক্টোবর ২০২২-এ বাংলাদেশ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথোরিটি (পিপিপিএ) ও জাপানের ভূমি, অবকাঠামো, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (MLIT)-এর মধ্যে কার্যকর মেমোরেন্ডাম অব কো-অপারেশন (MOC)-টি আরও পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে।

- ১৮-২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাহরাইনের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ১৮তম মানামা ডায়লগ-২০২২ শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এবং GCC সচিবালয় এর মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে উক্ত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
- বাংলাদেশ ও বাহরাইনের মধ্যে উক্ত সম্মেলনের সাইডলাইনে Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BISS) এবং Bahrain Centre for Strategic, International and Energy Studies (DERASAT) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

- অক্টোবর ২০২২-এ বাংলাদেশ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথোরিটি (পিপিপিএ) ও জাপানের ভূমি, অবকাঠামো, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (MLIT)-এর মধ্যে কার্যকর মেমোরেন্ডাম অব কো-অপারেশন (MOC)-টি আরও পাঁচ বছরের জন্যে নবায়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে ২০১৯-২০২২ সময়ে ৩৪টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন হয়েছে।
- বাংলাদেশ এবং ভুটানের মধ্যে ২০১৯-২০২২ সময়ে ছয়টি (০৬) চুক্তি/সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১৯ হতে ২০২২ সময়ে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে যথাক্রমে ৪০তম, ৪১তম, ৪২তম এবং ৪৩তম জাপানিজ ইয়েন লোন প্যাকেজ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২০২৩ :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৫-২৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে জাপান সফরে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ:

- Agreement between the Government of Japan and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters.
- MOC between the Ministry ofAgriculture of Bangladesh and the Ministry ofAgriculture, Forestry and Fisheries of Japan on Agricultural Cooperation of Japan
- MOC in the Field of Information and Communication Technology including Cyber Security between ICT Division, Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology and Ministry of Foreign Affairs of Japan
- MOC between the Ministry of Commerce of Bangladesh and the Minisky of Economy, Trade and Industry of Japan on "Bangladesh-Japan Industrial Upgrading Partnership"
- Memorandum on Defence Cooperation between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Govemment of Japan
- Memorandum of Cooperation between the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan and the Ministry of Road Transport and Bridges of Bangladesh on Cooperation in the field of Metro Rail
- Memorandum of Cooperation between the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan and the Ministry of Industries of Bangladesh in the field of Ship Recycling
- Memorandum of Cooperation between the Japan Patent Office and-the Department of Patents, Designs, and Trademarks of the People's Republic of Bangladesh on Intellectual Property
- Memorandum of Understanding between Bangladesh National Museum and the Tadao Ando Architect and Associates for the Donation of the Bangladesh Children's Library

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী KISHIDA Fumio এর উপস্থিতিতে টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (২৬ এপ্রিল ২০২৩)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী KISHIDA Fumio এর উপস্থিতিতে টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (২৬ এপ্রিল ২০২৩)

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং গাম্বিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী Dr. Mamadou Tangara ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় দু'দেশের মধ্যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)

মহামান্য রাষ্ট্রপতির ০৫-০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইন্দোনেশিয়া সফরের সময় স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ:

1. MoU between the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the People's Republic of Bangladesh in the Energy Sector.
2. MoU between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture of the People's Republic of Bangladesh on Co-operation in the Field of Agriculture.
3. MoU between the Ministry of Health and Family Welfare of the People's Republic of Bangladesh and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia on Health Co-operation.

বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দু'দেশের মধ্যকার চুক্তিসমূহ স্বাক্ষর করেন

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ১০-১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সফরকালে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ:

- Letter of Intent (LoI) on co-operation between BSCL, Bangladesh and Airbus Defence and Space SAS, France related to Bangabandhu-2 Earth Observation Satellite System.
- Credit Facility Agreement for Improving Urban Governance & Infrastructure

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে দু'দেশের মধ্যকার চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হয়

বিগত পাঁচ বছরে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তিগুলো:

ক্রমিক নং	দেশের নাম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক/প্রটোকল এর নাম	স্বাক্ষরের তারিখ
১.	ডেনমার্ক	MOU between Milk Vita and Arla Foods amba on Sustainable Dairy Sector Development in Bangladesh	২০ অক্টোবর ২০১৮
২.	ডেনমার্ক	MOU between Bangladesh and Denmark regarding Support of the local dairy sector in Bangladesh based on a platform for Public Private Cooperation	২০ অক্টোবর ২০১৮
৩.	ডেনমার্ক	MOU between GOB and GOD regarding PPP for Green and Sustainable Infrastructure Development	৩০ জুন ২০২১
৪.	ডেনমার্ক	Sustainable and Green Framework Engagement between GOB and GOD	২৫ এপ্রিল ২০২২
৫.	গ্রীস	MoU between the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of Bangladesh and the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic on Cooperation in the Field of Diplomatic Training	২৯ অক্টোবর ২০১৯
৬.	গ্রীস	MoU on Cooperation between the Faculty of Fine Art of the University of Dhaka and the Athens School of Fine Arts	২৯ অক্টোবর ২০১৯

ক্রমিক নং	দেশের নাম	চুক্তি/সমঝোতা স্মারক/প্রটোকল এর নাম	স্বাক্ষরের তারিখ
৭.	গ্রীস	MoU between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Hellenic Republic on Migration and Mobility	৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২
৮.	গ্রীস	Agreement on Cooperation in the fields of Culture and Education between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Hellenic Republic	১৬ মার্চ ২০২২
৯.	ইতালি	Agreement between GOB and FAO for the Construction of Sheikh Mujib-Bangladesh Room at FAO HQs	১৩ ডিসেম্বর ২০২১
১০.	মাল্টা	MoU on Bilateral Consultations between Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of Bangladesh and the Ministry for Foreign Affairs and Trade Promotion of the Republic of Malta	২২ জুলাই ২০১৯
১১.	মাল্টা	MoU between the Foreign Service Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh and the Mediterranean Academy of Diplomatic Studies of the Republic of Malta	২২ জুলাই ২০১৯
১২.	পর্তুগাল	Protocol of Cooperation between Instituto Camões and Institute of Modern Languages of Dhaka University of Bangladesh	১৬ আগস্ট ২০২২
১৩.	পর্তুগাল	Cooperation Agreement between Instituto Superior Técnico (IST) of the University of Lisbon and BUET	৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিগত পাঁচ বছরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সঙ্গে স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহের তালিকা:

বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহ:

নং	সমঝোতা স্মারকের শিরোনাম	স্বাক্ষরের তারিখ
০১.	Memorandum of Understanding on Cooperation in the Area of National Cyber Security between Digital Security Agency, Bangladesh Information and Communication Technology Division, Ministry of Posts, Telecommunication and Information Technology of Bangladesh and Cambodia Computer Emergency Response Team, General Department of Information and Communication Technology of the Ministry of Posts and Telecommunications of Cambodia	২০ জানুয়ারি ২০২০ ঢাকা
০২.	Memorandum of Understanding on Cooperation in Research, Development, Innovation and Startup Promotion between Innovation Design and Entrepreneurship Academy (iDEA), ICT Division, Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology of Bangladesh and National Institute of Posts, Telecoms and ICT of the Kingdom of Cambodia	
০৩.	MoU between MoFA& the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia on the establishment of Foreign Office Consultation (FOC)	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০
০৪.	Memorandum of Understanding between the Foreign Service Academy of the Ministry of Foreign Affairs, Government of Bangladesh and National Institute of Diplomacy and International Relations of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Kingdom of Cambodia	১৬ জুলাই ২০২২

বাংলাদেশ ও ব্রুনাই-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহ:

নং	সমঝোতা স্মারকের শিরোনাম	স্বাক্ষরের তারিখ
০১.	MOU on Scientific and Technical Cooperation in the Field of Agriculture	২২ এপ্রিল ২০১৯
০২.	MOU on Cooperation in the Field of Fisheries	
০৩.	MOU on Cooperation in the Field of Livestock	
০৪.	MOU on Cultural and Arts Cooperation	
০৫.	MOU on Cooperation in the Field of Youth and Sports	
০৬.	MOU on the Field of Cooperation in the Supply of LNG	
০৭.	MoU between Bangladesh and Brunei on the Employment/Recruitment of Bangladesh Workers.	
০৮.	Renewal of MoU on Cooperation in the Supply of Liquefied Natural Gas (LNG) and other Petroleum Products.	
০৯.	MoU on Recognition of Certificates Issued Under the Provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers 1978 as Amended	১৬ অক্টোবর ২০২২
১০.	Air Services Agreement between the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the PeoplÕs Republic of Bangladesh	

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহ:

নং	সমঝোতা স্মারকের শিরোনাম	স্বাক্ষরের তারিখ
০১.	Memorandum of Understanding between Ministry of Public Administration, Bangladesh and National Academy of Public Administration (NAPA), Vietnam.	২৮ ডিসেম্বর ২০২১

বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহ:

নং	সমঝোতা স্মারকের শিরোনাম	স্বাক্ষরের তারিখ
০১.	Memorandum of Cooperation in Trade and Investment	১৬ নভেম্বর ২০২২

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহ:

নং	সমঝোতা স্মারকের শিরোনাম	স্বাক্ষরের তারিখ
০১.	Memorandum of Understanding between University Putra Malaysia and Bangladesh Agricultural Research Council	২০২০
০২.	MoU on Bangladeshi Labour Recruitment in Malaysia	১৯ ডিসেম্বর ২০২১

বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি/সমঝোতা স্মারকসমূহ:

নং	সমঝোতা স্মারকের শিরোনাম	স্বাক্ষরের তারিখ
০১.	Memorandum of Understanding between the Ministry of Commerce of Thailand and Ministry of Food of Bangladesh on Rice Trade.	২৬ এপ্রিল ২০২১
০২.	Memorandum of Understanding between the Port Authority of Thailand (PAT) and Chittagong Port Authority of Bangladesh	২০ ডিসেম্বর ২০২১

- বিগত পাঁচ বছরে বেলারুশ, উজবেকিস্তান, সার্বিয়া ও কসোভোর সঙ্গে FOC অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসকল FOC তে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহ সম্পাদিত হয়েছে:
- Agreement between Bangladesh and Kosovo on visa–free visit for persons holding Diplomatic and Official Passports
- Agreement between Bangladesh and Serbia on Visa Waiver for Diplomatic and Official Passport
- MOU on counterterrorism and Security Cooperation between Bangladesh and Turkey
- Military Financial Cooperation Agreement and Implementation Protocol regarding the financial assistance between Bangladesh and Turkey
- MOU for a sister city relationship between Dhaka South City Corporation and 3rd District of Bucharest City
- MOU between Rosatom and MOST and Dept. of Atomic Energy of India on trilateral cooperation on implementation of Rooppur nuclear Power plant
- MOU between MOST and Ministry of Culture and Innovation of Hungary on Cooperation in the field of Atomic Industry and on Peaceful uses of Nuclear Energy
- MOU on Diplomatic Exchange Program between the MOFA of Bangladesh and Hungary.

Agreements/Memorandum of Understanding (MoUs):

- জলবায়ু পবিবর্তন বিষয়ক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকায় ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে 'UK-Bangladesh Climate Accord' স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় দুই দেশ জলবায়ু পবিরর্তনের প্রেক্ষিতে অভিযোজন, দুর্যোগ প্রশমন, Loss and Damage এবং এ সংক্রান্ত অর্থায়ন ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে;

- ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ-এর সঙ্গে পর্তুগালের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক সরকারি সংস্থা AICEP-এর বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়;

- ৬ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের সরকারের মধ্যে Aviation Trade and Investment Partnership বিষয়ে একটি Joint Communiqué স্বাক্ষরিত হয়। এ Joint Communiqué-এর আওতায় এভিয়েশন খাতে দুই দেশ সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতকে দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই করতে একসঙ্গে কাজ করবে;

মাননীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ‘এডাপটেশন অ্যাকশন ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি এবং মাননীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার এসময় উপস্থিত ছিলেন (১২ মার্চ ২০২৩)

- ৭ জুন ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ফরেন অফিস কনসালটেশন সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়াও Italy-Bangladesh Friendship and Cooperation AssociationGes Italian Institute for Asia-এর মধ্যে একটি Memorandum of Articles স্বাক্ষরিত হয়;
- ড্যানিশ উন্নয়ন সহযোগিতা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু নীতি বিষয়ক মন্ত্রী H.E. Mr. Dan Jørgensen-এর বাংলাদেশ সফরকালে গত ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে ‘Sustainable and Green Framework Engagement’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি Joint Action Plan-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জেনেভা সফরের সময় গত ১৪ জুন ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে ‘Knowledge and Skills Enhancement’ শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সুইস কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট অ্যালাইন বারসেটের উপস্থিতিতে জেনেভায় প্যালাইস দেস নেশনসে 'বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় (১৪ জুন ২০২৩)

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক

আফ্রিকার দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন ও কর্মকাণ্ড:

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং গাম্বিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী Dr. Mamadou Tangara ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় নিজ নিজ দেশের পক্ষে বৈদেশিক অফিস প্রটোকল স্বাক্ষর করেন (১৭ মে ২০১৯)

২০১৯-২০২২ সময়কালে আফ্রিকার দেশসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিবিড়তর করার লক্ষ্যে আফ্রিকায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি বৃদ্ধি, বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক ভ্রমণ, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর, দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা (FoC), চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সেমিনার,

বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ২০১৯-২০২২ এর আফ্রিকা অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলোর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার 'MoU on the Establishment of Regular Diplomatic Consultations between Bangladesh and South Africa'-তে স্বাক্ষর করেন। এর ফলশ্রুতিতে দুই দেশের কূটনীতিকদের মধ্যে নিয়মিত আলাপ আলোচনার একটি স্থায়ী প্লাটফর্ম তৈরি হয়েছে। ০১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে বহিঃসমর্পণ সম্পর্কিত চুক্তি (Treaty on Extradition) এবং অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) শীর্ষক দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের মধ্যে 'Instrument of Ratification' বিনিময়ের পর চুক্তি দুটি কার্যকর হয় ০৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২৩-২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকায় দ্বিপাক্ষিক সফর করেন। সফরকালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী Dr. Naledi M. Pandor এর সঙ্গে একটি একান্ত বৈঠক করেন। এছাড়াও তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষি, ভূমি সংস্কার ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী Mrs. Angela Thoko Didiza, বাণিজ্য, শিল্প ও সক্ষমতা মন্ত্রী Mr. Ebrahim Patel এবং Black Business Council and Business Unity South Africa (BUSA) এর কর্মকর্তাদের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী Dr. Naledi M. Pandor ২০২১ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশে দ্বিপাক্ষিক সফর করেন।

১৭ মে ২০১৯ পশ্চিম আফ্রিকান দেশ গাম্বিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মামাদু টাঙ্গারা ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এই সফরে গাম্বিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বিষয়ক প্রটোকল এবং কৃষি ও ব্যবসায়িক খাতে বাণিজ্য সম্প্রসারণে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে একটি চিঠি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করেন।

– ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ এবং ইথিওপিয়ার মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা (FOC) অনুষ্ঠিত হয়। সভা শুরুর আগে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইথিওপিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়।

– বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। নাইজেরিয়ান সরকার বাংলাদেশের স্থানীয় ঔষধ কোম্পানির প্রস্তুতকৃত কোভিড চিকিৎসার জন্য ঔষধ যেমন রেমডেসিভির এবং রেমিভির সংগ্রহ করার জন্য ঢাকায় জরুরি বিমান পাঠায় ৮ জুন ২০২০ তারিখে। ২৭ অক্টোবর ২০২০ সালে বাংলাদেশী বিদায়ী হাইকমিশনারের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত বিদায় অনুষ্ঠানে নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে নাইজেরিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিওফ্রে

ওনিয়েমা নাইজেরিয়ার অসুস্থ গভর্নরের জন্য দ্রুত কোভিডের ওষুধ সরবরাহে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশংসা করেন। এই ওষুধ জুন ২০২০ এর প্রথম সপ্তাহে একটি বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সংযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং নাইজেরিয়ার এসোসিয়েশন অব চেম্বার্স অব কমার্স, ইন্ডাস্ট্রি, মাইনস্ এন্ড এগ্রিকালচার (এনএসিসিআইএমএ) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

– মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ১৯-২১ আগস্ট, ২০২১ তারিখে দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ মিশন UNMISS ভিত্তিক বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করেন। সফরকালে তিনি জুবায় দক্ষিণ সুদানের মান্যবর রাষ্ট্রপতি Salva Kiir Mayardit, দক্ষিণ সুদান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Mrs. Beatrice Wani-Noah, দক্ষিণ সুদানের ভারপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী Gen. Chol Thon Balok এবং সুদানের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী Dr. Mariam Almansoura Alsadig Almahadi এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দক্ষিণ সুদান সরকারের একটি উচ্চ-পর্যায়ের প্রতিনিধি দল ০৭-১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। প্রতিনিধি দল মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

- মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি ০২-০৪ মার্চ ২০২২ তারিখে মিশরে সরকারি দ্বিপাক্ষিক সফর করেন। সফরকালে তিনি মিশরের পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী Hamdz Louza, এশিয়া বিষয়ক মাননীয় সহকারী মন্ত্রী Ayman Kamel, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী মিজ Nevin Gamea, পর্যটন ও পুরাকীর্তি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী A. D. Khaled El-Anany, পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী Dr. Hala Helmy Elsaid, আল-আজহার আল-শরীফ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি ইমাম ড. মোহাম্মদ আল-দেওয়ানি এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

- মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি গত ০৬-০৯ মার্চ ২০২২ তারিখে মরক্কোতে সরকারি দ্বিপাক্ষিক সফর করেন। সফরকালে তিনি মরক্কোর মাননীয় পররাষ্ট্র, আফ্রিকা সহযোগিতা এবং মরক্কোর প্রবাসী নাগরিক বিষয়ক মন্ত্রী Nasser Bourita, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী Ryad Mezzour, কৃষি, সামুদ্রিক মৎস্য, গ্রামীণ উন্নয়ন, পানি ও বন বিষয়ক মন্ত্রী Mohammed Sadiki এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করেন।

- বাংলাদেশ এবং কেনিয়ার মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা (FOC) ২৪ জুলাই ২০২২ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এবং কেনিয়ার পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোই লেমোশিরা দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক পরামর্শ এবং সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

● পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেনের নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মরিশাসে অবস্থিত Indian Ocean Rim Associations (IORA) সচিবালয় ভ্রমণ করেন। সফরকালে তিনি পোর্ট লুইসের প্লেইন ভেতে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকৃত শেখ মুজিব সড়ক পরিদর্শন করেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি মরিশাসের মাননীয় উপ-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং মরিশাসের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় শ্রম ও বাণিজ্য মন্ত্রী, তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ ও উদ্ভাবন মন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

● মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২২তম IORA COM চলাকালীন পার্শ্বসারির বৈঠকে মৌরিতানিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলান গ্যানু, তানজানিয়ার সুনীল অর্থনীতি এবং মৎস্য বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী সোলাইমান মাসুদ মাকামে, দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র বিষয়ক মাননীয় উপমন্ত্রী, সোমালিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আলি মোহাম্মদ উমর এর সঙ্গে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

● গত ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সিশেলসের রাজধানী ভিক্টোরিয়ায় বাংলাদেশ ও সিশেলস এর মধ্যে 'Labour cooperation' শীর্ষক দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

● আলজেরিয় সরকার ২০১৯ সালে ঢাকায় পুনরায় তাঁদের দূতাবাস চালু করে। বাংলাদেশ এবং আলজেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার প্রথম দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা (FOC) গত ২৩ মে ২০২২ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকাতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

● ২০২০ সালে সুদানের রাজধানী খার্তুমে পূর্ণাঙ্গ দূতাবাসের কার্যক্রম শুরু হয়।

১৭-২২ জুলাই ২০২২ সালে এসওয়াতিনির মাননীয় বাণিজ্য, শিল্প এবং ব্যবসাবিষয়ক মন্ত্রী মানকোবা খুমালোর নেতৃত্বে ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় দ্বিপাক্ষিক সফরে আসেন। সফরকালীন প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের মাননীয় কৃষি বিষয়ক মন্ত্রী, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিব মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করেন। তাছাড়া প্রতিনিধি দলটি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন ওয়ালটন, বেক্সিমকো, এফবিসিসিআই সফর করেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় কৃষি বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এসওয়াতিনির মাননীয় মন্ত্রী মানকোবা খুমালো এসওয়াতিনিতে চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ বিষয়ে চুক্তি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়াও সফরকালে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাখাত, আইটি এবং আইসিটি, স্বাস্থ্যসেবা খাত, তৈরি পোশাক শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ব্যাপারে আলোচনা হয়।

● পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বিদেশে চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কিত একটি Lecture session আয়োজন করে। তাছাড়া, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তর, কৃষি উদ্যোক্তা এবং অংশীজনদের সমন্বয়ে ১৮ জুলাই ২০২১ এবং ০২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে চুক্তিভিত্তিক

চাষাবাদ বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করে। একই বিষয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি এর যৌথ সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তর, কৃষি উদ্যোক্তা এবং অংশীজনদের সমন্বয়ে ২৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করা হয়। গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদের বিষয়ে গত ০৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আফ্রিকার দেশ মরিশাস এবং সিশেলসে পাইলট প্রকল্প গ্রহণের ব্যাপারে গত ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখ এ অপর একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করা হয়।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় দক্ষিণ সুদানের মাননীয় পররাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক উপমন্ত্রী Deng Dau Deng Malek এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় নাইজেরিয়ার কমিউনিকেশন এন্ড ডিজিটাল ইকোনমির মাননীয় মন্ত্রী Professor Isa Ali Ibrahim Pantami সাক্ষাৎ করেন (১৪ জানুয়ারি ২০২৩)

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এ ‘বাংলাদেশ-দ. আফ্রিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক’ বিষয়ক সেমি ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এ সময় দ. আফ্রিকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী Dr. Grace Naledi Mandisa Pandor উপস্থিত ছিলেন (১৮ নভেম্বর ২০২১)

● মোজাম্বিকের পররাষ্ট্র এবং সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (এশিয়া এবং ওশেনিয়া) রাষ্ট্রদূত জোসে মাটসিনহার নেতৃত্বে ০৫ সদস্যের একটি মাল্টিসেক্টোরাল প্রতিনিধিদল ১৮-২২ ডিসেম্বর ২০২২ সালে বাংলাদেশে দ্বিপাক্ষিক সফর করেন। প্রতিনিধি দল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিডা, বেজা, ইপিবি, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ এর সঙ্গে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া তাঁরা পদ্মা সেতু এবং ফরিদপুরে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন।

● আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রাসঙ্গিকতা এবং সম্ভাবনা তুলে ধরার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৩ নভেম্বর ২০২২ সালে Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) কর্তৃক আয়োজিত ‘Look Africa’ বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্কের অগ্রগতি

- ৪-৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন' আয়োজিত হয়। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ভূমিকা এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় পদক্ষেপের বিষয়ে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, গবেষক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে এ সম্মেলনে আলোচনা করা হয়। দুই দিনব্যাপী আলোচনা শেষে ঢাকা শান্তি ঘোষণা গৃহীত হয় যা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শান্তিকামী মানুষদের অনুপ্রাণিত করবে।

সাবেক রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ঢাকায় বঙ্গভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন ২০২১' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন (৪ ডিসেম্বর ২০২১)

২০২১ সালের ৪ ডিসেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ঢাকায় বঙ্গভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন ২০২১' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে থিম সং উপভোগ করেন

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ২০২১ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বিশ্ব শান্তি সম্মেলন ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত শুভেচ্ছা আর্ট ক্যাম্প উদ্বোধন করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন

- আফগানিস্তানে রাজনৈতিক সংকটের জেরে সেদেশের দারিদ্র্য পীড়িত জনগণের সহযোগিতার জন্য জাতিসংঘের ফান্ডে নগদ এক কোটি টাকা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বাজেট থেকে মে ২০২২ সালে প্রেরণ করা হয়। ২০২২ এর জুলাই মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আফগানিস্তানের ভূমিকম্প দুর্গত জনগণের জন্য খাদ্য, ঔষধসহ জরুরি ১১ টন ত্রাণসামগ্রী বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিমানযোগে আফগানিস্তানে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ত্রাণসামগ্রী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে অনুদান হিসেবে সংগ্রহ করা হয় এবং এর পরিবহন ব্যয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহন করে।

সরকার প্রধান পর্যায়ে ভার্চুয়াল বৈঠক আয়োজন:

- ডিসেম্বর ২০২০ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে 'বাংলাদেশ-ভারত ভার্চুয়াল সামিট'-এ কৃষি, পরিবেশ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক বিনিময়, ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং জ্বালানী বিষয়ে ০৭টি সমঝোতা স্মারক/সমঝোতা কাঠামো/প্রটোকল/টিওআর স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সামিটে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেল সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এবং ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত একটি স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচন করা হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী/পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী/অন্যান্য মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের সফর/বৈঠক এবং ভার্চুয়াল সভা আয়োজন:

২০১৯:

- ০৭-০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশন-এর পঞ্চম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি এবং ভারতীয় দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ।
- ০১ নভেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে ভারতের কলকাতায় 'বাংলাদেশ বইমেলা ২০১৯'-এর উদ্বোধন করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন নয়াদিল্লিতে জওহরলাল নেহরু ভবনে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)

২০২০:

- ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশন-এর ষষ্ঠ সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি এবং ভারতীয় দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর। সভায় বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আলোচনা হয়।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে ঢাকায় তাঁর কার্যালয়ে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সাক্ষাৎ করেন (২ মার্চ ২০২০)

২০২১:

- ১৬ জুলাই ২০২১ তারিখে 'সেন্ট্রাল অ্যান্ড সাউথ এশিয়া: রিজিওনাল কানেক্টিভিটি, চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরচুনিটি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স উপলক্ষ্যে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে সফরকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শংকর-এর সঙ্গে বৈঠক করেন।
- ০২ অক্টোবর ২০২১ তারিখে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি নোয়াখালীতে অবস্থিত 'গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট' সফর করেন এবং গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

২০২২:

- ১৭-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্রিয়ার আলম, এমপি ভারতের সিমলা, হিমাচল প্রদেশ-এ অনুষ্ঠিত ১০ম বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সংলাপে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ভারত সফর করেন। সংলাপটিতে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে Track-১.৫ কূটনীতির ধারা আরও শক্তিশালী হয়েছে।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সংলাপে অংশগ্রহণ করেন

- ২৭-২৯ মে ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত NADI-3 শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আসামের গুয়াহাটি সফর করে।
- ১৮-২০ জুন ২০২২ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশনের (জেসিসি)-এর ৭ম বৈঠকে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১২ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশনের (জেসিসি) বৈঠকে অংশগ্রহণ ছাড়াও নয়াদিল্লি সফরকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, বাণিজ্যমন্ত্রী এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর সাক্ষাৎ করেন

নয়াদিল্লিতে অবস্থানকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং ভারতীয় বাণিজ্য সহায়ক প্রতিষ্ঠান 'Confederation of Indian Industry (CII)' কর্তৃক আয়োজিত 'অর্থনৈতিক কূটনীতি' বিষয়ক সভাতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও, তিনি নয়াদিল্লিস্থ প্রায় আশি (৮০)-টি দেশের মিশনের রাষ্ট্রদূতগণ যারা বাংলাদেশের জন্য Concurrently accredited, তাঁদের জন্য আয়োজিত একটি সভাতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

- মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ভারতের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ভারতভিত্তিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন (India Foundation)'-এর আমন্ত্রণে গত ০২-০৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ভারতের আসামের শিলচর-এ, প্রথম 'Silchar-Sylhet Festival' শীর্ষক সম্মেলন-এ অংশগ্রহণ করেন। এই উৎসবে বিভিন্ন অধিবেশনে 'ব্যবসা ও বাণিজ্য', 'নদী, পানি এবং পরিবেশ', 'ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনায় ভারতের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের মন্ত্রীবর্গ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের গভর্নর/মন্ত্রীসহ উভয় দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেছেন।
- ০৪-০৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ভারতের উদয়পুর, রাজস্থানে 'G20 Sherpa-দের নিয়ে প্রথম 'G20 Sherpa Meeting' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাননীয় Ambassador-at-Large-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে।

পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক সুসংহত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনায় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, কানেক্টিভিটি (যোগাযোগ) বৃদ্ধি এসকল বিষয়ে কাজ পরিচালনা করছে। কোভিড-১৯ অতিমারির প্রাক্কালেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর মাধ্যমে এশিয়া অঞ্চল তথা বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

ভারত:

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়ে সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর দেশ পুনর্গঠনে সহায়তা, বিভিন্ন সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমমনা অবস্থান এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের প্রসার দুই দেশের সম্পর্ককে গভীরতর করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে দুই দেশের সম্পর্ক অভাবনীয় গতি লাভ করেছে যা 'সোনালি অধ্যায়' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। বিগত ০৪ (চার) বছরে (২০১৯-২০২২) ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা, সহযোগিতা এবং কার্যক্রম চলমান ছিল।

রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সফর আয়োজন:

ক. রাষ্ট্রপ্রধান/সরকার প্রধান পর্যায়ের সফর আয়োজন:

i) বহির্গামী সফরসমূহ:

মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভারত সফর:

- গত ২৯ মে ২০১৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদানের নিমিত্ত একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে নয়াদিল্লি সফর করেন। সফরকালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর:

- গত ২২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি, ভারতীয় বোর্ড অব ক্রিকেট কন্ট্রোল এর সভাপতি শ্রী সৌরভ গাঙ্গুলী এবং পশ্চিমবঙ্গ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ-ভারত টেস্ট ম্যাচের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কলকাতা সফর করেন। এ সফরে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হন।
- গত ০৩-০৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফর করেন। ০৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত আলাপচারিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর পরপরই উভয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও ভারতের স্ব স্ব প্রতিনিধিদল আনুষ্ঠানিক দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় দুদেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এরপর দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যুব ও ক্রীড়া, সংস্কৃতি, নৌপরিবহন, অর্থনীতি, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সংক্রান্ত নিম্নলিখিত পূর্ব-স্বাক্ষরিত ০৭ (সাত)টি সমঝোতা স্মারক বিনিময় করা হয়। এর পূর্বে উক্ত সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৩-০৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে World Economic Forum (WEF)-এর আয়োজনে নয়াদিল্লিতে 'Innovating for India: Strengthening South Asia, Impacting the World' শীর্ষক সম্মেলনে Co-Chair হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।
- ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে গত ৫-৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। এ রাষ্ট্রীয় সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন মাননীয় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী, মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী, মাননীয় অর্থনৈতিকবিষয়ক উপদেষ্টা, মাননীয় বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী,

মাননীয় পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিবগণ, উর্ধ্বতন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সফরকালীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের নবনিযুক্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি দুদেশের সম্পর্কের উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, ভারতের নবনিযুক্ত উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি পৃথক সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা ও বৈঠককালে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সকল দিকসমূহ যেমন তিস্তা নদীর পানি বণ্টন, সীমান্ত হত্যা বন্ধ, বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ, বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যের ওপর আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দ্রুত প্রত্যাবাসন, ভারতের মধ্য দিয়ে নেপাল ও ভুটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। সেই সঙ্গে ভারত সরকারের সঙ্গে পানিসম্পদ, রেলওয়ে, মহাকাশ প্রযুক্তি, তথ্য ও সম্প্রচার এবং বিজ্ঞান বিষয়ে সহযোগিতা বিষয়ক মোট সাতটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীও পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় দুদেশের মধ্যে ০৭টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং বিনিময় সম্পন্ন হয়।

ii) আগমনী সফরসমূহঃ

- বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের অনন্য উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রতিবেশী পাঁচটি দেশ–মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধানগণ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে পৃথকভাবে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করতে সফরকালে পর্যটন, কৃষি, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, যুব উন্নয়ন, শিক্ষা বিষয়ে পাঁচটি দেশের সঙ্গে মোট ১৯টি সমঝোতা স্মারক/দ্বিপাক্ষিক ইন্সট্রুমেন্ট স্বাক্ষরিত/নবায়ন করা হয়। উক্ত দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধানগণের উল্লিখিত সফরসমূহ মূলত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি সেসকল দেশসমূহের জনগণ ও সরকারের শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মার্চ ২০২১ সালে বাংলাদেশ সফরকালে কৃষি, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, বাণিজ্যবিষয়ক দ্বন্দ্ব নিরসন, যুব উন্নয়ন, শিক্ষা বিষয়ে ৫টি দ্বিপাক্ষিক ইনস্ট্রুমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে। এসময় দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজ নিজ দেশের পক্ষে পৃথক ডাকটিকেট উন্মোচন করেন এবং উদ্বোধনকৃত বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

- গত ১৫-১৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী রাম নাথ কোবিন্দ বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। তিনি বাংলাদেশের বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী, মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন এবং বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই সফর করেন।

খ. সরকার প্রধান পর্যায়ে ভার্চুয়াল বৈঠক আয়োজন:

- ডিসেম্বর ২০২০ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে 'বাংলাদেশ-ভারত ভার্চুয়াল সামিট'-এ কৃষি, পরিবেশ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক বিনিময়, ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং জ্বালানী বিষয়ে ০৭টি সমঝোতা স্মারক/সমঝোতা কাঠামো/প্রটোকল/টিওআর স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সামিটে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেল সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এবং ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত একটি স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচন করা হয়।

গ. পররাষ্ট্রমন্ত্রী/পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী/অন্যান্য মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের সফর/বৈঠক এবং ভার্চুয়াল সভা আয়োজন:

i) বহির্গামী সফরসমূহ:/ভার্চুয়াল সভা আয়োজন

পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশন সভা:

- গত ০৭-০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশন-এর পঞ্চম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি এবং ভারতীয় দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ। সভায় ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়াবলী যেমন–সীমানা চিহ্নিতকরণ, সীমান্ত নিরাপত্তা, তিস্তাসহ অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বন্টন এবং সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিক হত্যা বন্ধ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা, বাণিজ্য ও আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি উঠে আসে।
- বিগত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জয়েন্ট কনসাল্টেটিভ কমিশন-এর ষষ্ঠ সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি এবং ভারতীয় দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর। সভায় বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আলোচনা হয়।
- বিগত ১৮-২০ জুন ২০২২ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশনের (জেসিসি)-এর ৭ম বৈঠকে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত ১২ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশনের (জেসিসি) বৈঠকে অংশগ্রহণ ছাড়াও নয়াদিল্লি সফরকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, বাণিজ্যমন্ত্রী এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। নয়াদিল্লিতে অবস্থানকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং ভারতীয় বাণিজ্য সহায়ক প্রতিষ্ঠান 'Confederation of Indian Industry (CII)' কর্তৃক আয়োজিত 'অর্থনৈতিক কূটনীতি' বিষয়ক সভাতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও, তিনি নয়াদিল্লীস্থ প্রায় আশি (৮০)-টি

দেশের মিশনের রাষ্ট্রদূতগণ যারা বাংলাদেশের জন্য Concurrently accredited, তাঁদের জন্য আয়োজিত একটি সভাতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অত্র অনুবিভাগ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্ব গঠিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের উক্ত সফর এবং বৈঠকসমূহ আয়োজনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে।

অন্যান্য বহির্গামী সভাসমূহ:

- গত ০১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ভারতের কলকাতায় 'বাংলাদেশ বইমেলা ২০১৯'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে বইমেলার উদ্বোধন করেন।
- বিগত ১৬ জুলাই ২০২১ তারিখে 'সেন্ট্রাল অ্যান্ড সাউথ এশিয়া: রিজিওনাল কানেক্টিভিটি, চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরচুনিটি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স উপলক্ষ্যে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে সফরকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শংকর-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। অত্র অনুবিভাগ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উক্ত বৈঠক আয়োজন করে।
- বিগত ০২ অক্টোবর ২০২১ তারিখে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি নোয়াখালীতে অবস্থিত 'গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট' সফর করেন এবং গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন।
- বিগত ১৭-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি ভারতের সিমলা, হিমাচল প্রদেশ-এ অনুষ্ঠিত ১০ম বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সংলাপে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ভারত সফর করেন। সংলাপটিতে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে Track-১.৫ কূটনীতির ধারা আরও শক্তিশালী হয়েছে।
- বিগত ২৭-২৯ মে ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত NADI-৩ শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আসামের গুয়াহাটিতে সফর করে। বাংলাদেশ থেকে নদী বিষয়ে খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞগণ, একাধিক সংসদ সদস্যসহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সেশনে বক্তব্য প্রদান করেন। সফরকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসামের মুখ্যমন্ত্রী এবং গভর্নরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
- মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ভারতের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ভারতভিত্তিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন (India Foundation)'-এর আমন্ত্রণে গত ০২-০৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ভারতের আসামের শিলচর-এ, প্রথম 'Silchar-Sylhet Festival' শীর্ষক সম্মেলন-এ অংশগ্রহণ করেন। দুদিনব্যাপী সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে একশত-এর অধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই

উৎসবে বিভিন্ন অধিবেশনে ‘ব্যবসা ও বাণিজ্য’, ‘নদী, পানি এবং পরিবেশ’, ‘ভাষা ও সাহিত্য’ শীর্ষক আলোচনায় ভারতের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের মন্ত্রীবর্গ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের গভর্নর/মন্ত্রীসহ উভয় দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে।

- বিগত ০৪-০৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ভারতের উদয়পুর, রাজস্থানে G20 Sherpa-দের নিয়ে প্রথম ‘G20 Sherpa Meeting’ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাননীয় Ambassador-at-Large-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। G20-এর সভাসমূহে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বন্ধুপ্রতীম দেশ ভারতের সঙ্গে বিদ্যমান সুসম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ii. আগমনী সফরসমূহ:

- গত ০৫-০৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ভারতের মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও তিনি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, সিলেট চেম্বার অব কমার্স এবং India-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (IBCCI) এর সঙ্গে বৈঠক করেন।
- গত ১৯-২১ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর ঢাকা সফর করেন। সফরে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে ভারত সফরের আমন্ত্রনপত্র হস্তান্তর করেন।
- বিগত ০৪ মার্চ ২০২১ তারিখে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শংকর বাংলাদেশ সফর করেন। এসময় বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণসহ দুদেশের সম্পর্ক দৃঢ়করণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।
- বিগত ২৮-২৯ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শংকর বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এছাড়াও, বছরের বিভিন্ন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা, মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, মাননীয় রেলমন্ত্রীর ভারত সফর আয়োজনে অত্র অনুবিভাগ সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছে।

ঘ. পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের সফর আয়োজন:

i) পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ফরেন অফিস কনসালটেশন (FOC) বৈঠক আয়োজন:

- বিগত ২৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ-ভারত পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ফরেন অফিস কনসালটেশন (FOC) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। ভারতের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের বৈঠক

- বিগত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে Foreign Office Consultations (FOC) অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এবং ভারতের পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত ভিনয় মোহন ক্বাত্রা (Ambassador Vinay Mohan Kwatra) নিজ নিজ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। FOC-এর পূর্বে দুই পররাষ্ট্র সচিব একান্ত বৈঠকে মিলিত হন।

Consultation-এ দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের পক্ষ হতে বাংলাদেশের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু হিসেবে ভারতের নিকট দুদেশের মধ্যে বিদ্যমান সকল অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহের আশু নিষ্পত্তির নিমিত্ত ভারতের সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং এই লক্ষ্যে উভয় প্রতিনিধি দল কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ii) আগমনী সফরসমূহ:

- গত ০২-০৩ মার্চ ২০২০ তারিখে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন।
- ১৮-১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশ সফর করেন। এসময় দুদেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।
- বিগত ০৭-০৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা-এর নেতৃতে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেন। উক্ত সফরে প্রতিনিধিদলটি পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব), মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

iii) বহির্গামী সফরসমূহ:

- বিগত ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভারত সফর করে। উক্ত সফরকালে, তিনি ভারতের পররাষ্ট্র সচিব এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। অত্র অনুবিভাগ উক্ত সফর আয়োজনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছে।

ঙ. বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি:

- প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশ-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দুই দেশের সরকার পুরো ২০২১ সালব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বিদ্যমান Mechanism/চুক্তিসমূহের আলোকে দুই দেশের মধ্যে সার্বিক সহযোগিতা বাড়াতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকা এবং নয়াদিল্লিসহ বিশ্বের মোট

২০ টি দেশে অবস্থিত দুই দেশের কূটনৈতিক মিশন যৌথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মৈত্রী দিবস/Friendship Day (০৬ ডিসেম্বর) পালন করে। এসময় দুই দেশের নাগরিকদের অংশগ্রহণে মৈত্রী দিবস/Friendship Day উপলক্ষ্যে লোগো ও ব্যানার প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, অত্র মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে মৈত্রী দিবস/ Friendship Day-তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়াদি বিশ্ব দরবারে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার জন্য নয়াদিল্লি, প্যারিস, জেনেভা এবং রিয়াদ-এ সাংস্কৃতিক দল প্রেরণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মৈত্রী দিবস/Friendship Day উপলক্ষ্যে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন যা ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হয়েছে। অত্র অনুবিভাগ উক্ত ভিডিও বার্তাটি প্রস্তুত করেছে। এ অনুবিভাগ জনকূটনীতি অনুবিভাগের সহায়তায় মৈত্রী দিবস/Friendship Day উপলক্ষ্যে একটি Audio-visual তৈরি করেছে যা ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায়, দুই দেশের নাগরিকদের অংশগ্রহণে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মৈত্রী দিবস/Friendship Day উপলক্ষ্যে লোগো ও ব্যানার প্রতিযোগিতায় চূড়ান্তভাবে বিজয়ীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ এবং পুরস্কার প্রদানের জন্য গত ১৬ মার্চ ২০২২ তারিখে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মান্যবর হাইকমিশনার বিজয়ীদের সার্টিফিকেট এবং পুরস্কার প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এবং ভারতের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে মৈত্রী দিবস/Friendship Day উদ্‌যাপন প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিফলন হিসেবে বিশ্ব অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

এছাড়াও, কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী পালিত যৌথ অনুষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল মিউজিয়াম ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রদর্শিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিজিটাল মিউজিয়ামটি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও প্রদর্শিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চ. বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার হয়ে যাওয়া নাগরিকদের প্রত্যাবাসন এবং নাগরিকদের কনস্যুলার সেবা প্রদান:

- ভারতে আটককৃত এবং বিভিন্ন জেল/শেলটার হোমে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের জন্য অত্র অনুবিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বিগত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ৩৮ জন, ০৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ২৮ জন, ২২ মার্চ ২০২২ তারিখে ২৪ জন, ২৮ জুন ২০২২ তারিখে ২৫ জন বাংলাদেশী নাগরিক যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসে।
- বাংলাদেশী নাগরিকদের বিভিন্ন সময়ে কনস্যুলার বিষয়ক উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশী নাগরিকদের সেবা নিশ্চিতকরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে

যোগাযোগ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত জানুয়ারি ২০২১ তারিখে সচিব পর্যায়ে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে প্রথম 'Consular Dialogue' সভাটি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২য় 'Consular Dialogue' সভাটি ২৫-২৬ জুলাই ২০২২ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ছ. কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা:

- কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলায় অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের চাহিদা পূরণে ভারত থেকে আমদানিকৃত জীবন রক্ষাকারী তরল মেডিকেল অক্সিজেন রেলপথে পরিবহনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ ভারত থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ডোজ ভ্যাকসিনও পেয়েছে।
- কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে সহযোগিতার জন্য ভারত সরকার বাংলাদেশকে মোট ১০৯টি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স উপহার দিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে সামগ্রিক সমন্বয় সাধন করেছে।
- বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নিদর্শনস্বরূপ ভারত সরকার কোভিড-১৯ মোকাবিলায় অতি প্রয়োজনীয় দুটি (০২) মেডিকেল অক্সিজেন প্ল্যান্ট বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে প্রদান করেছে। বর্ণিত মেডিকেল অক্সিজেন প্ল্যান্টগুলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পতেঙ্গাতে অবস্থিত বেইজে স্থাপিত হয়েছে। অত্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পক্ষ এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং নৌবাহিনী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছে।
- কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সহায়তার অংশ হিসেবে ঢাকাস্থ ভারতের হাইকমিশন ভারত সরকারের পক্ষ থেকে গত ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখে ৩০ হাজার সার্জিক্যাল মাস্ক এবং ১৫ হাজার হেডকভার; গত ২৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এক লাখ হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ট্যাবলেট এবং ৫০ হাজার জীবাণুমুক্ত সার্জিকাল ল্যাটেক্স গাভস; এবং গত ০৬ মে ২০২০ তারিখে ৩০,০০০ টেস্টের জন্য আরটি-পিসিআর কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ কিট সমন্বিত জরুরি চিকিৎসা সরবরাহ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করে।
- ২০২১ সালে কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতির অবনতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে গত ২১ এপ্রিল ২০২১ তারিখ থেকে বাংলাদেশের সকল স্থলবন্দর/ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহের প্রচেষ্টায় প্রায় সে সময় ভারতে আটকে পড়া ১৮,০০০ বাংলাদেশী নাগরিককে ভারত থেকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। পরিকল্পিত পন্থায় এবং সুশৃঙ্খলভাবে বাংলাদেশী নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার কারণে সে সময়ে বাংলাদেশে কোভিড-১৯-এর অতি সংক্রামক ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট-এর বিস্তার রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

জ. বছরব্যাপী বিভিন্ন সেক্টোরাল আয়োজন এবং অংশগ্রহণ:

- বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া ১০০টির অধিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক-এর আওতায় বিগত চার (০৪) বছরব্যাপী বাংলাদেশ এবং ভারত উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন সভা আয়োজন এবং অংশগ্রহণ চলমান ছিল। বিভিন্ন পর্যায়ের এসকল সভার মাধ্যমে দুদেশের সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ঝ. অন্যান্য:

- বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম নিকটতম প্রতিবেশী দেশ ভারত ডিসেম্বর ২০২২ থেকে নভেম্বর ২০২৩ মেয়াদের জন্য বিশ্বের বৃহৎ অর্থনৈতিক গোষ্ঠী জি২০-এর সভাপতি (Presidency) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় জি২০-এর সভাসমূহের মূল ভাবনা হচ্ছে 'এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ'। এ মূল ভাবনাকে সামনে রেখে ভারত সরকার আগামী এক বছর সময়ব্যাপী বিভিন্ন সভা আয়োজন করবে বলে জানা যায়। উক্ত সভাসমূহে জি২০-এর সদস্য রাষ্ট্র এবং সংস্থার সঙ্গে আরও নয়টি (০৯) দেশ 'অতিথি রাষ্ট্র (Guest)' হিসেবে অংশগ্রহণ করছে। ভারত কর্তৃক জি২০-তে বাংলাদেশকে অতিথি রাষ্ট্র হিসেবে মনোনয়ন বাংলাদেশের জন্য সম্মানজনক এবং বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আস্থার প্রতিফলন। জি২০-এর বছরব্যাপী বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যৌথভাবে চারটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন (১১ মার্চ ২০১৯)

- বাংলাদেশ, ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন, নেপাল, ভুটান-এর মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত বিষয়ে বিদ্যমান সহযোগিতার ক্ষেত্র এবং ভবিষ্যতে সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে ২০১৯-২০২২ সময়ে ৩৪টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন হয়েছে।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনে রাখা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন, ২ সেপ্টেম্বর ২০২০

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন (৪ মার্চ ২০২১)

ভুটান:

ক. রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সফর আয়োজন:

আগমনী সফরসমূহ:

- বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের অনন্য উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রতিবেশী পাঁচটি দেশ–মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধানগণ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে পৃথকভাবে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর করেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বিগত ১২-১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী

হিসেবে এ সফরে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গঠনের পরে ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সফর ছিল বাংলাদেশে কোনো বিদেশি রাষ্ট্র অথবা সরকার প্রধানের প্রথম সফর। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত আলাপচারিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর পরপরই উভয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও ভুটানের স্ব স্ব প্রতিনিধিদল আনুষ্ঠানিক দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় দুদেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আনুষ্ঠানিক সভা শেষে দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে নিম্নলিখিত ০৫ (পাঁচ)-টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

খ. অন্যান্য:

- গত ৩০ মার্চ ২০২২ তারিখে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ৫ম বিমসটেক সামিট উপলক্ষ্যে শ্রীলঙ্কা সফরকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাক্ষাতে বাংলাদেশ-ভুটান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।
- গত ১৯ মার্চ ২০১৯ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক দ্বিতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশন (FOC) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুদেশের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে এবং

পররাষ্ট্র সচিব মোঃ শহীদুল হক এবং ভুটানের পররাষ্ট্র সচিব সোনম শং (Sonam Tshong) ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় ২য় এফওসি বিষয়ক আলোচনায় নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন (১৯ মার্চ ২০১৯)

১২-১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরের প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়।

- গত ২৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভুটানের জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের সুরক্ষায় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে জরুরি ওষুধ সহায়তা হিসেবে পাঠানো ১০ লাখ ইউনিট মাল্টি-ভিটামিন এবং ৫ লাখ ইউনিটের ভিটামিন সি (সিভিট) ট্যাবলেট ভুটানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ভুটানের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
- বাংলাদেশ থেকে ভুটানে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ রপ্তানি করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এ বিষয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- বাংলাদেশ এবং ভুটানের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারকরণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এ বিষয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

***বাংলাদেশ এবং ভুটানের মধ্যে ২০১৯-২০২২ সময়ে ছয়টি (০৬) চুক্তি/সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন হয়েছে।

বিশেষ কার্যক্রম:

- পদ্মা সেতু উদ্বোধনের প্রাক্কালে দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগের অধিক্ষেত্রাধীন দেশগুলোর কাছে অনুবিভাগ কর্তৃক সেতুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও সম্ভাব্য সার্বিক সুবিধাদি বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়। নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত পদ্মা সেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫ শে জুন ২০২২ তারিখে উদ্বোধনের প্রাক্কালে দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগের দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র হতে অভিনন্দন বার্তা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে নেপাল, পাকিস্তান, ভুটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী/রাষ্ট্রপতি ২৫ জুন ২০২২ তারিখে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশের জনগণ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বার্তা প্রেরণ করেন। এছাড়াও, ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি প্রেস বার্তা প্রকাশ করে। অভিনন্দন এবং প্রেস বার্তাসমূহে পদ্মা সেতু নির্মাণকে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক যোগাযোগ বিকাশে বাংলাদেশের নেতৃত্বের একটি উদাহরণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়াও, সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষ ও পণ্য পরিবহনের জন্য টেকসই অবকাঠামো হিসেবে পদ্মা সেতু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাপ্ত এ সকল বার্তায় পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় সংকল্প, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং দূরদর্শী পরিকল্পনার পরিচায়ক হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।

নেপাল:

ভিভিআইপি/ভিআইপি সফর:

- ২২-২৩ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ এর আমন্ত্রণে নেপালের সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি মিসেস বিদ্যা দেবি ভাণ্ডারি বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে নেপালের রাষ্ট্রপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন নেপালের সম্মাননীয় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
- গত ১২-১৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নেপালে শুভেচ্ছা সফর করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের এটিই ছিল প্রথম নেপাল সফর। এ সফরের মাধ্যমে দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও দৃঢ়তর হয়েছে।
- মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এর আমন্ত্রণে ১৭ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে নেপালের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ কুমার গাওয়ালী বাংলাদেশ সফর করেন। এসময় দুদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

চুক্তি/সমঝোতা স্মারক:

বিগত ০৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে নেপালের লুম্বিনী ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃক বাংলাদেশ মোনাস্ট্রি নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও লুম্বিনী ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

নেপালের সম্মাননীয় রাষ্ট্রপতি মিসেস বিদ্যা দেবি ভাণ্ডারির বাংলাদেশ সফরকালে গত ২২মার্চ ২০২১ তারিখে নিম্নোক্ত ০৪টি সমঝোতা স্মারক/সমঝোতা কাঠমো স্বাক্ষরিত হয়।

১. MoU on Tourism Cooperation

২. MoU on Strengthening Sanitary and Phytosanitary (SPS) Cooperation

৩. Cultural Exchange Programme for the year of 2022-2025

৪. Letter of Exchange on Rohanpur-Sighabad Railway Route (amendment to Nepal-Bangladesh Transit Agreement)

নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভাণ্ডারি ঢাকায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন, (২৩ মার্চ ২০২১) বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ রেহানা এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি এ সময় উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে দ্বৈত করারোপন পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত চুক্তি ‘Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion’ বিগত ০৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি ১ জুলাই ২০২০ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে।

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বাংলাদেশ থেকে ৫০,০০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার পরিশোধযোগ্য ঋণ সহায়তা চান। এ প্রেক্ষিতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নেপাল সরকারকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৫০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার রপ্তানির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ও নেপালের Krishi Samagri Company Ltd. (KSCL) এর মাঝে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ‘MoU on Repayable Bulk Granular Urea Fertilizer Assistance’ স্বাক্ষরের জন্য দুই দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের কাজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পন্ন করে।

ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২০২১ সালের ২২ মার্চ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন নেপালের মহামান্য প্রেসিডেন্ট বিদ্যা দেবী ভাণ্ডারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

অন্যান্য:

গত ১১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে নেপাল সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী হতে ঋণ সহায়তা হিসেবে MI-17 হেলিকপ্টারের স্পেয়ার পার্টস নেপালী সেনাবাহিনীর একটি এয়ারক্রাফট যোগে (NA-062-CASA) নেপালে পৌঁছানো হয়।

মালদ্বীপ:

ভিভিআইপি/ভিআইপি সফর:

- মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ্-এর আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ২২-২৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মালদ্বীপে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। এ সফর ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মালদ্বীপে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, যথা বাণিজ্য সহযোগিতা, মালদ্বীপে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণ, মানবসম্পদ এবং যুব উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা এবং ফার্মাসিউটিক্যালস, শিক্ষা, আকাশ ও জলপথের সরাসরি যোগাযোগ, পর্যটন সম্পর্ক উন্নয়ন, সামুদ্রিক সম্পদ ও মৎস্য আহরণ ইত্যাদি বিষয়ের বিষয়ে ফলপ্রসু আলোচনা হয়। দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মালদ্বীপের উপরাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি এবং ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মালদ্বীপের পার্লামেন্ট পরিদর্শন করেন। মালদ্বীপে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মী ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের উদ্দেশে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে বক্তব্য রাখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। রোহিঙ্গা ইস্যুর বিস্তারিত প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি ও প্রত্যাবাসন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ইস্যুতে বাংলাদেশকে পুনরায় অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে মালদ্বীপ যা দুই দেশের সম্মতির ভিত্তিতে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে বিধৃত হয়েছে। সার্বিকভাবে এ সফর বাংলাদেশ-মালদ্বীপের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও বেগবান ও জোরদার করেছে।
- গত ১৭ থেকে ১৯ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ এর আমন্ত্রণে মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে গত ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ-মালদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। গত ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে মালদ্বীপে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ করেন এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

- মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এর আমন্ত্রণে গত ০৮ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মালদ্বীপের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহীদ বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় দুদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশ-মালদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। এছাড়া মালদ্বীপের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালেতে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন (২৩ ডিসেম্বর ২০২১)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মালদ্বীপের মালে ১ নম্বর নৌ-জেটিতে ২০২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর অভ্যর্থনা জানান মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ। এ সময় স্কুলের শিশুরা দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে

চুক্তি/সমঝোতা স্মারক:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিগত ২২-২৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মালদ্বীপে রাষ্ট্রীয় সফর কালে দুই দেশের মধ্যে:

১. স্বাস্থ্য
২. দ্বৈত করারোপ পরিহার

৩. যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক স্বাক্ষরিত তিনটি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক বিনিময় হয়।

৪. এছাড়া পূর্বে স্বাক্ষরিত স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়।

গত ১৭ থেকে ১৯ মার্চ ২০২১ তারিখে মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে নিম্নোক্ত ০৪টি সমঝোতা স্মারক/সমঝোতা কাঠামো/প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

১. MoU on Joint Commission for Comprehensive Cooperation

২. MoU on Bilateral Foreign Office Consultations (FOC)

৩. MoU in the Field of Fisheries and Pelagic Fishing

৪. Cultural Exchange Programme (CEP) for 2022-2025

গত ০৮ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মালদ্বীপের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহীদ-এর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে নিম্নোক্ত দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়:

১. Memorandum of Understanding on Placement of Manpower between Bangladesh and Maldives;

২. Memorandum of Understanding between the Foreign Service Institute of Maldives (FOSIM) and Foreign Service Academy (FSA) of Bangladesh

ফরেন অফিস কনসালটেশন (FOC):

২৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে প্রথম ফরেন অফিস কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনসালটেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন।

শ্রীলঙ্কা:

শ্রীলংকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাহিদা রাজাপাকসের বাংলাদেশ সফর নিয়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন (২০ মার্চ ২০২১)। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন

শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার তৃতীয় দিনে ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন (১৯ মার্চ ২০২১)

ভিভিআইপি/ভিআইপি সফর:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আমন্ত্রণে ১৯ থেকে ২০ মার্চ ২০২১ তারিখে শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকশা বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। এছাড়াও শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী সাবরি নভেম্বর ২০২২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Indian Ocean Rim Association (IORA) এর মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে যোগ দেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং মাননীয় পরররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মার্চ ২০২২ তারিখে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় অনুষ্ঠিত বিমস্‌টেক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সম্মেলনের সাইডলাইনে বিমস্‌টেক সদস্য দেশের সহকর্মীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন ।

চুক্তি/সমঝোতা স্মারক:

১৯ থেকে ২০ মার্চ ২০২১ তারিখে শ্রীলঙ্কার তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকশার বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে ২০ মার্চ নিম্নোক্ত ০৬টি সমঝোতা স্মারক/সমঝোতা কাঠামো স্বাক্ষরিত হয় ।

১. Memorandum of Understanding between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on Cooperation for Strengthening Youth Development.

২. Memorandum of Understanding between Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) and Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy (SLCARP)

৩. Memorandum of Understanding between the Directorate of Technical Education (DTE) of the People's Republic of Bangladesh and the Tertiary and Vocational Education Commission (TVEC) of the Democratic of Socialist Republic of Sri Lanka on Exchange of Documentation on Vocational Qualification.

৪. Memorandum of Understanding between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for Co-operation of Training of Bangladesh Nurses and Healthcare Workers in Sri Lanka.

৫. Memorandum of Understanding for Cooperation between Bangladesh Institute of International & Strategic Studies and Lakshman Kadirgamar Institute of International Relations and Strategic Studies.

৬. Cultural Exchange Programme between the Government of the People Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Years 2021-2025

অন্যান্য:

শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে, শ্রীলঙ্কা সরকারের অনুরোধে গত মে ২০২২ সালে প্রায় ১৬ কোটি টাকা মূল্যের জরুরি ওষুধ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শ্রীলঙ্কার জনগণের জন্য অনুদান হিসেবে প্রেরণ করা হয় । বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে অনুদান হিসবে সংগ্রহের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও খরচে বিমানযোগে উক্ত ওষুধসামগ্রী প্রেরণ করা হয় ।

আফগানিস্তান:

আফগানিস্তানে রাজনৈতিক সংকটের জেরে সেদেশের দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের সহযোগিতার জন্য জাতিসংঘের ফান্ডে নগদ এক কোটি টাকা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বাজেট থেকে মে ২০২২ সালে প্রেরণ করা হয়।

জুলাই ২০২২ মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আফগানিস্তানের ভূমিকম্প দুর্গত জনগণের জন্য খাদ্য, ঔষধসহ জরুরি ১১ টন ত্রাণসামগ্রী বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিমানযোগে আফগানিস্তানে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ত্রাণসামগ্রী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে অনুদান হিসেবে সংগ্রহ করা হয় এবং পরিবহন ব্যয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহন করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

২০১৯ :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রুনেই-এর সুলতান মহামহিম হাজি হাসানাল বল্কিয়া-এর আমন্ত্রণে গত ২১-২৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ব্রুনেই-এ সরকারি সফর করেন।

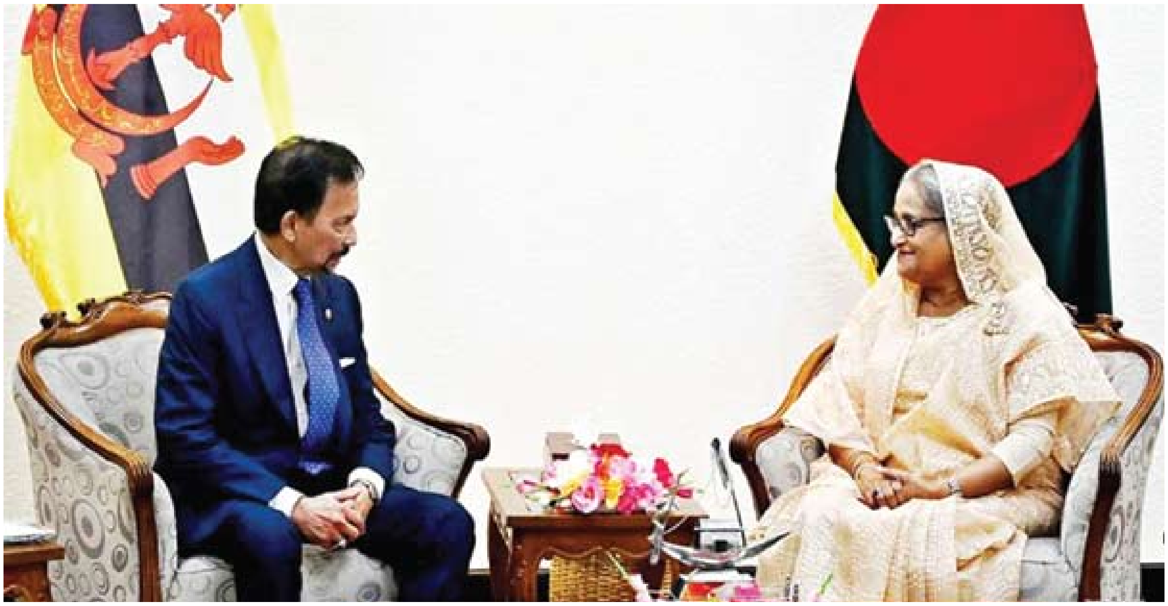

ব্রুনেই-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্রীয় সফর

ব্রুনেই-এর সুলতানের সরকারি বাসভবন ইস্তানা নুরুল ইমান রাজপ্রাসাদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ব্রুনেই-এর সুলতানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক অধিকতর দৃঢ়করণের লক্ষ্যে উচ্চপর্যায়ে সফর বিনিময়, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, খাদ্য, কৃষি, মৎস্য, জ্বালানি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিমান যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ব্রুনেই-এর সুলতানের উপস্থিতিতে দুদেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৬টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়:

২০২০ :

গত ২৩-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার যৌথ কমিশনের প্রথম বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উভয় পক্ষ যথাক্রমে ঢাকায় এবং নমপেনে আবাসিক মিশন খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। উভয়পক্ষ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ,

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম এমপি ও কম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক সচিব Eat Sophea ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় দ্বিপাক্ষিক সভায় 'Joint Communique' এ স্বাক্ষর করেন

কৃষি ও মৎস্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছে। দুই দেশই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে জোর দিয়েছে। যৌথভাবে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য বাংলাদেশ কম্বোডিয়ার কাছে তিন বছরের সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি (সিইপি) হস্তান্তর করেছে।

বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার যৌথ কমিশনের প্রথম বৈঠক

২০২১ :

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে ইন্দোনেশিয়ায় ২০২১ সালের আগস্ট মাসে কোভিড-১৯ এর শোচনীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ইন্দোনেশিয়ার কোভিড-আক্রান্ত জনগণের জন্য জরুরি ঔষধসামগ্রী ঢাকা থেকে বিমানপথে সর্বমোট ৮,৪০০টি বক্স/ফাইল (২৯ কার্টন)-এ ইন্দোনেশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বরাবর উপহারসামগ্রী হিসেবে ইন্দোনেশিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৯শে অক্টোবর ২০২১ তারিখে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের জন্য মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ‘MoU between the Government of Malaysia and the Government of Bangladesh, on the employment of workers for another five years term’ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত সমঝোতা স্বাক্ষরের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- ২০শে ডিসেম্বর ২০২১, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড ‘থাইল্যান্ড বন্দর কর্তৃপক্ষ (রানং পোর্ট) এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে’র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত করেছে। এর মাধ্যমে দুই দেশের ভেতরে বন্দর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা দুই দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণে সাহায্য করবে।

২০২২ :

- মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২০২২ সালের প্রথমদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাতটি দেশ (ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ব্রুনেই দারুসসালাম)-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে টেলিফোন আলাপ করেন। উক্ত টেলিফোন আলাপে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর প্রতিপক্ষদের সঙ্গে নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং কোভিড-১৯ মহামারী উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে ম্রিয়মান অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের দ্বি-পাক্ষিক সফর, পর্যালোচনা সভা আয়োজনসহ সহযোগিতার বিষয়গুলো সুদৃঢ় করার বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া রোহিঙ্গা সমস্যা মোকাবিলায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাতটি দেশের কার্যকর ভূমিকার প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি বাংলাদেশের ASEAN Sectoral Dialogue Partner-এর আবেদনের প্রতি সমর্থন দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

- সিঙ্গাপুরের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত ১৬-২০ এপ্রিল ২০২২ খ্রি. তারিখ সিঙ্গাপুর সফর করেন। উক্ত সফরে তিনি বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিঙ্গাপুরস্থ বাংলাদেশ দুতাবাস কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিঙ্গাপুরের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন, সিঙ্গাপুরের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং সিঙ্গাপুর ইন্সটিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, সিঙ্গাপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থা: বৈশ্বিক উদ্যোগ, কৌশল ও করণীয়' শীর্ষক ডিস্টিংগুইশড লেকচার সিরিজে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সিঙ্গাপুর সফর

- কম্বোডিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপপ্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত ১৪-১৬ জুলাই ২০২২ খ্রি. তারিখে কম্বোডিয়া সফর করেন। গত ১৫ জুলাই ২০২২ খ্রি. তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন,

এমপি কম্বোডিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হুন সেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। একইদিনে কম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ-কম্বোডিয়া দ্বিপাক্ষিক আলোচনা বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ও কম্বোডিয়ার মাননীয় উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রাক সখোন এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শেষে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমি ও কম্বোডিয়ার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ডিপ্লোম্যাসি এবং ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। একই দিনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে কম্বোডিয়ার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ডিপ্লোম্যাসি এবং ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স-এ 'Padma Bridge in Bangladesh: Opening New Opportunity for Connecting South Asia with South East Asia' শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর তিনি কম্বোডিয়ার জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল TVK-এ একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এ সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নানা দিকসহ সমসাময়িক আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন। গত ১৬ জুলাই ২০২২ তারিখে সকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে সড়ক নামকরণের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং সড়কের নামফলকের জন্য প্রস্তাবিত নকশা অনুমোদন করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কম্বোডিয়া সফর

- ইন্দোনেশিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত ১৭-১৯ জুলাই ২০২২ খ্রি. তারিখে ইন্দোনেশিয়া সফর করেন। উক্ত সফরে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসিয়ানের সেক্রেটারি জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ২০২২ সালের ১৮ জুলাই ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় সেদেশের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জুলফিকার হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

এছাড়াও ইন্দোনেশিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী ও মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এবং ইন্দোনেশিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়ার ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (CSIS), জাকার্তা কর্তৃক আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে জাকার্তায় বাংলাদেশ দূতাবাস এর আয়োজনে একটি স্মারক ডাকটিকিটও তিনি এসময় উন্মোচন করেন। ইন্দোনেশিয়া সফরকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুটি টিভি চ্যানেল (Metro TV, TVRI) ও একটি সংবাদ মাধ্যমকে (RMOLWORLDVIEW) সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। উক্ত সাক্ষাৎকারগুলোতে বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বিশেষ করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ওপর আলোকপাত করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী Retno L. P. Marsudi সাক্ষাৎ করেন (১৬ নভেম্বর ২০২১)

- মননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত ১৯-২০ জুলাই ২০২২ মালয়েশিয়া সফর করেন। উক্ত সফরে তিনি মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং মালয়েশিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। গত ১৯ জুলাই ২০২২ খ্রি. তারিখে মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল সাবরি ইয়াকোবের সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। একইদিনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল

মোমেন, এমপি কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন আবদুল্লাহ এর সঙ্গে সৌজন্য বৈঠক করেন। পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মালয়েশিয়ার সদ্য-সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল রিকভারি কাউন্সিলের বর্তমান চেয়ারম্যান মুহিইদ্দিন ইয়াসিনের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মালয়েশিয়া সফর

• মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে গত ১৫-১৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ব্রুনেই-এর মহামহিম সুলতান হাজি হাসানাল বল্কিয়াহ বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। ব্রুনেই এর মহামহিম সুলতানের সঙ্গে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সৌজন্য সাক্ষাৎকালে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

ব্রুনাই দারুসসালামের সুলতান Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah কে ১৫ অক্টোবর ২০২৩ ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সশস্ত্রবাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন

বৈঠকে এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বাংলাদেশ ও ব্রুনেই এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়াবলী যেমন বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জ্বালানি, মানবসম্পদ রপ্তানি, কৃষি, পশুসম্পদ, মৎস্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামরিক এবং কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণসহ নানাবিধ ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার পাশাপাশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দ্রুত প্রত্যাবাসনে এবং বাংলাদেশের আসিয়ান সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার এর প্রার্থীতা প্রভৃতি বিষয়ে আসিয়ান জোটের মধ্যে দৃঢ়তর ভূমিকার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেইসঙ্গে বাংলাদেশ ও ব্রুনেই এর মধ্যে বিমান সেবা চুক্তি, জনশক্তি রপ্তানি ও কর্মসংস্থানবিষয়ক, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহে সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতা স্মারক নবায়ন এবং দুই দেশ কর্তৃক নাবিকদের সার্টিফিকেটের স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকসমূহ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ব্রুনাই দারুসসালামের সুলতান Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah এর সঙ্গে ২০২২ সালের ১৫ অক্টোবর ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি সাক্ষাৎ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি এ সময় উপস্থিত ছিলেন

• ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে থাইল্যান্ডের স্থায়ী সচিব Sarun Charoensuwan মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে থাই পার্মানেন্ট সেক্রেটারি বাংলাদেশে বর্তমানে উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং ব্যাপক উন্নয়নের প্রশংসা করেন। তিনি দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার জন্য দুই দেশের মধ্যে এফটিএ-র সম্ভাবনা পর্যালোচনা করার পরামর্শ প্রদান করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে থাইল্যান্ডের পার্মানেন্ট সেক্রেটারির সৌজন্য সাক্ষাৎ

থাইল্যান্ডের মহামহিম রাজা কর্তৃক প্রদত্ত রাজকীয় কঠিন চীবর দান অর্পণের জন্য এ বছর (২০২২) বাংলাদেশকে থাইল্যান্ড সরকার মনোনয়ন প্রদান করেছে। এ প্রেক্ষিতে ২৯ অক্টেবর ২০২২ তারিখে সফররত থাইল্যান্ডের পার্মানেন্ট সেক্রেটারি চট্টগ্রামের বিনাজুরির একটি বিহারে রাজকীয় কঠিন চীবর দান প্রদান করেন। পরের দিন শ্রদ্ধেয় পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব)-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে উক্ত প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রশংসা করেন।

পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এবং সফররত থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী সচিব Sarun Charoensuwan ২০২২ সালের ৩০ অক্টোবর ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট ও ই-বুক উন্মোচন করেন

বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব এবং থাইল্যান্ডের পার্মানেন্ট সেক্রেটারি যৌথভাবে স্মারক ডাকটিকেট ও ই-বুক উন্মোচন করেন

বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক ডিজাইন করা একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং ঢাকাস্থ রয়্যাল থাই দূতাবাস কর্তৃক স্পন্সর করা একটি ই-বুক পররাষ্ট্র সচিব এবং সফররত থাইল্যান্ডের পার্মানেন্ট সেক্রেটারি যৌথভাবে উন্মোচন করেন।

বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী এবং সিঙ্গাপুরের যোগাযোগ, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী সহযোগিতা স্মারক (এমওসি) স্বাক্ষর করেন

- ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুদেশের মধ্যে সহযোগিতা স্মারক (এমওসি) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সচিবালয়ে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এবং সিঙ্গাপুরের যোগাযোগ, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী এস ইসওয়ারান নিজ নিজ সরকারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

- মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গত ২৮-২৯ আগস্ট ২০২৩ তিমুর লেস্তে সরকারি সফরে দ্বি-পাক্ষিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন ।

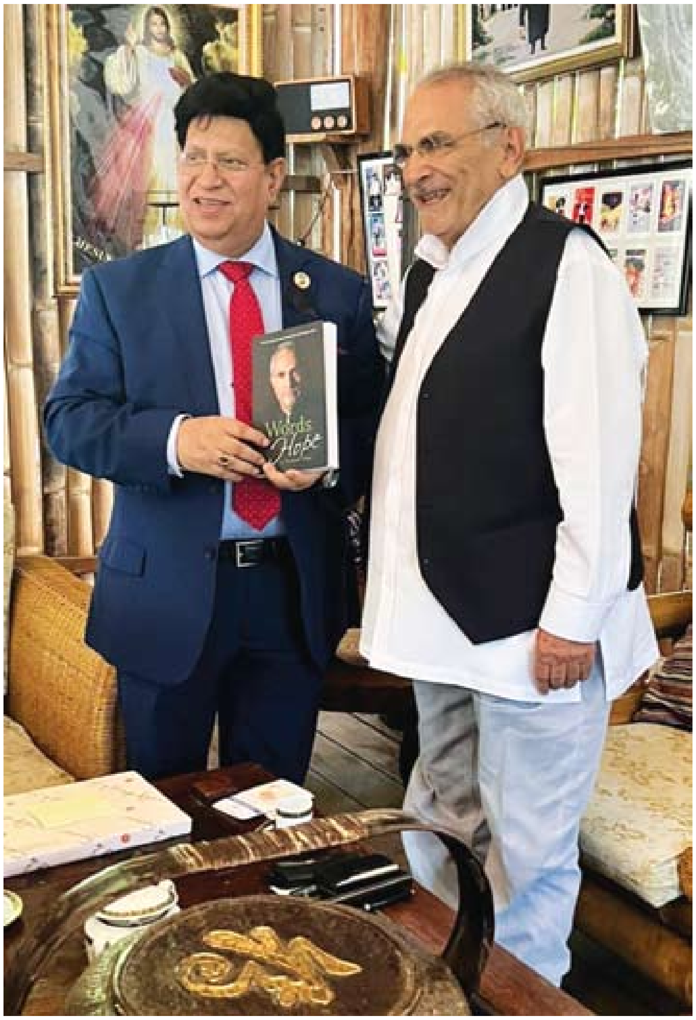

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন তিমুর লেস্তের রাষ্ট্রপতি জে রামোস হোর্তার সঙ্গে তিমুর লেস্তের রাজধানীতে সাক্ষাৎ করেন

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন প্রধানমন্ত্রী কে রালা যানানা গুসমাওয়ের সঙ্গে দিল্লিতে সাক্ষাৎ করেন

* বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে 'বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড বন্ধুত্বের ৫০ বছর: সম্ভাবনা ও এগিয়ে যাওয়ার পথ' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করেছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন। সেমিনারে বক্তারা প্রাণবন্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক, বাণিজ্য ও সংযোগের দৃশ্যপট এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান থাই বিনিয়োগের পাশাপাশি বাংলাদেশের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তারা বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলিও নির্দেশ করেন এবং সেই সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার চ্যালেঞ্জগুলির উপর আলোকপাত করেন।

পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলীয় দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সফর

* মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের ৩০-৩১ মে সময়ে জাপান সফর করেন। এ সময় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ও 'A Fact Sheet on the Comprehensive Partnership' অনুমোদিত হয়।

জাপান-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি বক্তব্য রাখেন

উভয় দেশ নিরাপত্তা, বাজার অর্থনীতি, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার, বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সম্মত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩০ মে ২০১৯ তারিখে ২৫তম নিক্কেই 'ফিউচার অব এশিয়া' আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে কবু Note বক্তব্য প্রদান করেন।

- চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেচিয়াং-এর আমন্ত্রণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১-৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে চীনে একটি সরকারি সফর করেন। উক্ত সফরে প্রধানমন্ত্রী চীনের ডালিয়ান শহরে অনুষ্ঠিত ১৩তম গ্রীষ্মকালীন ডাভোস ফোরামেও অংশগ্রহণ করেন। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিপিংয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেচিয়াং এবং চীনের ন্যাশনাল পিপলস্ কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান লি ঝানশুর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকে চীন-বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক, দুদেশের পারস্পরিক স্বার্থের আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সফরকালে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে অর্থনীতি ও তথ্য প্রযুক্তি, বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ, পানি এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জাপান-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান

চীন সফররত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দালিয়ান আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে ২ জুলাই ২০১৯ ‘Cooperation in the Pacific Rim’ শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেইজিং-এ Diaoyutai State Guest House-এ চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (৫ জুলাই ২০১৯)

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Taro Kono দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন (৩০ জুলাই ২০১৯)

- জাপানের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী Taro KONO ২০১৯ সালের ২৯-৩১ জুলাই সময়ে বাংলাদেশ সফর করেছেন। এছাড়া, জাপানের ইকোনমিক রিভাইটালাইজেশন মন্ত্রী Toshimitsu Motegi, যিনি পরবর্তীতে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন, তিনি ২০১৯ সালের ১৪-১৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ সফর করেছেন।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে জাপানের নতুন মহামান্য সম্রাট নারুহিতোর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য জাপান সফর করেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী লি-নাক-ইয়ন (Lee-Nak-yon) গত ১৩-১৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। কোরিয়ার ব্যবসায়িক প্রতিনিধিসহ একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন। এটি ছিল দীর্ঘ ১৭ বছর পর কোনো দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রথম বাংলাদেশ সফর। উক্ত সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে উন্নয়ন সহযোগিতা মবৃদ্ধি, শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে কোরিয়ায় বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা

দক্ষিণ কোরিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Lee Nak-yon সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন (১৪ জুলাই ২০১৯)

প্রদান, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশকে সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত সফরে দুদেশের মধ্যে ০৩ (তিন)টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

- কোভিড মহামারির সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানে অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের হাইব্রিড বৈঠকে অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন। জাপান সরকার কর্তৃক আয়োজিত নিউট্রেশন ফর গ্রোথ (N4G) সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ ডিসেম্বর ২০২১-এ অংশগ্রহণ করেন। ২৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানের কুমামতোতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ এশিয়া প্যাসিফিক ওয়াটার সামিট (APWS)-এ ভিডিও বার্তার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ মে ২০২২ তারিখে ২৭তম নিক্কেই ‘ফিউচার অব এশিয়া’ আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'Tokyo Nutrition for Growth Summit-2021: High Level Session'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন (৭ ডিসেম্বর ২০২১)

- বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ২০২২ সালের এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে দুবার জাপান সফর করেছেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার আমন্ত্রণে ২৫-২৮ এপ্রিল জাপান সফর করেন। ২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানে তাঁর সরকারি সফরের প্রথম দিনে জাপানের মহামহিম সম্রাট নারুহিতোর সঙ্গে সম্রাটের বাসভবন ইম্পেরিয়াল প্যালেসে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সন্ধ্যায় জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুই দেশের সরকার প্রধানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টোকিওতে আকাসাকা প্যালেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য বিশিষ্ট জাপানি নাগরিকদের ‘Friends of Liberation War Honour’ প্রদান করেন । এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন (২৭ এপ্রিল ২০২৩)

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও জাপানের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত হয়েছে যা আগামী পঞ্চাশ বছরব্যাপী দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের রূপরেখা হিসেবে বিবেচিত হবে । এই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে দ্রুততম সময়ে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পন্ন, বিগ-বি প্রকল্পের মাধ্যমে আঞ্চলিক যোগাযোগ

জোরদারকরণ, অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, জাপান ওভারসিজ কোঅপারেশন ভলান্টিয়ার প্রকল্প পুনরায় চালুকরণ, বাণিজ্য, বাংলাদেশের বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে জাপানি বিনিয়োগ, মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল, ঢাকা-টোকিও সরাসরি বিমান চলাচল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও, জাপান সরকার বাংলাদেশকে ৩০ কোটি ইয়েন-এর বাজেট সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্কের এই সূচনালগ্নে উভয় দেশের মধ্যে কৃষি, মেট্রোরেল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল আপগ্রেডেশন, শিপ রিসাইক্লিং, কাস্টমস ম্যাটারস, ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি, ডিফেন্স কোঅপারেশন, আইসিটি এবং সাইবার সিকিউরিটি কো-অপারেশন ইত্যাদি সেক্টরে মোট ৮টি চুক্তি ও সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও, ২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে সকালে জাপান বাংলাদেশ কমিটি ফর কমার্শিয়াল এন্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন (জেবিসিসিইসি) এর চেয়ারম্যান ফুমিও কোকুবু, জাইকার প্রেসিডেন্ট তানাকা আকিহিকো, জেটরোর চেয়ারম্যান ও সিইও ইশিগুরো নরিহিকো এবং জাপান-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ লীগ (জেবিপিএফএল)-এর প্রেসিডেন্ট তারো আসো এবং বিকালে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োশিমাসা হায়াশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন আকাসাকা প্যালেসে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। গত ২৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে টোকিওর ওয়েস্টিন হোটেলে জাপানের খ্যাতনামা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিইও ও ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিট-এন্ড-গ্রিট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময়ে, তাঁর উপস্থিতিতে দুই দেশের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোট এগারোটি সমঝোতা স্মারক স্মাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ও জাপানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কৌশলগত অংশীদারিত্ব (Strategic Partnership)-এর আগামীর রূপরেখা প্রণয়নকল্পে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি কৃষি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সুনীল অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা, কর্মসংস্থান ও জন-যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুনভাবে সহযোগিতা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে দুদেশই লাভবান হবে বলে আশা করা যায়।

- ১০-১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যেকার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির জন্য গঠিত Joint Studz Group-এর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং ট্যাক্স ও ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তারা প্রতিনিধিত্ব করেন।

- ঢাকা ও সিউলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের জোরদার এবং নতুন উচ্চতায় উন্নীত করতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলের বিশেষ দূত জ্যাং সুং মিন গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। মূলত বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূতের এই সফর। এই সফরে বিশেষ দূত জ্যাং সুং মিন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সকালে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং আগামী ৫০ বছরে দুদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উন্নয়ন এবং সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র অন্বেষণ করার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেন। কোরিয়ার রাষ্ট্রপতির বিশেষ দূত মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

● গত ২৮ মে ২০২৩ তারিখে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাইস মিনিস্টার H.E Mr. Sun Weidong মাননীর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তিনি একইদিনে মাননীর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং দুই দেশের মধ্যেকার বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ঢাকায় গণভবনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাইস মিনিস্টার Sun Weidong সাক্ষাৎ করেন (২৮ মে ২০২৩)

- ঢাকায় ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ৪র্থ ফরেন অফিস কনসালটেশন-এ অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিশেষ করে জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলা, রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান ও মানবসম্পদ উন্নয়নে সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়াও এই আলোচনায় ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল, ইন্ডিয়ান ওশেন রিম এসোসিয়েশন, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, মানবাধিকার, সাইবার নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে দুপক্ষ পারস্পরিক মতবিনিময় করে। গত ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধিদের মধ্যে Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)-এর আওতায় Joint Working Group-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২২ সালে ক্যানবেরাতে।

পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

অর্থনৈতিক কূটনীতি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড:

- পশ্চিম এশিয়ার দেশসমূহের সঙ্গে অর্থনৈতিক কূটনীতির অংশ হিসাবে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধিকল্পে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশেষত, দ্বিপক্ষীয় সফর আয়োজনের মাধ্যমে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান ও বাহরাইনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈঠক, চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন, বাণিজ্য সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়া অধিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতগণের সঙ্গে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধিকতর বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।
- বাণিজ্য সহায়তা বৃদ্ধির উদ্দেশে কাতার, ওমান ও বাহরাইনের সঙ্গে দ্বৈত কর প্রত্যাহার সংক্রান্ত সমঝোতা চুক্তি চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। সৌদি আরব, ওমানসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সৌদি আরব ও ইরানের সঙ্গে শুল্ক বিষয়ক পারস্পরিক সহায়তা বিষয়ক চুক্তিসমূহ নিয়ে উভয় পক্ষের আলোচনা চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশে সৌদি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও সৌদি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল

কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং সৌদি কোম্পানি আল বাওয়ানী কোম্পানি লিমিটেডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়েছে। সে প্রক্রিয়ায় অত্র অনুবিভাগ সার্বিক সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান করেছে। গত চার বছরে সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের ১৩, ১৪ ও ১৫ তম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (Joint Economic Commission) যথাক্রমে রিয়াদ ও ঢাকায় আয়োজন করা হয়। ৩১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে সৌদি আরবের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য সংগঠন FBCCI-এর মধ্যে যৌথ ব্যবসা কমিশন Joint Business Council গঠনের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

- ১৮ মে ২০২২ বাহরাইনের চেম্বার অব কমার্স এর সদস্য, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণের উপস্থিতিতে একটি বাণিজ্য সেমিনার আয়োজন করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ওমানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার উপস্থিতিতে একটি ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়।

- ২০১৯-২০২২ সময়কালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে বাংলাদেশের ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (Joint Economic Commission) আয়োজন করা হয়। ১২ মার্চ ২০২২ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন Federation of Chambers of Commerce and Industry এর মধ্যে Joint Business Council গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমানের মধ্যে সরাসরি নৌপরিবহন চালুর মাধ্যমে দুই দেশের বন্দরসমূহকে সরাসরি সংযোগের আওতায় আনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহযোগিতার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

জনকূটনীতি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড:

আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ জনকূটনীতি আরও জোরদার করেছে। মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পশ্চিম এশিয়ার অধিক্ষেত্রের বাংলাদেশ মিশনসমূহ বিশেষত ওমান, জর্ডান, কুয়েতে ওয়েবিনার, ক্রীড়া টুর্নামেন্ট, চিত্র প্রদর্শনী ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে অধিক্ষেত্রাধীন প্রতিটি দূতাবাস এবং কনসুলেটে দূতাবাসমূহ বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন এবং উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া, দূতাবাসসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামভিত্তিক ছবি, তথ্যচিত্র এবং দলিলাদি প্রদর্শন করা হয়, যা স্বাগতিক দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ পরিদর্শন করেন।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ফরেন অফিস কনসালটেশন/দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও চুক্তি স্বাক্ষর

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে গতি আনয়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ফরেন অফিস কনসালটেশন/দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮ জুন ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং ওমানের মধ্যে প্রথম ফরেন অফিস কনসালটেশনস এবং ২৪-২৬ মার্চ ২০২২ তারিখে দ্বিতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশনস অনুষ্ঠিত হয়।

১৫-১৬ মার্চ ২০২২ তারিখে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud ঢাকা সফরের সময় বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বাংলাদেশ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে ২য় ফরেন অফিস কনসালটেশনস বিগত ২৬ জুলাই ২০২২ এ কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। ১১-১২ সেপ্টেম্বর ২০২২-এ কাতারের দোহায় বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে ২য় ফরেন অফিস কনসালটেশনস অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। গত ২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ এবং বাহরাইনের মধ্যে ফরেন অফিস কনসালটেশনস এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকায় ইরানের সঙ্গে ফরেন অফিস কনসালটেশনস আয়োজন করা হয়।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ‘Prince Faisal bin Farhan Al Saud’-কে স্বাগত জানান (১৫ মার্চ ২০২২)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে সৌদি আরবের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী Faisal bin Farhan Al Saud সাক্ষাৎ করেন (১৬ মার্চ ২০২২)

এছাড়া, ওমানের সঙ্গে ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখে The Mutual visa Exemption for Holders of Diplomatic, Official, Special and Service Passports সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা, জিসিসিভুক্ত দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের এরকম চুক্তি এটিই প্রথম। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে Agreement on Abolishing Visa requirements for the Holders of Diplomatic, Official and Special Passports সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৮-২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ১৮তম মানামা ডায়ালস-২০২২ শীর্ষক সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এবং GCC সচিবালয় এর মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ০৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ইরানে বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion With respect To Taxes on Income সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে আমিরাত সরকার কর্তৃক আবুধাবিতে বাংলাদেশ মিশনের জন্য জমি বরাদ্দ বিষয়ক একটি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। ২৫ মে ২০২১ তারিখে BFI এবং UAE-FIU এর মধ্যে Cooperation in the Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering, Associated Predicate Offences and Terrorist Financing বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ৮-১০ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরকালে Foreign Service Academy of Bangladesh এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের Anwar Gargash Diplomatic Academy এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক,

BIISS এবং Emirates Centre for Strategic Studies and Research (ECSSR) এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক, UAE–Bangladesh Joint Business Council প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক এবং Cooperation In The Field of Higher Education And Scientific research সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৬ মার্চ ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং সৌদি আরব সরকারের মধ্যে Cooperation and Mutual Assistance in customs Matter সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে Establishment of Joint Business Council (JBC) সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য প্রচেষ্টা

কোভিডকালে চাকরিচ্যুত প্রবাসিদের সার্বিক কল্যাণের অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রবাসী অধ্যুষিত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন এবং পত্র প্রেরণ করেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে পশ্চিম এশিয়া অধিক্ষেত্রের বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'করোনা সেল' ও স্বাগতিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের চাকরির সুরক্ষা, চাকরি হারানো কর্মীদের প্রাপ্য বেতন ভাতার নিশ্চয়তা, দেশে বিশেষ ফ্লাইটে তাদের প্রত্যাবসন, পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ এবং আত্তীকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। সর্বাত্মক লকডাউনের মধ্যেও পশ্চিম এশিয়া অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে দূতবাসসমূহ কনস্যুলার সেবা পরিচালনা করে আসছে। সংক্রমণ ঝুঁকি কমানোর জন্য সকল দূতাবাস অনলাইন সেবা প্রদান ও দূরবর্তী স্থানগুলোতে কনস্যুলার ক্যাম্প পরিচালনা করে। করোনার প্রাদুর্ভাব শুরুর প্রাক্কালে যে সব প্রবাসী কর্মী বাংলাদেশে আগমন করেন, লকডাউন শুরুর পর তাদের কর্মক্ষেত্রে ফেরা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দূতাবাসের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সৌদি সরকার দেশে আটকে পড়া বাংলাদেশী প্রবাসীদের ভিসা ও ইকামার মেয়াদ ৩০ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে, যার ফলে কয়েক হাজার বাংলাদেশী কর্মী বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে রেহাই পান। এছাড়াও বাংলাদেশস্থ সংযুক্ত আরব আমিরাত দূতাবাস প্রবাসী কর্মীদের কোম্পানি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগপূর্বক চাকুরি সমাপনী সুবিধা আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রভাবে বাংলাদেশে আটকে পড়া কুয়েত প্রবাসীদের পুনরায় কুয়েতে ফিরিয়ে আনার জন্য কুয়েত দূতাবাসের পক্ষ থেকে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আটকে পড়া প্রবাসীদের নিয়োগকারী কোম্পানি/স্পন্সরদের সঙ্গে দূতাবাস যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের ইকামা/রেসিডেন্সি নবায়নের ব্যবস্থা করা হয়। করোনাকালীন ভিজিট ভিসায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে আগত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী কর্মসংস্থান ভিসা লাভে সক্ষম হয়েছেন। করোনাকালে ছুটিতে এসে অনেক বাংলাদেশী নাগরিক বাংলাদেশে আটকে পড়ে। আন্তর্জাতিক সীমানা এবং বিমান চলাচল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক তৎপরতায় বিভিন্ন বিমান সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এবং বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সঙ্গে নিবিড় সমন্বয়ে বিশেষ ফ্লাইট যোগে সৌদি আরব, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন হতে প্রবাসী কর্মীদের কর্মে যোগদানের জন্য বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে জর্ডান সরকারের জারিকৃত লকডাউনের সময় বাংলাদেশ দূতাবাস, জর্ডান প্রায় ৪,১৪০ জন প্রবাসী বাংলাদেশীকে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দিয়েছে।

বিভিন্ন পর্যায়ের সফর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপরাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাই এর শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রশীদ আল মাকতুম এর আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ International Defense Exhibition এ অংশগ্রহণের জন্য এবং নভেম্বর ২০২১-এ Dubai Air Show-তে অংশগ্রহণের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন। আবুধাবির Crown Prince H. H. Sheikh Mohammad Zayed Al Nahyan এর আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানুয়ারি ২০২০ এ Abu Dhabi Sustainability Week এ অংশগ্রহণের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন। ০৭-১২ মার্চ তারিখ ২০২২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপরাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাই এর শাসক শেখ মুহম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম-এর আমন্ত্রণে ০৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে Dubai Expo-২০২০ এর উইমেন প্যাভিলিয়ন এবং Cartier এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'Break the Bias' থিম এর আওতায় 'Redefining the Future of Women' শীর্ষক High Level Power Panel-এ অংশগ্রহণ এবং দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাই এর শাসক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

গত ১৮-২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ১৮তম মানামা ডায়ালগ-২০২২, বাহরাইনে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বিগত ১০-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি এবং ওমান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাঈদ বদর বিন হামাদ বিন হামউদ আল-বুসাইদি এর মধ্যে ৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে একটি টেলিফোন কল অনুষ্ঠিত হয়। আলাপকালে উভয় দেশের মাননীয় মন্ত্রীবর্গ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গত ৬-৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে জর্ডানে অনুষ্ঠিত World Economic Forum Meeting এ অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৩-৪ মার্চ ২০২১ তারিখে সৌদি আরব সফর করেন। গত ৪-১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি'স সিংহাসন আরোহন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি ইরান সফর করেন। দ্বিপাক্ষিক এ সফরকালে দুদেশের মধ্যে সম্পর্কে গতি সঞ্চারিত হয়।

ওমানের মরহুম সুলতান কাবুস বিন সাইদ-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ১৪-১৫ জানুয়ারি ২০২০ সালে ওমান সফর করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীগণ ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রেখেছেন।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলমের সাথে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে ইরানের রাষ্ট্রদূত ‘Mohammad Reza Nafar সাক্ষাৎ করেন (২৮ নভেম্বর ২০২১)

নভেম্বর ২৮-২৯, ২০২১ সালে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ঢাকায় অনুষ্ঠিত International Investment Summit এ সৌদি যোগাযোগ মন্ত্রী H. H. Saleh Al-Jasser ১৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। সৌদি আরবের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud ১৫-১৬ মার্চ ২০২২ বাংলাদেশ সফর করেন। সফরের সময় তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তিনি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও সংক্ষিপ্ত একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হন। সৌদি আরবের রিয়াদে গত ৩১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ-সৌদি আরব ১৪তম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন সভা আয়োজন করা হয়। ২০-২১ আগস্ট ২০২২ তারিখে কাতারের শ্রমমন্ত্রী H. E. Dr Ali bin Sayeed bin Samikh Al Marri ঢাকা সফর করেন। উক্ত সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিগত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ৩ দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন।

সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ইরানের Deputy Foreign Minister for Economic Diplomacy ২৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে IORA-COM Meeting এ অংশগ্রহণের নিমিত্ত ঢাকা সফর করেন। ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ এবং ইরানের মধ্যে 2nd Foreign Office Consultation অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইরানের পক্ষে নেতৃত্ব দেন Mr. Ali Bagheri Kani, Deputy Foreign Minister for Political Affairs.

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সৌদি পরিবহন মন্ত্রী Eng. Saleh bin Nasser Al-Jasser সাক্ষাৎ করেন (২৮ নভেম্বর ২০২১)

পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

উচ্চ পর্যায়ের সফর:

০২-১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ এ স্পেনের মাদ্রিদে COP25 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ০২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত 'Heads of State and Government Summit'-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত সম্মেলনে মার্শাল আইল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি Ms. Hilda Heine ও CVF এর দায়িত্ব নেবার জন্য জোরালো অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী CVF এর সভাপতির দায়িত্ব নিতে সম্মত হন। উচ্চ পর্যায়ের সভায় যোগদান করা ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পেনের প্রধানমন্ত্রী Mr. Pedro Sánchez, নেদারল্যান্ডস-এর প্রধানমন্ত্রী Mr. Mark Rutte এবং ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট Mr. Charles Michel-এর সঙ্গে পৃথকভাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পেনের মাদ্রিদের Feria de Madrid হলে 'Action for Survival: Vulnerable Nations COP25 Leaders Summit' এ বক্তৃতা করেন (২ ডিসেম্বর ২০১৯)

০৯-১২ জুলাই ২০১৯ তারিখে নেদারল্যান্ডের রানী ম্যাক্সিমা নেদারল্যান্ডস জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের Special Advocate for Inclusive Finance for Development-এর ভূমিকায় বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে ডাচ রানী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং বাংলাদেশে আর্থিক সেবাসমূহের অন্তর্ভুক্তি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করেছেন।

২৯ অক্টোবর ২০১৯, গ্রিসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Nikolaos Dendias বাংলাদেশ সফর করেন। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ দ্বিপাক্ষিক সফরকালে গ্রিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য একটি এমওইউ স্বাক্ষর করেন। এ সময় তিনি একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সহযোগে পুনরায় বাংলাদেশে আসার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

১৫-১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে ১৪তম আসেম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে (14th ASEM Foreign Ministers' Meeting) মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি-এর নেতৃত্বে ৫ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় তিনি নিরস্ত্রীকরণ, জঙ্গিবাদ দমন, সাইবার নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০৪-০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইতালিতে দ্বিপাক্ষিক সফর করেন। বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ সকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভ্যাটিক্যান সিটিতে মহাপুত পোপ ফ্রান্সিস-এর সঙ্গে ব্যক্তিগত বৈঠকে মিলিত হন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৩-৭ জুন ২০১৯ তারিখে ফিনল্যান্ড সফর করেন। ১৯ জুলাই-০৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লন্ডন, যুক্তরাজ্য সফর করেন।

২৪-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে জার্মানির Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Dr. Gerd Muller ঢাকা সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হন। এছাড়া তিনি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। সফরকালে জার্মান মন্ত্রী রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত না করা পর্যন্ত মিয়ানমারের সঙ্গে জার্মানির উন্নয়ন সহযোগিতা সম্পর্ক স্থগিত করার ঘোষণা দেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যের Foreign and Commonwealth Office (FCO)-এর Minister of State for South Asia and Commonwealth Lord Tariq Ahmad এর সঙ্গে টেলিফোনে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বিশ্বনেতাদের দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সমুদ্রে নৌকায় ভাসমান রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দিতে যুক্তরাজ্যের প্রতিমন্ত্রী লর্ড আহমদের ফোনে অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং সীমিত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মানবিকতার পরিচয় দিয়ে ইতোমধ্যে ১১ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। তাই বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোরও রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে এগিয়ে আসা উচিত বলে উক্ত বৈঠকে তিনি মত প্রকাশ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষ সম্মেলন কপ-২৬ এ যোগদানের উদ্দেশ্যে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীম (৩১ অক্টোবর ২০২১)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ অক্টোবর ২০২১ এ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২৬তম জলবায়ু সম্মেলন (COP26) এ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে তিনি বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং জলবায়ু বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে Conference of the Parties-এর ২৬তম অধিবেশনে (COP-26) ভাষণ দেন (১ নভেম্বর ২০২১)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩-৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে একটি অনানুষ্ঠানিক সফর করেন। সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত সম্পাদনায় 'সিক্রেট ডকুমেন্টস অফ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অফ দ্য নেশন অফ বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' প্রকাশনার সাত খণ্ডের মোড়ক উন্মোচন করেন। একই অনুষ্ঠানে তিনি জাতির পিতার জীবনীর উপর লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের তত্ত্বাবধানে লন্ডনের নোমাড পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় লেখা 'মুজিব: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন' শীর্ষক একটি সচিত্র প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়েস্টমিনিস্টার খ্যাত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য রোশনারা আলী ও লর্ড জিতেশ গাধিয়ার আমন্ত্রণে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন

কর্তৃপক্ষ এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের চ্যান্সারি ভবনের সম্প্রসারিত অংশ ও এতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জের উদ্বোধন করেন। লন্ডন প্রবাসী বাংলাদেশীদের আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও তিনি যোগদান করেন।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ-এর আমন্ত্রণে ৯-১৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্যারিস সফর করেন। এ সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এবং ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তিনি ফ্রান্সের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের উভয় কক্ষ অর্থাৎ সিনেট ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে দুটি পৃথক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ সময় তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সভাপতি রিচার্ড ফেরোঁ-এর সঙ্গে একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ফ্রান্সের ব্যবসায়ীদের অন্যতম সংগঠন মুভমেন্ট অব দ্য এন্টারপ্রাইজ অব ফ্রান্স (মেদেফ)-এর উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সফরকালে মাননীয় প্রধানন্ত্রীর সঙ্গে ফ্রান্সের তিন কোম্পানি, এয়ারবাসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডাসল্ট এভিয়েশন এর সভাপতি এবং থ্যালেস এর সভাপতি সাক্ষাৎ করেন। প্যারিস সফরকালে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার একটি সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি বিনিময়ের বিষয়ে উভয় দেশ সম্মত হয়েছে। পাশাপাশি, কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনায় ২০০ মিলিয়ন ইউরো সহায়তা, টেকসই পানিসঞ্চালন ব্যবস্থাপনার চলমান প্রকল্পে ৩০ মিলিয়ন ইউরো সহায়তার পাশাপাশি অতিরিক্ত ১০০ মিলিয়ন ইউরো সহায়তা এবং বিমান চলাচল খাতে পারস্পরিক কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য কারিগরি সহযোগিতা বিষয়ে তিনটি পৃথক চুক্তি সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ। এ সফরে ফ্রান্সের পক্ষ থেকে কোভ্যাক্স-এর আওতায় বাংলাদেশকে ২০ লক্ষ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানের ঘোষণাও প্রদান করা হয়, যা ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে হস্তান্তর করেন। এছাড়াও, ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ফ্রান্সের ব্যবসায়ীদের সংগঠন মুভমেন্ট অব দ্য এন্টারপ্রাইজ অব ফ্রান্সের (মেদেফ) এবং বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৮-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে জার্মানির মিউনিখে ৫৮তম মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রী দেশের গণতন্ত্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা স্বার্থসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে প্যারিসে ইন্দো-প্যাসিফিক সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের ফোরাম বৈঠকে যোগ দেন। ফ্রান্স ও বাংলাদেশ সবার সমৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক আইনভিত্তিক অবাধ, উন্মুক্ত, শান্তিপূর্ণ নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিষয়ে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে। ইইউর সদস্য ২৭ দেশ ছাড়াও বাংলাদেশ, ভারতসহ আরও ৩৫টি দেশ এ বৈঠকে অংশ নিয়েছে।

জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগগ্রতি পর্যবেক্ষণ উদ্দেশে ২০২২ সালে EU Parliament এবং European Commission এর দুটি পৃথক প্রতিনিধি দল যথাক্রমে জুন ও মার্চ ২০২২ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। এর পাশাপাশি ২০১৩ সাল থেকে বলবৎ ৩+৫+১ শীর্ষক মেকানিজমের আওতায় শ্রমখাতের সংস্কার বিষয়ক আলোচনার

EU এবং যুক্তরাজ্য ও সুইজারল্যান্ডের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। EU এর সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় দুই পক্ষের মধ্যে ঢাকাতে EU-Bangladesh Business Climate Dialogue অনুষ্ঠিত হয়। EU এর সঙ্গে একটি বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি করার বিষয়ে জার্মানভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান EFS নামক একটি আইনগত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। EU এর দেশগুলো থেকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য BIDA, BEZA, BSEC এর সঙ্গে যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলো নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ও নরওয়ে এর কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এপ্রিল ২০২২ এ নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যানেকিন হুইটফেল্ড দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। এ সফরে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সামুদ্রিক খাতে সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব আরও সম্প্রসারিত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে দুই দেশ।

বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ডেনমার্কের ক্রাউন প্রিন্সেস মেরি এলিজাবেথ তিনদিনের সফরে ২৫ এপ্রিল-২৭ এপ্রিল ২০২২ বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক এর মধ্যে জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব পরিবর্তনে অংশীদারত্ব শক্তিশালী করতে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব Framework Engagement সই করা হয়। এ চুক্তির আওতায় ডেনমার্ক সবুজ ও টেকসই ফ্রেমওয়ার্কে জ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতা করবে এবং পরিবেশবান্ধব ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিতে ও অভিজ্ঞতায় তারা সহযোগিতা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সামুদ্রিক খাতে সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব আরও সম্প্রসারিত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে দুই দেশ।

বাংলাদেশ ও পর্তুগালের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ককে গতিশীল করার লক্ষ্যে ২৫-৩১ মে ২০২২ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পর্তুগালের লিসবন সফর করেন যেখানে তিনি পর্তুগালের অর্থনীতি ও সমুদ্রবিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং পর্তুগিজ সম্প্রদায় বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী Macao Scientific and Cultural Centre (CCCM)-এ অনুষ্ঠিতব্য 'Exploring a Deeper Bangladesh-Portugal Relationship' শীর্ষক সেমিনার-এ মূল বক্তা হিসেবে যোগ দেন।

১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্য আয়োজনে যোগ দিতে লন্ডন সফর করেন। তিনি ওয়েস্ট মিনস্টার হলের শবাধারে সংরক্ষিত প্রয়াত রানিকে শ্রদ্ধা জানান এবং ল্যাঙ্কাস্টার হাউসে একটি শোক বইতে বাংলায় স্বাক্ষর করেন। উক্ত সফরে কমনওয়েলথ মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আরও সাক্ষাৎ করেন যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, জাতিসংঘ ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রী লর্ড আহমদ। একই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের বিরোধীদলীয় এবং লেবার পার্টির নেতা স্যার কেইর স্টারমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্যের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)-এর সহায়তায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রোহিঙ্গা সংকটবিষয়ক একটি High level Event এবং Institute for Risk and Disaster Reduction (IRDR) of University College London (UCL), the

Institute of Genocide Studies of the University of Dhaka এবং বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন-এর যৌথ উদ্যোগে University College London-এ '1971 Dhaka University Massacre and the Bangladesh Genocide' শীর্ষক একটি সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রিত হয়ে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ২৩-২৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে লন্ডন ও প্যারিসে সরকারি সফর করেন। সেখানে তিনি লন্ডনের ব্রিটিশ ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার লর্ড তারিক আহমেদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। লর্ড তারিকের কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তিতে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লন্ডনে উক্ত অনুষ্ঠানগুলো সুসম্পন্ন করে প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'Witnessing History In the

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর কার্যালয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনার YIva Johansson সাক্ষাৎ করেন (১০ নভেম্বর ২০২২)

Making, Bangladesh 1971 and 1972’ শীর্ষক চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনার ইল্‌ভা ইউলিয়া মার্গারিতা ইয়োহানসন ১০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা সফর করেন। ইল্‌ভা ইয়োহানসনের ঢাকা সফরে ইউরোপের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিরাপদ অভিবাসন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় ইস্যু আলোচনা প্রাধান্য পায়। SOP-এর মাধ্যমে নিরাপদ প্রত্যাবাসন ও ‘ট্যালেন্ট মাইগ্রেশন’ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ থেকে বৈধ পথে ইউরোপে কর্মী পাঠানো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ইয়োহানসন।

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম (ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস)-এর মেয়র অ্যান্ডি স্ট্রিট প্রথমবারের মতো ১৩-১৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ৩ দিনের বাংলাদেশ সফরে আসেন। তিনি ১৪ নভেম্বর ২০২২-এ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে সহযোগিতার জন্য যুক্তরাজ্যকে ধন্যবাদ জানান। রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবাসনের পক্ষে দেশটিকে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য অনুরোধ জানান তিনি। এছাড়াও, মেয়র অ্যান্ডি স্টিটের সঙ্গে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের নগর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সম্মাননা স্মারক হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর কার্যালয়ে যুক্তরাজ্যের অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ অন বাংলাদেশের সভাপতি রুশনারা আলীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে (৪ জানুয়ারি ২০২৩)

২০২২ সালের ডিসেম্বরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল ব্রাসেলস সফর করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বেলজিয়াম এর বিভিন্ন পর্যায়ের সংসদীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন।

০২-০৯ জানুয়ারি ২০২৩ রুশনারা আলি, এমপি এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ (এপিপিজি) এর পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে সফর করেন। সফরকালে তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় স্পিকারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও যুক্তরাজ্যের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য বিষয়ক দূত হিসেবে রুশনারা আলি, এমপি মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসব সাক্ষাতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বিষয়ে ফলপ্রসু আলোচনা হয়।

দ্বিপাক্ষিক সংলাপ/বৈঠক:

২৯ জুলাই ২০২১ বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ে একটি ফরেন অফিস কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীরতর করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সম্পর্ক পরিধির বিস্তৃত করার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে এয়ার সার্ভিস এগ্রিমেন্ট, জিএসপি প্লাস, শিক্ষা, ব্যবসা, আমদানি, রপ্তানি ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে।

২৫-২৭ আগস্ট ২০২১ জার্মানির বার্লিনে বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যে Strategic Dialogue অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল এতে অংশগ্রহণ করে। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়গুলোর পাশাপাশি উক্ত বৈঠকে উভয় দেশে নিরাপত্তা, বাণিজ্য-বিনিয়োগ, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে।

৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ যুক্তরাজ্যের লন্ডনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে Strategic Dialogue অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব)-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল এতে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত বৈঠকে উভয় দেশ দ্বিপাক্ষিক, কূটনীতিক, অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসহ প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক বিষয়াদি এবং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে।

২৫ অক্টোবর ২০২১ ব্রাসেলস-এ বাংলাদেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে ৪র্থ Diplomatic Consulations অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) এ বৈঠকে নেতৃত্ব দেন। এই Diplomatic Consulations এ ব্রেক্সিট পরবর্তী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ধরন ও গতিপ্রকৃতি, কোভিড-১৯ অতিমারী পরবর্তী আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বাংলাদেশের এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন সহযোগিতা, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সংলাপ ও প্রযুক্তি বিনিময়, বাংলাদেশের অনুকূলে বাণিজ্য ও অগ্রাধিকার সুবিধা চলমান রাখা, আঞ্চলিক রাজনীতি ও নিরাপত্তা, অভিবাসন ও রোহিঙ্গা সমস্যা এবং দেশের মানবাধিকার, শ্রম অধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষা পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এই সফরে পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর সঙ্গে সম্পৃক্ত পার্লামেন্ট

সদস্য, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, গণমাধ্যম ইত্যাদিসহ বেলজিয়ামের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন।

১৭ নভেম্বর ২০২২ বাংলাদেশ ও পর্তুগালের মধ্যে 2nd Political Consultation ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আলোচনায় নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি এবং পর্তুগিজ পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন পররাষ্ট্র ও সহযোগিতা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. ফ্রান্সিসকো আন্দ্রে। পর্তুগিজ স্টেট সেক্রেটারি পর্তুগালের অর্থনীতিতে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের মূল্যবান অবদানের কথা স্বীকার করেন। বাংলাদেশী প্রবাসীদের কনস্যুলার সংক্রান্ত সমস্যা এবং পর্তুগালে বাংলাদেশীদের যাতায়াত ও ভিসা সহজীকরণের বিষয়ে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তার সরকার কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

বাংলাদেশ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বমূলক সংলাপ ২০২০ সালে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ২৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রথম রাজনৈতিক সংলাপ (1st Political Dialogue) অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)-এর মধ্যকার এই রাজনৈতিক সংলাপের সূচনা দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের কৌশলগত এবং বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার একটি যুগান্তকারী অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সংলাপের সময় উভয় পক্ষই গণতন্ত্র, মৌলিক স্বাধীনতা, আইনের শাসন, অন্তর্ভুক্তি এবং মানবাধিকারের প্রতি সম্মানের মূল্যবোধগুলিকে তুলে ধরে সহযোগিতার বিস্তৃত ক্ষেত্রগুলিতে আলোচনা করেছে। বাণিজ্য, অভিবাসন, মানবিক পদক্ষেপ এবং উন্নয়ন সহযোগিতার বর্তমান অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলির বাইরে ইইউ-বাংলাদেশের সম্পৃক্ততাকে আরও বিস্তৃত করার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। বৈঠকে দুই পক্ষই জলবায়ু পরিবর্তন, ডিজিটাল রূপান্তর, সংযোগ, নিরাপত্তার ঐতিহ্যগত এবং অপ্রচলিত ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা বাড়াতে সম্মত বাংলাদেশ তার এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনকে মসৃণ এবং টেকসই করার জন্য ২০২৯ সালের পরেও নতুন জেনারেলাইজড স্কিম অফ প্রেফারেন্স (GSP)-এর অধীনে অব্যাহত সুবিধার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমর্থন চায়।

১ জুন ২০২২ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশ ও স্পেনের মধ্যে প্রথমবারের মতো ফরেন অফিস কনসালটেসন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুই দেশের সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন দিক উন্মোচনের বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়ন, যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিশেষত রেল যোগাযোগে সম্ভাব্য সহায়তা, কৃষি, শিক্ষা, সমুদ্র অর্থনীতির বিকাশে সহযোগিতা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক কূটনীতি:

যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় দেশগুলো ২০২৬ সালে বাংলাদেশের চূড়ান্ত LDC Graduation এর পর আর তিন বছর স্বল্প উন্নত দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য বাণিজ্য সুবিধা বজায় রাখতে ইতিমধ্যে তাদের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। সুইজারল্যান্ডের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনার অগ্রগতি হয়েছে। ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বলবৎ যোগ্য EU

এর নতুন GSP+ বাণিজ্যিক সুবিধা পাবার বিষয়টির উপর অনানুষ্ঠানিকভাবে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্য সুবিধা বজায় রাখার স্বার্থে EU চাহিদা মোতাবেক ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল মেয়াদে শ্রম কর্মসংস্থান ও বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় ক্রমে National Action Plan in Labour Sector in Bangladesh বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে।

European Iinvestment Bank (EIB) এর Global Gateway Initiative প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক পর্যায়ের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে নবায়ন যোগ্য জ্বালানি খাতে ইউরোপীয় দেশগুলো হয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

Climate Accord-এর মাধ্যমে সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, নরওয়ে, জার্মানি হতে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ইতালির সঙ্গে জ্বালানি সহযোগিতা চুক্তির বিষয়ে কাজ চলছে। স্মার্ট গ্রিডের আওতায় নবায়ন যোগ্য জ্বালানির ব্যাপারে ইউরোপীয় দেশগুলোর থেকে আগ্রহ পাওয়া গিয়েছে।

চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই:

৮ জুন ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশ ও ফিনল্যান্ডের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কনসালটেশন পরিচালনার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পশ্চিম) এবং ফিনল্যান্ডের পক্ষে দিল্লিস্থ ফিনিশ রাষ্ট্রদূত যিনি বাংলাদেশে অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত আছেন। আলোচ্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার দিক উন্মোচিত হলো, যা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে অভিবাসন ও জনশক্তি রপ্তানি বিষয়ে বাংলাদেশ ও গ্রীসের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে তা গ্রিস সংসদ কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। এই চুক্তির ধারাবাহিকতায় ইতালি ও মাল্টা'র সঙ্গে একই রকম চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ ও লুক্সেমবার্গের মধ্যে Air Service Agreement মন্ত্রীসভায় অনুমোদন করা হয়েছে। ইতালি, নেদারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এর বিভিন্ন বন্দরের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে পৃথক ভাবে সরাসরি নৌ চলাচলা স্থাপন করা হয়। একই সঙ্গে পর্তুগাল, স্লোভেনিয়া ও ডেনমার্কসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সরাসরি জাহাজ চলাচলের বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বন্দর কাঠামোর উন্নয়নে কাজ করার লক্ষ্যে ডেনমার্ক, সুইডেন, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডসহ অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। স্পেন থেকে বাংলাদেশের রেল অবকাঠামোর উপর সহযোগিতা বিষয়ক প্রস্তাব পাওয়া গেছে।

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী, Stefan Lofven-এর সঙ্গে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং এ বৈশ্বিক মহামারির কারণে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে টেলিফোনে বৈঠক করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত ২৯ এপ্রিল ২০২০ তারিখে নেদারল্যান্ডের Minister for Foreign Trade and Development Cooperation of the Netherlands, Sigrid Kaag-এর সঙ্গে টেলিফোনে বৈঠক করেন। করোনাভাইরাস মহামারির বিভিন্ন দিক দুই মন্ত্রীর আলোচনায় স্থান পায়।

করোনা ভাইরাসে অধিকতর আক্রান্ত কতিপয় ইউরোপিয় দেশ যথা ইতালি, জার্মানি, স্পেন ও যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিকট মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহমর্মিতা প্রকাশ করে বার্তা প্রেরণ করেছেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২০ মে ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে অবস্থিত ইউরোপিয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেলিগেশন প্রধান এবং রাষ্ট্রদূত, নরওয়ে এবং সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত/CDA-এর সঙ্গে একটি ভিডিও কনফারেন্সে যোগদান করেন। উক্ত বৈঠকে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি এবং তা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন। করোনাভাইরাসের কারণে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে তিনি রাষ্ট্রদূতদেরকে অনুরোধ জানান। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতগণের প্রতি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখা এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদেরকে সম্ভব হলে তৃতীয় কোনো দেশে পুনর্বাসনের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনার জন্য আহ্বান জানান। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের মান্যবর ডেলিগেশন প্রধান এবং রাষ্ট্রদূত Ms. Rensje Teerink করোনাভাইরাস মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সহযোগিতার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ হতে ৩৩৪ মিলিয়ন ইউরো সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্তটি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

১৪ মে ২০২০ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সুইডিশ কোম্পানি H&M-এর প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের নিকট উপহার হিসেবে ভেন্টিলেটর এবং পিপিই হস্তান্তর করেন। H&M কোম্পানি বাংলাদেশ সরকারকে ১৫০০ সেট পিপিই এবং ০৮টি ভেন্টিলেটর উপহার হিসেবে প্রদান করেছে।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গত ১৮ মে ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যের Foreign and Commonwealth Office (FCO)-এর Minister of State for South Asia and Commonwealth Lord Tariq Ahmad-এর সঙ্গে টেলিফোনে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে রোহিঙ্গা সমস্যা, করোনাভাইরাস মহামারি এবং করোনাভাইরাসের কারণে যুক্তরাজ্যের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত ০২ জুন ২০২০ তারিখে আয়ারল্যান্ডের Tánaiste and Minister for Foreign Affairs and Trade- Mr. Simon Coveney TD-এর সঙ্গে টেলিফোনে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের

বিভিন্ন দিক, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়।

পররাষ্ট্র সচিব মহোদয় গত ০৪ এবং ০৫ মে ২০২০ তারিখে পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে অবস্থিত (অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রীস, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য) বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনসমূহের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনারগণের সঙ্গে আয়োজিত একটি ভিডিও কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। এই ভিডিও কনফারেন্সে ইউরোপের উক্ত দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বিশেষ করে ব্যবসা ও বিনিয়োগ সম্পর্কের ওপর করোনাভাইরাস মহামারির সম্ভাব্য প্রভাব এবং এ পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির ওপর কোভিড-১৯ মহামারীর নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়ে সজাগ থাকা এবং জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্র বিস্তারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন।

১০ মে ২০২০ তারিখে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে যুক্তরাজ্যে উপহার হিসেবে চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (পিপিই এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার), কেক ও বিস্কুট প্রেরণ করা হয়। ফিরতি ফ্লাইটে ১১৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে লন্ডন হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিষয়:

২০১৯ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় Standard Operating Procedure (SOP) চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তির আওতায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বিগত চার বছরে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও নরওয়েসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অবৈধভাবে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিককে সফলভাবে দেশে প্রত্যাবাসন সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২২ সালে যুক্তরাজ্যসহ, সুইজারল্যান্ডে, নরওয়ে ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকাসহ সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের রাজধানীতে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষদের সঙ্গে পত্র বিনিময় ও টেলিফোন/ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে আলাপ করেন (ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, গ্রীস, লুক্সেমবার্গ)। এছাড়া, এ উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন, ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দল প্রেরণ, স্মারক গ্রন্থ ও ডাকটিকেট প্রকাশ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশীসহ সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের জনগণের ব্যপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক ও বহুমাত্রিক সহযোগিতা জোরদার হয়।

ইউক্রেন ও রাশিয়া যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষতে বাংলাদেশের নীতি ও আদর্শভিত্তিক আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তগুলো যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রশংসা অর্জন করেছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে গৃহীত প্রস্তাব সিদ্ধান্তসমূহে বাংলাদেশের ইস্যুভিত্তিক আদর্শগত ভোট দান বিষয়টি এসব দেশের সরকার ইতিবাচকভাবে দেখেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ হতে, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, বিশেষ করে আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা চালানো হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বছরের বিভিন্ন সময় ঢাকা ও লন্ডনে যুক্তরাজ্যের বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। এসব কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রচ্ছন্ন চাপ সত্ত্বেও ইউরোপীয় দেশগুলো বাংলাদেশের বিষয়ে কোন ধরনের নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে বিরত ছিল।

উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের অগ্রগতি

২০১৯:

২৯ জুন ২০১৯ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও-এর মধ্যকার টেলি-কনফারেন্সের পরে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোভিড-১৯ অতিমারী মোকাবেলায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অব্যাহত সহযোগিতা জোরদার করা, চলমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দুই বছরের জন্য শুল্কমুক্ত সুবিধাপ্রদান, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান, বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত প্রদান এবং মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসনে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও দৃঢ় ভূমিকা রাখার অনুরোধ করেন।

২০২০:

- ১৪-১৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট (উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী) স্টিফেন বিগান ঢাকা সফর করেন। তিনি ১৪ অক্টোবর মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম ও ১৫ অক্টোবর মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি ১৫ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একটি সৌজন্য সাক্ষাতে অংশগ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারির এ সফরকালে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বহুমুখী বিষয়ে আলোচনা হয়। ডেপুটি সেক্রেটারি করোনা মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের সফলতার প্রশংসার পাশাপাশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার মানবিক দৃষ্টান্তের প্রশংসা করেন। এছাড়াও বাংলাদেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশংসা করেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে বাংলাদেশ কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ফ্লোরিডাতে বাংলাদেশের নতুন কনস্যুলেট চালু করার মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় তারা রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ, বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা এবং বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের ভিসা প্রদানসহ নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট Stephen E Biegun সাক্ষাৎ করেন (১৫ অক্টোবর ২০২০)

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট Stephen E Biegun এর নেতৃত্বে ঢাকায় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (১৪ অক্টোবর ২০২০)

- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ দূতাবাস মেক্সিকো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মেক্সিকো এবং মেক্সিকোর ইবেরো-আমেরিকানা-বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে বাংলাদেশ-মেক্সিকোর ৪৫তম কূটনৈতিক সম্পর্ক দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গত ১৬ জুলাই ২০২০ একটি ওয়েবিনার আয়োজন করে। মাননীয় পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশ-মেক্সিকোর ৪৫তম কূটনৈতিক সম্পর্ক দিবস উপলক্ষ্যে একটি শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেন। উক্ত ওয়েবিনার-এ বাংলাদেশ মেক্সিকো কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণ এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের সচেতনতা তৈরিতে আলোচনা করা হয়।

- যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্ক এস্পার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে টেলিফোন করেন। এ সময় তাদের মধ্যে রোহিঙ্গা ইস্যু, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ নানা বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বাংলাদেশকে সহায়তা করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। মার্ক এস্পার জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশের প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তাও এক্ষেত্রে অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

২০২১

- ২৩ ফেব্রুয়ারি ১ মার্চ ২০২১ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সফরকালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থিংকট্যাঙ্ক 'নিউলাইন ইনস্টিটিউট অন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসি' এর সঙ্গে মতবিনিময়কালে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে নতুন মার্কিন প্রশাসনকে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপাক্ষিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এসময় তিনি সিএফআর আয়োজিত 'বাংলাদেশ-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং রোহিঙ্গা ইস্যু' শীর্ষক ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র কর্মকর্তা, একাধিক আইনপ্রণেতা, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি জে. ব্লিনকেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরি এবং জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতারেস এর সঙ্গে বৈঠক করেন। সফরকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন-এর সঙ্গে আলাপের সময় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, সন্ত্রাসবাদ দমন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা আর প্রতিরক্ষা খাতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন।

- গত ০৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে US Special Presidential Envoy for Climate (SPEC) John Kerry বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া John Kerry মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, Bangladesh Special Envoy of the Climate Vulnerable Forum এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে Climate Change সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন।

- মেক্সিকোর স্বাধীনতার ২০০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য মেক্সিকো সরকারের আমন্ত্রণে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল গত ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মেক্সিকো সফর করেন। এসময় একটি তিন (০৩) সদস্যের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সফরসঙ্গী হিসেবে মেক্সিকো সফর করেন। এছাড়া বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর ৩৯ সদস্যের একটি কন্টিনজেন্ট ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মেক্সিকো সিটিতে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ ও ১৪ সদস্যের একটি সাংস্কৃতিক দল মেক্সিকোর এ আয়োজনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে পরিবেশনা করেন। সফরকালীন মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম সফরকালীন মেক্সিকোর বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক উপমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দুদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এর আগে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআই এবং মেক্সিকোর শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন সিওএমসিই'র মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় যা

উভয় দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। মেক্সিকো সফরকালে সে দেশের ইবেরো-আমেরিকান ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী স্মারক বক্তব্য প্রদান করেন যা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সরাসরি সম্প্রচার করে। এ সময় উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের টরেয়োন, টিজুয়ানা ও সান্টা ফি ক্যাম্পাসের ২ হাজার সাত শতাধিক শিক্ষার্থী এ অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জলবায়ু বিষয়ক দূত John Kerry ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সাক্ষাৎ শেষে যৌথ বিবৃতি দেন (৯ এপ্রিল ২০২১)

২০২২

- বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন-এর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ০২-০৬ এপ্রিল ২০২২ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি সফর করেন। উক্ত সফরে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্টনি ব্লিনকেনের সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। এছাড়াও মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন সিনেটর ও কংগ্রেসম্যান, ইউএসএআইডি-র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ও খ্যাতনামা কয়েকটি থিংক ট্যাঙ্ক-এর সঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার, আলোচনা সভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

- যুক্তরাষ্ট্রের International Religious Freedom বিষয়ক Ambassador at Large রাশাদ হুসেইন গত ১৭-২০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় তিনি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

২০২৩

- ১৪-১৫ জানুয়ারি ২০২৩-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক দপ্তরের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রদূত ডোনাল্ড লু বাংলাদেশ সফর করে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি; পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি এবং পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এর সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তিনি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এসব বৈঠকে উভয়পক্ষ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উন্নয়ন সহায়তা, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল, শ্রম, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারসহ দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও, বাংলাদেশে অবস্থানরত দশ লক্ষাধিক জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য মানবিক সহায়তা, তাদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের বিষয়সমূহ আলোচনায় উঠে আসে। এছাড়া, রাষ্ট্রদূত লু আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, এমপি; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান এর সঙ্গেও পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলমের সাথে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি Donald Lu সাক্ষাৎ করেন (১৫ জানুয়ারি ২০২৩)

- ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনী ব্লিংকেনের কাউন্সেলর ডেরেক শোলের নেতৃত্বে ০৭ (সাত) সদস্যের এক আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি এবং পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এর সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করে। প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। বৈঠকসমূহে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন; বিশেষ করে, রোহিঙ্গা পরিস্থিতি, ইউক্রেন সংকট, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং অধিকার সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় মার্কিন প্রতিনিধিদল র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর কার্যক্রমের ইতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়ে সাধুবাদ জানিয়ে টেকসই সংস্কারের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। র‍্যাবকে বাংলাদেশের অন্যতম আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা উল্লেখপূর্বক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে, এ সংস্থা ইতোমধ্যে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ সময় তিনি র‍্যাবের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা কামনা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট কাউন্সিলর Derek H. Chollet সাক্ষাৎ করেন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট কাউন্সিলর ডেরেক এইচ শোলে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)

সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি:

- গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'বিমান পরিবহন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান আমেরিকায় বিমান পরিচালনার সুযোগ পাবে। এছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বহিঃসমর্পণ চুক্তি, Agreement on Scientific and Technological Cooperation এবং Counter Terrorism চুক্তির ব্যাপারে কাজ এগিয়ে চলছে। জাতীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও কৌশলগত স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ডিফেন্স বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যকার প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।
- কানাডার সঙ্গে Air Transport Agreement, Foreign Investment Promotion and Protection Agreement (FIPA) চুক্তিগুলো অতি দ্রুত স্বাক্ষরের বিষয়ে নিরলস কাজ করছে অত্র অনুবিভাগ।
- বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর সঙ্গে Agreement on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters সম্পাদনের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।

সংলাপ ও বৈঠক

- ৮ম বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সংলাপ গত ০৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ভিডিও টেলিকনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। এ সংলাপে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ, পেশাগত উৎকর্ষতা, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, সমুদ্র নিরাপত্তা, মানবিক সহায়তা প্রদান প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হয়।
- ০৯ মে ২০২১ তারিখে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে US-Bangladesh Business Council-এর প্রতিনিধিদলের একটি মতবিনিময় সেশনের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সেশনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগত প্রতিনিধিদলকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় খাতসমূহে বিশেষ করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের বিনিয়োগের আহ্বান জানান।
- ১৭ এবং ১৮ মে ২০২২ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইতে ৯ম যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।
- ০২ জুন ২০২২ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ২য় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র High level Economic Consultations অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্টের (টিকফা) ৬ষ্ঠ সভা ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্যের অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলা দিয়ে তৈরি

পোশাকের উৎপাদন বণ্টন, বানিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়ন, মেধাস্বত্ব অধিকার, গুণগত সার্টিফিকেশন অবকাঠামোর জন্য প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, শ্রম বিষয় এবং আইডিএফসি অর্থায়ন।

কোভিড ১৯:

- করোনা মহামারি মোকাবিলায় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব দূর করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন আমেরিকাস উইং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ও মেক্সিকোর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। করোনাকালীন বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান এবং করোনা পরবর্তী সময়ে গৃহীতব্য কার্যাবলী সম্পর্কে বিদেশস্থ সকল বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং তারা সে অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সমবেদনা জানিয়ে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রধানত তৈরি পোশাক শিল্প ও রেমিট্যান্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে করোনার ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য একযোগে কাজ করার আশ্বাস ব্যক্ত করে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মাঝে পত্রের আদান প্রদান হয়। এছাড়াও করোনার কারণে আমেরিকায় আটকে পরা বাংলাদেশীদের ফিরিয়ে আনার জন্য আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে দুইটি এবং কানাডা থেকে একটি চার্টার ফ্লাইট পরিচালনা করা হয় ও ৫৪৬ জন বাংলাদেশীদের ফিরিয়ে আনা হয়। একইভাবে বাংলাদেশে আটকে পরা আমেরিকার ও কানাডার নাগরিক ও গ্রিনকার্ডধারীদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার আটটি চার্টার ফ্লাইট পরিচালনা করা হয় এবং ৩৩০৪ জন আমেরিকার ও কানাডার নাগরিক ও গ্রিনকার্ডধারীদের পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, গত মে ২০২০ এ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সমন্বয়ে বাংলাদেশ থেকে ৬.৫ মিলিয়ন পিপিই যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয় যাকে চিকিৎসা সামগ্রীসহ ঔষধ রপ্তানীর একটি নতুন বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা করবে বলে প্রতীয়মান হয়।
- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে গৃহীত বৈশ্বিক উদ্যোগ' কোভ্যাক্স অ্যাডভান্স মার্কেট কমিটমেন্ট'-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ১০ কোটিরও বেশি ভ্যাকসিন প্রদান করেছে।

'Trafficking in Persons' রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান

- বিগত ৪ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর 'Trafficking in Persons'–প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ২০২০ এর পূর্বের প্রতিবেদনগুলোতে বাংলাদেশকে Tier 2 Watchlist এ রাখা হলেও বাংলাদেশ সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টা প্রদর্শন করায় বাংলাদেশ টায়ার ২-তে উন্নীত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সভা, সেমিনার, কনফারেন্স সংক্রান্ত

বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়মিত ও বিশেষ সভাতে শীর্ষ ও মন্ত্রী পর্যায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। বিগত চার বছরে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার সভায় বাংলাদেশের উচ্চ পর্যায়ের অংশগ্রহণের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

CICA

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ১৫ জুন ২০১৯ তারিখে তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে-তে অনুষ্ঠিত Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA)- এর ৫ম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে আশ্রিত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সীমাহীন দুর্ভোগের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিশ্বনেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাজিকিস্তানে সিআইসিএ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য Navruz Palace এ পৌঁছাল তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্ট Emomali Rahmon তাঁকে স্বাগত জানান (১৫ জুন ২০১৯)

- ১২-১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখ কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় Sixth CICA Summit-এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। সিকার সফল ৩০ বছর পূর্তিতে সিকার সকল সদস্যরাষ্ট্রের রাষ্ট্র/সরকার প্রধানদেরকে যার যার সরকারের ধরন মোতাবেক CICA Anniversary Medal ক্যাটাগরী-A তে ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সরকার প্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ পদক অর্পণ করা হয়।

ASEAN Regional Forum (ARF)

- মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ০২ আগস্ট ২০১৯ তারিখে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ASEAN Regional Forum-এর ২৬তম বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

কম্বোডিয়ার সিনিয়র মিনিস্টার Oknha Datuk Dr. Othsman Hassan এর সাথে নম পেনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন সাক্ষাৎ করেন (৫ আগস্ট ২০২২)

- ০৪-০৬ আগস্ট ২০২২ তারিখে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন-এ অনুষ্ঠিত ২৯তম ARF Meeting-এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন।

ASEM

- মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি ১৫-১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ ASEM Foreign Ministers' Meeting-এ ৫ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ০৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ কর্তৃক চতুর্দশ ASEM Finance Ministers' Meeting (ASEM FinMM14) আয়োজিত হয়।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি ১৫-১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ ASEM Foreign Ministers' Meeting-এ বক্তৃতা করেন

OIC

- ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ২ দিন ব্যাপী 'Second Brainstorming Session on Comprehensive Reform of the OIC' এর উদ্বোধন করেন। এতে ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, ওআইসি সদর দপ্তর এবং ওআইসি-র অঙ্গসংগঠনসমূহ হতে ১০০ এর অধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে আইনী প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের জন্য ওআইসির উদ্যোগের পাশাপাশি গাম্বিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। গাম্বিয়ার মাননীয় বিচারমন্ত্রী ও এটর্নী জেনারেল H.E. Dawda A. Jallow আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক গণহত্যা এবং অন্যান্য মানবাধিকার বিষয়ক আইনগুলোর নিরিখে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের লক্ষ্যে তাঁর দেশের অবস্থান তুলে ধরেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে '2nd Brainstorming Session on Comprehensive Reform of the OIC'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

- বাংলাদেশের যুব সমাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০ সালে বাংলাদেশকে OIC Youth Capital-২০২০ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখে ঢাকায় বছরব্যাপী এই উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন। OIC সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হতে ১৫০ জন যুব প্রতিনিধি উক্ত সম্মেলনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মসূচির আওতায় ১০ জন প্রতিযোগীকে Bangabandhu Youth Award প্রদান করা হয়। এই প্রোগ্রামে বিশ্বের ৭৫টি দেশ হতে প্রায় ২০০ এর অধিক অংশগ্রহণকারী 'Resilient Youth Leadership Summit-এ অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ এর ভার্চুয়াল উদ্বোধনে বক্তৃতা করেন (২৭ জুলাই ২০২০)

Commonwealth

- ২২-২৫ জুন ২০২২ তারিখে রুয়ান্ডার কিগালিতে কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের ২৬তম শীর্ষ সম্মেলন Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM-2022)-এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের ৮ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকার, রুয়ান্ডা সরকার, সূচনা ফাউন্ডেশন এবং ব্রিটিশ এশিয়ান ট্রাস্ট এর সমন্বিত উদ্যোগে আয়োজিত 'Rethinking Mental Health: A Commonwealth Call to Empower, Care and Transport' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের মানসিক স্বাস্থ্য ও অটিজম বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা মিজ সায়মা ওয়াজেদ সূচনা ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে একটি কী-নোট পেপার উপস্থাপন করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী CHOGM-2022-এর সাইডলাইনে জ্যামাইকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ডোমেনিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অস্ট্রেলিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

BIMSTEC

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (BIISS)-এর যৌথ উদ্যোগে ৩০-৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখে ঢাকায় 'Second Meeting of the BIMSTEC Track 1.5 Security Dialogue Forum' আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারীগণ Threat of Terrorism, Maritime Security, Nontraditional Security Threats, Disaster Management and Humanitarian Assistance and Disaster Response (HADR) বিষয়ক ০৪টি সেশনে বিমসটেক অঞ্চলের সদস্য দেশসমূহের সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক বিভিন্ন নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং উক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সন্ত্রাসবাদ দমনে অভিজ্ঞতা বিনিময়, সদস্য দেশসমূহের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান, তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার, প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।
- বাংলাদেশ ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বিমসটেক ওয়ার্কিং গ্রুপের ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সংক্রান্ত দ্বিতীয় সভা (Second Meeting on the BIMSTEC Working Group on Trade Facilitation) আয়োজন করে। এই সভায় বিমসটেক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য সহযোগিতা নিয়ে কার্যকর আলোচনা হয় এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে একটি কৌশলগত কাঠামো প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ৩০ মার্চ ২০২২ তারিখে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে পঞ্চম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন (5th BIMSTEC Summit) অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সম্মেলনে ৪টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়–

ক. বিমসটেক সনদ (BIMSTEC Charter)

খ. বিমসটেক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ফৌজদারি অপরাধভিত্তিক আইনি সহায়তা বিষয়ক কনভেনশন (BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

গ. বিমসটেক টেকনোলজি ট্রান্সফার ফ্যাসিলিটি স্থাপন সংক্রান্ত সংঘ স্মারক (MoA on BIMSTEC Technology Transfer Facility)

ঘ. বিমসটেক সদস্য দেশগুলোর কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক (MoU on Mutual Cooperation in the field of Diplomatic Training)

মাননীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে শ্রীংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন (৩০ মার্চ ২০২২)

SAARC

- SAARC Agriculture Centre ৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে '38th SAARC Charter Day' উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষ্যে SAC কর্তৃক ঢাকাস্থ BARC Complex এ 'Transforming Agri-food Szstems in South Asia: Ensuring Sustainability from a Climate Change Perspective' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়।

D-8

- ০৫-০৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে '১০ম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন' ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে দশম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে দশম ডি-৮ সামিটে বক্তৃতা করেন (৮ এপ্রিল ২০২১)

নেতৃত্ব প্রদান করেন। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট, ইরানের প্রেসিডেন্ট, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, মিশরের প্রধানমন্ত্রী এবং নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী উক্ত শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও, বিশেষ অতিথি হিসেবে OIC-এর সহকারী-সেক্রেটারি জেনারেল, Islamic Development Bank-এর সহ-সভাপতি, D-8 CCI- এর চেয়ার এবং D-8 Youth-এর চেয়ার উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন। ডি-৮ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে 'Dhaka Declaration 2021' ও 'Decennial Roadmap for 2020-2030' চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি ১৯তম ডি-৮ কাউন্সিল অব মিনিস্টারস এবং ৪৩তম ডি-৮ কমিশন যথাক্রমে ০৭ এপ্রিল ২০২১ এবং ০৫-০৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়।

- ২৫-২৬ জুলাই ২০২২ তারিখে '45th Session of the D-8 Commission' এবং ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে '20th Session of the Council of Ministers' ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ডি-৮ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে সাফল্য ও অর্জনসমূহ

বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে বাংলাদেশ সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেছেছে। এছাড়া, বিভিন্ন পর্যায়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিব, জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধিগণ সক্রিয় অংশগহণের মাধ্যমে বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ:

২০১৯

- ২৩-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশন ও উচ্চ পর্যায়ের সভাসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। মূল সভা, সাইড ইভেন্ট ও সম্মাননা মিলিয়ে পাঁচ দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বমোট ১৩টি সভা এবং ০৯টি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেন। এছাড়া, Wall Street Journal, The Washington Post ও ভয়েস অব আমেরিকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। অধিবেশনকালে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শীর্ষ পর্যায়ের সভা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের সভা এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সকল ক্ষেত্রে

বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত নানা উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও প্রত্যাশার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। এছাড়া, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মিয়ানমারকে অধিকতর আন্তরিকতা প্রদর্শন, রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে এবং মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নির্যাতনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান।

- অধিবেশনের সাইডলাইনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'Rohingya Crisis: A Way Forward' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের সাইড ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যার আশু ও স্থায়ী সমাধানে নতুন করে তাঁর ৪-দফা প্রস্তাবনা পেশ করেন যা পরবর্তীতে সাধারণ বিতর্ক পর্বে পুনর্ব্যক্ত হয়।

২০২০

- ২১ সেপ্টেম্বর হতে ০২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশন ও উচ্চ পর্যায়ের সভাসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মূল সভা ও সাইড ইভেন্টসহ ৭টি সভায় পূর্বে ধারণকৃত বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া CVF-এর সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ কর্তৃক Global Center on Adaptation (GCA)-এর সঙ্গে মিলিতভাবে আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সাইড ইভেন্টে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ক পর্বে পূর্বধারণকৃত বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে কোভিড-১৯ দমনে বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম, বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রা, এসডিজি বাস্তবায়ন, অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু পরিবর্তন, লিঙ্গ সমতা, শিশু অধিকার, বিশ্বশান্তি, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ দমন, নারী উন্নয়ন, রোহিঙ্গা সমস্যা ও বহুপাক্ষিকতাবাদের আবশ্যকতার বিষয়সমূহ তুলে ধরেন।

২০২১

তারিখে ২০-২৮ এর ২০২১ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশন ও উচ্চ পর্যায়ের সভাসমূহে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বমোট ১০টি সভা এবং ০৮টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেন। সাধারণ পরিষবক্তৃতার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহুপাক্ষিকতার প্রতি বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি অংশীদারিত্বভিত্তিক উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করার মাধ্যমে ভ্যাক্সিন বৈষম্য দূরীকরণের জন্য জাতিসংঘকে আহ্বান জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাধারণ বিতর্ক পর্বে কোভিড-১৯ টিকার সর্বজনীন প্রাপ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং টিকা বৈষম্য দূরীকরণের পক্ষে জোরালো দাবি জানান। কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনকে অবিলম্বে 'বৈশ্বিক সম্পদ' হিসেবে ঘোষণা করার উপরও তিনি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণ করে চলমান মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং সাফল্যগুলো তুলে ধরেন।

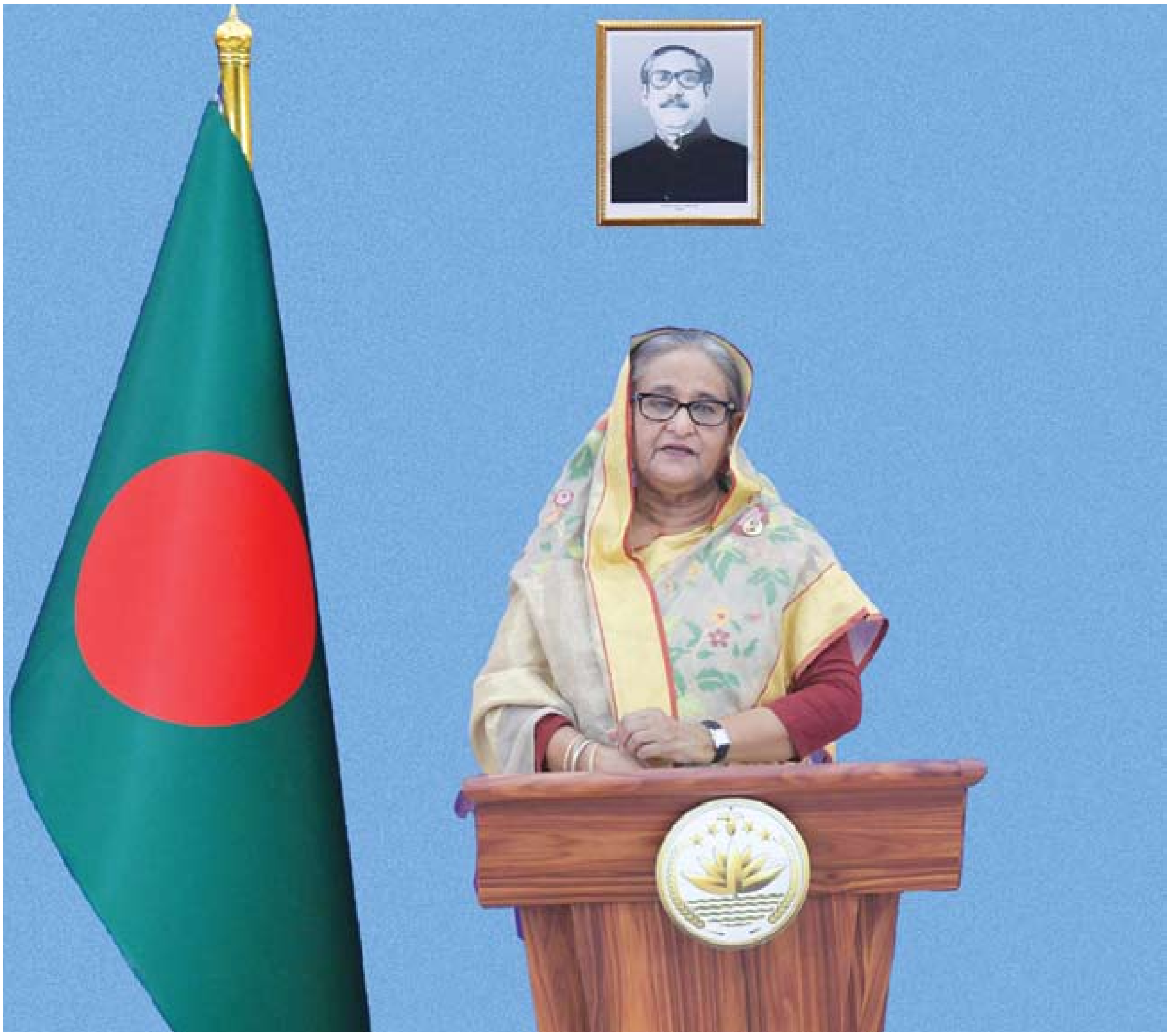

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশন উপলক্ষ্যে ভার্চুয়ালি আয়োজিত 'জাতিসংঘ ফুড সিস্টেমস সামিট ২০২১' এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পূর্বে ধারণকৃত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে ভাষণ দেন (২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১)

রোহিঙ্গা সমস্যা মিয়ানমারের সৃষ্টি এবং এর সমাধানও রয়েছে মিয়ানমারে উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে টেকসই প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর ভূমিকার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে নিম্নোক্ত বিষয়াদির উপর জোর দেন:

ক. প্রত্যাবাসনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত করা;

খ. মিয়ানমারের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করা;

গ. রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে ASEAN ভুক্ত দেশগুলোর কার্যকর ভূমিকা পালন;

ঘ. জাতিসংঘ ও উন্নয়ন সহযোগীদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে কার্যকর পদক্ষেপ ও প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন;

ঙ. রোহিঙ্গাদের উপর সংঘটিত সহিংসতা ও জাতিগত নিধন এর বিচার নিশ্চিত করতে ICJ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে চলমান প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করা।

২০২২

- ২০-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশন ও উচ্চ পর্যায়ের সভাসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনের মূল সভা ও সাইড ইভেন্ট মিলিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বমোট ০৮টি সভা এবং ১২টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেন। নিউইয়র্ক সফরকালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি অভ্যর্থনা সভায় যোগ দেন। এছাড়াও, তিনি বিভিন্ন বিদেশি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ক পর্বে বক্তব্য প্রদান করেন

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ক পর্বে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। বিশ্বে চলমান সংঘাত, কোভিড-১৯ মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিশ্ববাসী যেসকল বহুমাত্রিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে, তা মোকাবেলা করার জন্য উদ্ভাবনী সমাধান খুঁজে বের করাই ছিল এ বছরের সাধারণ অধিবেশনের সাধারণ বিতর্ক পর্বের প্রতিপাদ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে করোনা মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কারণে সৃষ্ট খাদ্য ও জ্বালানি সংকট এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির জন্য অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে অধিক পারস্পরিক সংহতি প্রদর্শন করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা-পাল্টা নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংকট ও বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়াও, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সাফল্যের কথা তুলে ধরে, অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু কার্যক্রমের প্রসারের জন্য তিনি বিশ্বনেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তির ব্যবহারে সকলের ন্যায্য ও সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত বিভাজন দূর করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সেই সঙ্গে, তিনি বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণ কার্যক্রমে বাংলাদেশের অঙ্গীকার এবং অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরেন। এছাড়াও, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করতে জাতিসংঘকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানান।

২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ক একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় বক্তব্য প্রদান করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে ভাষণ দেন (২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)

Climate Vulnerable Forum (CVF)

- ৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর তৎকালীন সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে 'CVF Leader's Event'-শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৬-২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বার্বাডোজের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে Global Leader's Group on Antimicrobial Resistance শীর্ষক অনুষ্ঠানটি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ জুলাই ২০২১ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে '1st V20 Climate Vulnerable Finance Summit' উদ্বোধন করেন। CVF দেশগুলোর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ, জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেজ, Global Centre on Adaptation এর চেয়ার বান কি-মুন, v-20 দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীগণ, G-7 ও G-20 ভুক্ত দেশগুলোর মন্ত্রী ও প্রতিনিধিগণ, International Financial Institutions (IFIs) ও Multilateral Development Bank (MDBs)-এর প্রধানগণ এবং অন্যান্য অংশীদারগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।
- ০২ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'CVF COP26 Leaders' 'Dialogue' শীর্ষক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে সিভিএফ আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করায় এই সম্মেলনে আরও ৭টি দেশ সিভিএফ করে যোগদানে। ফলে বাংলাদেশের সভাপতিত্বে ফোরামটির সদস্য সংখ্যা বেড়ে ৫৬ তে দাঁড়ায়। এ সভায় বাংলাদেশের সভাপতিত্বে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে প্রশমন, অভিযোজন ও অর্থায়নের লক্ষ্যে আহ্বান জানিয়ে 'Dhaka-Glasgow Declaration' গৃহীত হয়।
- ২৫ মে ২০২২ তারিখে হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত 'Climate Vulnerable Forum (CVF) Presidency Handover Ceremony'-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর সভাপতিত্ব ঘানার মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট হস্তান্তর করেন।

IOM

- ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM)-এর যৌথ উদ্যোগে 'Human Mobility in the context of Climate Change: Building a Common Narrative and Action Pathway' শীর্ষক Policy Dialogue আয়োজিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM)-এর উপ-মহাপরিচালকসহ জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
- ১৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে COP27-এর সাইডলাইনে মিশরের শার্ম আল শেখ-এ বাংলাদেশ সরকার, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এবং ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম CVF-এর যৌথ উদ্যোগে 'Human Mobility in the Context of Climate Change: Towards a Common Narrative and Action Pathway' শীর্ষক সাইড-ইভেন্ট

আয়োজিত হয়। উক্ত ইভেন্টে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। এ সময় তিনি জলবায়ু শরণার্থী সমস্যার বিস্তৃতির মাত্রা উপলব্ধি করে সকল বৈশ্বিক আলোচনায় বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে, আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব বাড়াতে এবং এ সংকট মোকাবিলায় দ্রুত পৃথক অর্থায়ন/ফান্ড তৈরির জন্য বিশ্বনেতাদের আহ্বান জানান।

- গত ১১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বাংলাদেশ সরকার ও Global Center on Adaptation-এর যৌথ উদ্যোগে 'Global Hub on Locally Led Adaptation'-এর launching অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উক্ত Global Hub উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে GCA এর সভাপতি ও জাতিসংঘের ৮ম মহাসচিব বান কি মুন এবং GCA এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রফেসর ড. প্যাট্রিক ভার্কুইজেন উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজারবাইজানে ১৮তম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনস্থল বাকু কংগ্রেস সেন্টারে পৌঁছালে সে দেশের প্রেসিডেন্ট Ilham Aliyev তাঁকে স্বাগত জানান (২৫ অক্টোবর ২০১৯)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজারবাইজানে ১৮তম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনস্থল বাকু কংগ্রেস সেন্টারে মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন (২৫ অক্টোবর ২০১৯)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজারবাইজানে ১৮তম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনস্থল বাকু কংগ্রেস সেন্টারে প্লেনারি সাধারণ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন (২৬ অক্টোবর ২০১৯)

ন্যাম শীর্ষ সম্মেলন

- গত ২৫-২৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত ‘১৮তম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলন’-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন। সম্মেলন চলাকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫টি দেশের রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সাফল্যসহ দারিদ্র্য দূরীকরণ, চিকিৎসা সেবা, নারী উন্নয়ন, লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের সাফল্যের বিষয়টি তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উল্লেখ করে সন্ত্রাস, উগ্রপন্থা, মাদক পাচার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তাঁর বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা এবং রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানানো হয়।
- গত ২০ মে ২০২২ তারিখে জাতিসংঘের ‘First High Level meeting of the Global Crisis Response Group’ শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের মহাসচিবের আমন্ত্রণে এই গোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপের ‘চ্যাম্পিয়ন’ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলোতে সৃষ্ট খাদ্য, জ্বালানি এবং আর্থিক সংকট মোকাবিলায় সহায়তা করার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের নেতৃত্বে গত এপ্রিল ২০২২ মাসে Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance (GCRG) গঠন করা হয়। বিশ্বে সৃষ্ট খাদ্য, জ্বালানি এবং আর্থিক সংকট প্রতিরোধ এবং প্রশমিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ঐকমত্য তৈরিতে উক্ত ক্রাইসিস গ্রুপের চ্যাম্পিয়নবৃন্দ কাজ করবেন। বিশ্বের এই সংকটকালে গঠিত এ ক্রাইসিস গ্রুপে জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ‘চ্যাম্পিয়ন’ হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো মূলত বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থা এবং বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতারই বহিঃপ্রকাশ।

জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নির্বাচনে বাংলাদেশের জয়লাভ

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে দৃঢ় সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের বহুপাক্ষিক কূটনীতির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। পরিবর্তনশীল বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সদা সচেষ্ট। উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদর্শিত শান্তিকেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতামূলক মনোভাব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্ব এবং বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকার ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। এরই প্রতিফলনস্বরূপ বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ লাভ করেছে।

- বাংলাদেশ ২০১৯ সালের মে মাসে United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)-এর অন্তর্গত Statistical Institute for Asia and the Pacific (SIAP)-এর গভর্নিং কাউন্সিলের ২০১৯-২২ মেয়াদে সদস্য নির্বাচিত হয়। এছাড়া, পৃথক আর একটি নির্বাচনে বাংলাদেশ ESCAP-এর একটি সংস্থা Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management (APDIM)-এর গভর্নিং কাউন্সিলেরও ২০১৯-২২ মেয়াদে তিন বছরের জন্য সদস্য নির্বাচিত হয়।
- ১৪ জুন ২০১৯ তারিখে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)-এর ২০২০-২২ মেয়াদে নির্বাচনে বাংলাদেশ ১৯১ ভোটের মধ্যে ১৮১ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে। বাংলাদেশ তিন বছরের জন্য জাতিসংঘের এই পরিষদে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। বিপুল ভোটে এই নির্বাচনে জয়লাভ মূলত বাংলাদেশের বিগত কয়েক বছরে অসাধারণ আর্থসামাজিক উন্নয়নের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।
- ১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সর্বসম্মতিক্রমে ইউনিসেফের নির্বাহী বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ২০১৯-২০২১ মেয়াদে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে নির্বাহী বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।
- ১২ জুন ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ক্লাইমেট অ্যাডাপটেশন এন্ড রেজিলিয়েন্স বিষয়ক গ্রুপ অব ফ্রেন্ডস এর স্টিয়ারিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে যোগ দেয়। এছাড়াও, ২৩ জুন ২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ মহামারি থেকে টেকসই পুনরুদ্ধারের জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করতে গঠিত জাতিসংঘের দারিদ্র্য নির্মূল জোটে যোগদান করে বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)/জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)/জাতিসংঘ প্রকল্প সেবাসমূহের কার্যালয় (ইউএনওপিএস) এর নির্বাহী বোর্ডের ২০২১-২০২৩ মেয়াদে সদস্য নির্বাচিত হয়।
- ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ইউএনডিপি/ইউএনএফপিএ/ইউএনওপিএস এর নির্বাহী বোর্ডের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ এবং এর নির্বাহী বোর্ডসমূহের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে বাংলাদেশ একসঙ্গে কাজ করছে, এরফলে যে সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এই নির্বাচনসমূহে জয়লাভ তারই প্রতিফলন।
- বাংলাদেশ ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে আইভরি কোস্টের আবিদজানে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (Universal Postal Union) এর Council of Administration (CA) এর ২০২১-২০২৪ মেয়াদের নির্বাচনে ১২৯ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে। ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নে ১৯৭৩ সালের পর হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ৭ বার CA এর সদস্যপদে নির্বাচিত হয়েছে।

- বাংলাদেশ ০২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে World food Programme (WFP) এর নির্বাহী বোর্ডের ২০২২-২০২৩ মেয়াদে সদস্য নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ WFP এর পাশাপাশি রোমে অবস্থিত জাতিসংঘের অন্য দুটি সংস্থা: Food and Agriculture Organization (FAO) এবং International Fund for Agricultural Development (IFAD)-এ যথাক্রমে ২০২২-২০২৪ এবং ২০২০-২০২২ মেয়াদে নির্বাহী বোর্ডের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়াও, ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গত ২৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে Food and Agriculture Organization (FAO) কাউন্সিলের সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।
- বাংলাদেশ গত ১১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে ৫ম বারের মতো জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশের জয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ নির্বাচনের ফলে বাংলাদেশ জাতিসংঘে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে।

রোহিঙ্গা সমস্যা

- গত ১১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-এর ৫৭টি দেশের পক্ষ হতে গাম্বিয়া জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের গণহত্যাবিষয়ক কনভেনশন (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)-এর আওতায় রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে International Court of Justice (আন্তর্জাতিক আদালতে)-এ একটি মামলা দায়ের করে। মূলত বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতায় ওআইসি এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। গাম্বিয়া এই মামলায় আপাতকালীন বা সাময়িক প্রতিকার (Provisional measures) হিসেবে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায় তার মধ্যে অন্যতম হলো: অতিসত্বর মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের নির্যাতন/অত্যাচার বন্ধ করা এবং রাখাইনে সংঘটিত গণহত্যার তথ্য-প্রমাণ যাতে নষ্ট না হয় তার নিমিত্ত রাখাইনে সকল কার্যক্রম বন্ধ করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ফোরামে অবিরত জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথমবারের মত 'মিয়ানমারের পরিস্থিতি' বিষয়ক একটি রেজুল্যুশন গৃহীত হয়। মিয়ানমারের বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জরুরি অবস্থা, বন্দি মুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের মাধ্যমে রেজুল্যুশনটিতে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং জোর প্রচেষ্টা অব্যহত রাখে। বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী ও অস্থায়ী

বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে এবং বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যাতে রেজুল্যুশনে অন্তর্ভুক্ত হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করে। এর ফলে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টায় সফল হল বাংলাদেশ।

- রোহিঙ্গা ইস্যুতে ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, এবং ২০২০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি করে রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়। এছাড়া, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৪৭তম, ৪২তম, ৪০তম অধিবেশনে রোহিঙ্গা ইস্যুতে তিনটি রেজুল্যুশন গৃহীত হয়। এ সকল রেজুল্যুশনসমূহ প্রক্রিয়াকরণ, উপস্থাপন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশনসমূহ জোরালো ভূমিকা পালন করে।
- গত ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখে বাংলাদেশে সাময়িকভাবে আশ্রিত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার লক্ষ্যে 5th Joint Response Plan (JRP-2022) Gi launching event ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে রোহিঙ্গা সংকটের সময় বাংলাদেশে তাদের সাময়িকভাবে আশ্রয়দানের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখপূর্বক এ সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন যে, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে টেকসই প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে এ সঙ্কটের সমাধান নিশ্চিত করা আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সম্মিলিত দায়িত্ব।
- ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে 'মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি' শীর্ষক রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এবারের রেজুলেশনে 'রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বার্ডেন শেয়ারিং' নীতির আওতায় যাতে জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহ বাংলাদেশে মানবিক আশ্রয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখে সে আহ্বানও জানানো হয়েছে। রেজ্যুলেশনটিতে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিভিন্ন দেশের সমর্থন আদায়ে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

মানবাধিকার, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে সাফল্য ও অবদান

মানবাধিকার ও গণতন্ত্র:

- জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাশেলেট গত ১৪-১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। ১৯৯৩ সালে মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় প্রতিষ্ঠার পর জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক কোনো হাইকমিশনারের এটিই প্রথম সফর। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয়

পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এছাড়াও, তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, বাংলাদেশস্থ বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের কূটনীতিকবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জাতিসংঘের হাইকমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহামারি সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়ন, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের অর্জনের কথা তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানের ফলে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়ার বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেন। হাইকমিশনার মিশেল ব্যাশেলেট Human Rights Treaty Bod তে বাংলাদেশের নিয়মিত প্রতিবেদনের প্রশংসা করেন এবং এটিকে আরও সহজ করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেন। তিনি বাংলাদেশে জাতিসংঘের বেশ কিছু special rapporteur এর সম্ভাব্য সফরের পাশাপাশি ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর) সুপারিশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে ইতিবাচকভাবে উল্লেখ করেন। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের অবদানের কথা স্বীকার করে তিনি মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের জন্য জাতিসংঘের অব্যাহত প্রচেষ্টার আশ্বাস দেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার Michelle Bachelet সাক্ষাৎ করেন (১৭ আগস্ট ২০২২)

- বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও নির্বাচন বিষয়ে বিভিন্ন অপপ্রচার মোকাবিলার লক্ষ্যে গত ১৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ঢাকাস্থ বিদেশি কূটনীতিকগণের উপস্থিতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত একটি কূটনৈতিক ব্রিফিং-এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ব্রিফিং-এ মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী, মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) উপস্থিত ছিলেন।

- গত ১১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে 'Promotion and Protection of Human Rights: Bangladesh Perspective' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে মাননীয় আইনমন্ত্রী প্রধান অতিথি এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

- জাতিসংঘের Special Rapporteur on Trafficking in Persons, especially Women and Children Ms. Siobhan Mullaly গত ৩১ অক্টোবর–০৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী, অ্যাটর্নি জেনারেল, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব), আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জননিরাপত্তা বিভাগ মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং কোস্ট গার্ড বাংলাদেশ এর মহাপরিচালকসহ প্রভৃতি সরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি তিনি ঢাকার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন ছাড়াও কক্সবাজার ও সিলেট সফর করেন। অধিকন্তু তিনি কক্সবাজারস্থ রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করা ছাড়াও তিনি মানবপাচারের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য সরকার পরিচালিত কতিপয় শেল্টার হোম পরিদর্শন করেন। তিনি মানবপাচার রোধে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন, দেশের আইনি ও নীতিগত কাঠামো শক্তিশালীকরণ, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের জন্য সরকারের প্রশংসা করেন।

- জাতিসংঘের Independent Expert on the Enjoyment of all Human Rights by Older Persons Ms. Claudia Mahler গত ০৭-১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং আইন ও বিচার বিভাগ এর সচিব, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অধিকন্তু, তিনি বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, চিকিৎসক ও হাসপাতাল পরিচালনাকারী, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি তিনি ঢাকা, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও চট্টগ্রাম সফর করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত 'জাতীয় বয়স্ক ব্যক্তি নীতি-২০১৩' এর ভূয়সী প্রশংসা করে একে দেশে বয়স্ক ব্যক্তিদের মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সবচেয়ে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। তিনি কোভিড-১৯ এর টিকা প্রদানে ৫০ বছরের বেশি বয়সের ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদান করায় সরকারের প্রশংসা করেন। তিনি এসময় বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বিশেষ চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে দেশে জেরিয়াট্রিক সেবার সুযোগ আরও বেশি বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ জানান।

শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবদান

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূল ভিত্তি 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'International Year of Dialogue as a Guarantee of Peace, 2023' শীর্ষক রেজুলেশনের ১৪তম অনুচ্ছেদে সন্নিবেশ করা হয়। গত ৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিশ্ব মানবতা ও বিশ্ব শান্তির অন্যতম প্রবক্তা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক এই দর্শন এবারই প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের কোন রেজুলেশনে সন্নিবেশিত হলো। অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ (Recognizing the importance of combating poverty, hunger, disease, illiteracy and unemployment, and emphasizing that friendship to all and malice towards none, in the spirit of constructive cooperation, dialogue and mutual understanding, will help to achieve these objectives)"।
- ১৯৯৯ সাল থেকে বাংলাদেশ প্রতি বছর বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'শান্তির সংস্কৃতি' শীর্ষক রেজ্যুলেশন উত্থাপন করে আসছে যা বরাবরই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে থাকে। ২০১৯ সালে উক্ত রেজ্যুলেশন গ্রহণের ২০ বছর পূর্ণ হয়। বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই রেজ্যুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।
- বাংলাদেশ বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে। বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার এর প্রতিফলনস্বরূপ বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। অতি দ্রুত ও সর্বনিম্ন সময়ে সৈন্য মোতায়েন ও সরঞ্জমাদি সরবরাহের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ আজ একটি বিশ্বস্ত নাম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের কার্যকর ও বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।
- শান্তিরক্ষার পাশাপাশি শান্তিবিনির্মাণেও বাংলাদেশ জাতিসংঘে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের চেয়ারের দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও, ২০২১ সালে বাংলাদেশ 'জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ তহবিলে' পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করে।
- ২০২০ সালে জাতিসংঘ মহাসচিবের 'Women, Peace and Security' থিম এর অধীন বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন কান্ট্রি ঘোষণা করা হয়। ২০১৯ সালে জাতিসংঘের রেজুল্যুশন ১৩২৫ বাস্তবায়নে নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে বাংলাদেশ একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধে নারীদের বৃহত্তর ভূমিকা নিশ্চিত করবে বলে আশা করা যায়।
- বাংলাদেশ ২০১৯ সালে UN Women Ges Canada-এর উদ্যোগে গঠিত Elsie Initiative Fund-এর Steering Committee এর সদস্য হয়। এই ফান্ড এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও বাংলাদেশ পুলিশের পৃথক দুটি প্রকল্প

বাস্তবায়িত হবে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে প্রতিরক্ষা বাহিনী ও পুলিশ হতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নারীদের অংশগ্রহণে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ দূরীকরণে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করাই এই ফান্ডের লক্ষ্য।

- তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২৯ মে ২০২০ তারিখ জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস ২০২০-এ বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে একসেট স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত করা হয়। এছাড়াও, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের বহন করতে ২০২১ সালে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাবাহী বিমান–বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট চার্টার করে জাতিসংঘ সদরদপ্তর। এটি একটি মাইলফলক। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের মাধ্যমে জাতিসংঘ সদরদপ্তরের সঙ্গে বিমান চার্টার্ডসংক্রান্ত এই চুক্তি স্বাক্ষর, সার্বিক সমন্বয় ও নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে।

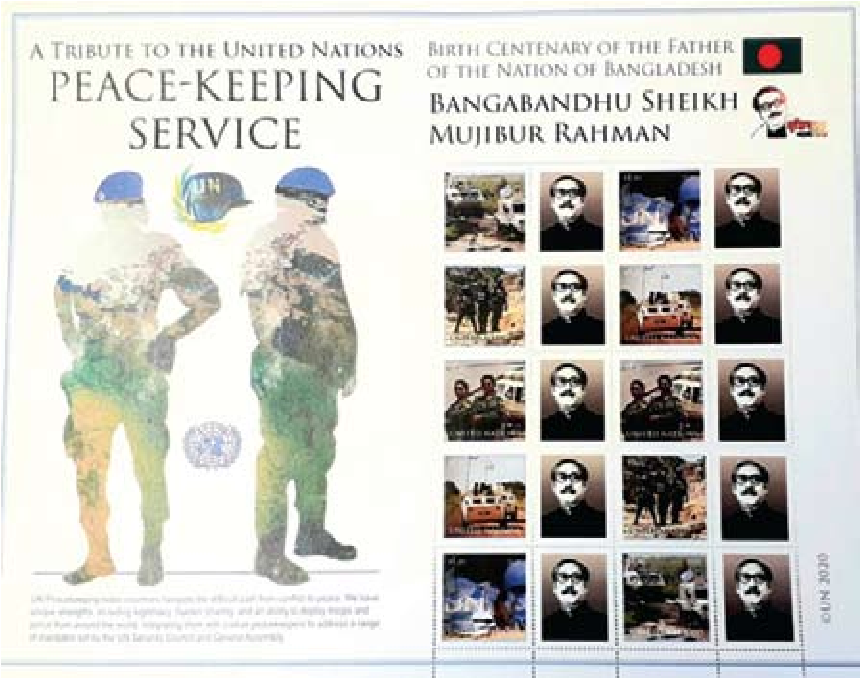

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস ২০২০-এ বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে অবমুক্তকৃত স্মারক ডাকটিকেট

- বাংলাদেশের অব্যাহত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে (UNMISS) বাংলাদেশ হতে ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার ও সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হয়। ১০ জুলাই ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশসমূহের Chief of Defence Network-এর সভায় মূল আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও, ২০১৯ সালে বাংলাদেশ Chief of Force Generation Service-পদ লাভ করে।
- প্রতি বছর ২৯ মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও বাংলাদেশ পুলিশের যৌথ আয়োজনে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায়, গত ২৯ মে ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও বাংলাদেশ পুলিশের যৌথ আয়োজনে দিবসটি উদ্‌যাপনের প্রথম পর্বে সকালে একটি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শহিদ ও আহত শান্তিরক্ষীদের সম্মাননা প্রদান করেন (২৯ মে ২০২৩)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শহিদ ও আহত শান্তিরক্ষীদের সম্মাননা প্রদান করেন (২৯ মে ২০২৩)

'Peacekeepers' Day Run' আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে, দিবসটি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালার দ্বিতীয় পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তব্য প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আহত বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীগণকে ও শহিদ সদস্যবৃন্দের পরিবারকে মাননীয় আইনমন্ত্রী বিশেষ সম্মাননা হস্তান্তর করেন। ২০২৩ সালেও দিবসটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

- বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের লক্ষ্যে সাধারণ ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রতি বাংলাদেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রতি বাংলাদেশের সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার আদর্শ উৎসারিত হয়েছে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে, যে ভাষণে বঙ্গবন্ধু 'বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা সীমিত করা এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থানে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি জোরদার করা' বিষয়ে সকলকে সমবেত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পারমানবিক

অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি, পারমানবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ চুক্তি, রাসায়নিক অস্ত্রবিষয়ক সমঝোতা, জীবাণু অস্ত্রবিষয়ক সমঝোতা, রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা, ব্যাপক ভিত্তিক পারমানবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি, অস্ত্র-বাণিজ্য চুক্তিসহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল প্রধান নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি ও পদক্ষেপের সঙ্গে বাংলাদেশ যুক্ত রয়েছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ 'Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons'-এ অনুস্বাক্ষর করে। বাংলাদেশ ২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। বাংলাদেশ এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রথম ৫০টি দেশসমূহের একটি যা নিরস্ত্রীকরণের প্রতি আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় শুরু থেকেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। উদ্ভূত মহামারি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার নিজের দেশের জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রসমূহে, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে খাদ্য, ঔষধ, চিকিৎসামগ্রীসহ বিভিন্ন সম্পদ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে বৈশ্বিক দায়িত্ব পালনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। মহামারির এ কঠিন বাস্তবতায় বিশ্বব্যাপী Global Health, COVID Diplomacy, Pandemic politics, vaccine diplomacy-এর মতো নতুন নতুন বিষয়সমূহের অবতারণা হয়েছে যা বৈশ্বিক কূটনীতির অঙ্গনে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কূটনীতির এই নতুন পরিসরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রিসোর্স শেয়ারিং এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায়, বিগত বছরগুলোতেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশে ৮ মার্চ ২০২০ তারিখ প্রথম করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ায় এবং সংক্রমণ আরও ব্যাপকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লে ১১ মার্চ ২০২০ তারিখ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক কোভিড-১৯-কে মহামারি হিসেবে ঘোষণা করার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে করোনা সেল গঠন করা হয়। করোনা মহামারি মোকাবিলায় ২০২০-২০২২ সাল পর্যন্ত করোনা সেলের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ:

'২০২২ গ্যাভি কোভ্যাক্স এএমসি সামিট: ব্রেক কোভিড নাও' শীর্ষক ভার্চুয়াল সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ: ৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে জার্মানি এবং ভ্যাকসিন অ্যালায়েন্স গ্যাভি আয়োজিত '২০২২ গ্যাভি কোভ্যাক্স এএমসি সামিট: ব্রেক কোভিড নাও' শীর্ষক ভার্চুয়াল সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। সভায় তিনি বিশ্বব্যাপী ভ্যাকসিন সমতা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশেষ মনোযোগ এবং সমর্থনের আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি ভ্যাকসিনকে বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার তাগিদ দেন। করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের সফলতায় তিনি শক্তিশালী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরেন। করোনা মোকাবিলায় কোভ্যাক্স-এর অবদানের প্রেক্ষিতে, কোভিড-১৯ মহামারি জনস্বাস্থ্যের জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে সাড়া দিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাকে শক্তিশালী করতে আহ্বান জানান।

মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট এন্টনি জে ব্লিঙ্কেনের আয়োজনে কোভিড-১৯ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অংশগ্রহণ: ১০ নভেম্বর ২০২১ তারিখ মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট এন্টনি জে ব্লিঙ্কেনের আয়োজনে কোভিড-১৯ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১৯ জুলাই ২০২২, জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হায়াশি ইয়োশিমাসা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি জে ব্লিঙ্কেনের যৌথ-সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় আরেকটি ভার্চুয়াল বৈঠক, যেখানে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ কর্তৃক কোভিড-১৯ গোবাল অ্যাকশন প্ল্যান মন্ত্রীপর্যায়ের সভা কো-হোস্ট: কোভিড-১৯ মোকাবিলায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা জোরদার করতে বিশ্বব্যাপী অংশীদারদের একত্রিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসে ম্যানুয়েল আলবারেস বুয়েনো এবং বতসোয়ানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. লেমোগাং কোয়াপে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ নিউইয়র্কে যৌথভাবে কোভিড-১৯ গোবাল অ্যাকশন প্ল্যান মন্ত্রীপর্যায়ের সভা আয়োজন করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোভিড-১৯ এর মতো ভবিষ্যৎ অতিমারি সমন্বিত ও কার্যকরভাবে মোকাবিলায় একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য কৌশল প্রণয়নের ওপর জোর দেন। এছাড়া, তিনি টিকাকে 'বৈশ্বিক পাবলিক পণ্য' হিসেবে ঘোষণা করা এবং বৈষম্য ছাড়া সকল দেশের টিকা প্রাপ্তির গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেন।

COVID-19 ASEAN Response Fund-এ অনুদান প্রদান: বৈশ্বিক করোনা মহামারি মোকাবিলায় এবং ASEAN-এর Sectoral Dialogue Partner (SDP) হিসেবে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ COVID-19 ASEAN Response Fund-এ ১০,৫২৬.৩২ মার্কিন ডলার প্রদান করে।

মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট এন্টনি জে ব্লিঙ্কেনের আয়োজনে কোভিড-১৯ গোবাল অ্যাকশন প্ল্যান পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অংশগ্রহণ: মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট এন্টনি জে. ব্লিঙ্কেনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল কোভিড-১৯ গোবাল অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট সেক্রেটারি অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Yoshimasa Hayashi, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী Annalena Baerbock এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর মহাপরিচালক Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus সহ আরও ২০টি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

সার্ক নেতাদের ভিডিও কনফারেন্স: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ে ২০২০ সালের ১৫ মার্চ সার্কভুক্ত দেশসমূহের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ দক্ষিণ এশিয়ায় কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কিত একটি জরুরি ভিডিও সম্মেলনে মিলিত হন। উক্ত সম্মেলনে গঠিত 'সার্ক কোভিড-১৯ জরুরি তহবিল'-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সম্মেলনে সংক্রামক রোগ সম্পর্কিত

গবেষণা পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশে 'সার্ক মেডিকেল এন্ড পাবলিক হেলথ্ রিসার্চ ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবিত 'সার্ক মেডিকেল এন্ড পাবলিক হেলথ্ রিসার্চ ইন্সটিটিউট' বাস্তবায়নের নিমিত্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্ক অনুবিভাগ, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একসঙ্গে কাজ করছে।

কোভিড-১৯ পরিবর্তিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিবর্তিত করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণসহ বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের সঙ্গে সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বিরাজমান করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ খবর এবং স্বাগতিক দেশ কর্তৃক গৃহীত এবং গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

বিদেশি কূটনীতিক, পরিবারের সদস্য ও বিদেশি নাগরিকদের টিকা প্রদান কর্মসূচি: বাংলাদেশে বসবাসরত অথবা কর্মরত, বিদেশি নাগরিকদের টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকাস্থ দূতাবাস, মিশন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত কূটনীতিকগণ কোভিড-১৯ প্রতিরোধী টিকার সকল ডোজ সম্পন্ন করেছেন। বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশে কূটনীতিকগণ অগ্রাধিকার না পেলেও বাংলাদেশের এই কূটনৈতিক সৌজন্য বৈশ্বিক দরবারে বাংলাদেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছে এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। এছাড়াও আগস্ট ২০২১ থেকে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত কিন্তু বিদেশি পাসপোর্টধারী নাগরিকদের বৈধ NVR থাকা সাপেক্ষে আবেদন গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদের টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে শেখ রাসেল জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত কূটনীতিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বুস্টার ডোজ প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশে বসবাসরত/কর্মরত বিদেশি নাগরিকগণের বুস্টার ডোজ প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধী ভ্যাকসিন প্রদান সম্পর্কিত উদ্যোগ গ্রহণ: করোনা মহামারী থেকে উদ্ভূত অচলাবস্থার কারণে স্বাভাবিক সময়ে, স্বাভাবিক ব্যবস্থাতে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের বিদেশ যাওয়া অনিশ্চিত, শঙ্কাপূর্ণ ও প্রচণ্ড ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। তাছাড়া চীনসহ বেশ কিছু দেশ ভ্যাকসিন ব্যতীত প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করাতে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়ে। এই সমস্যার সমাধানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের সঙ্গে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ১৩ জুলাই ২০২১ তারিখ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে গমনেচ্ছুক বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধী ভ্যাকসিন গ্রহণের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ শুরু করে। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর ২০২১-এর মধ্যে অধিকাংশ দেশে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় বিধায় এটি সময়োপযোগী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ ছিল।

কোভিড-১৯ টিকা সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতি: আন্তর্জাতিক চলাচল সহজতর করা, বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর জারিকৃত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শিথিল, বিদেশগমণ সহজতরকরণ ও বাংলাদেশে আগমনেচ্ছু বিদেশি নাগরিকদের ভ্রমণ প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার করোনা টিকা সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে।

ইতোমধ্যে, বাংলাদেশ এবং ভারত, ফিলিপাইন ও লিবিয়ার মধ্যে টিকার সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতি কার্যকর হয়েছে। এছাড়াও, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টিকা সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতির বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করেছে।

কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা: সফল vaccine diplomacy-এর কারণে বাংলাদেশ বিভিন্ন উৎস থেকে বিপুল সংখ্যক ডোজ ভ্যাকসিন পেয়েছে। উক্ত টিকাগুলো টিকা কার্যক্রমে ব্যবহার করার কারণে বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত জনসংখ্যার ১০০% এরও বেশি মানুষকে সফলভাবে ২য় ডোজ টিকা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে সরকার ৫ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ প্রদানে অধিক গুরত্ব আরোপ করছে। অতিরিক্ত ভ্যাকসিনের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বিদেশস্থ মিশনসমূহের সঙ্গে কাজ করছে।

বাংলাদেশ কর্তৃক কোভিড-১৯ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি উপহার হিসেবে বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহে প্রেরণ: বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারত, নেপাল, মালদ্বীপসহ বিভিন্ন দেশে চিকিৎসাসামগ্রী, পিপিই সেট, গগলস, মাস্ক, স্যানিটাইজার, সু-কাভার, হ্যান্ড গাভস, হেড কভার ইত্যাদি প্রেরণ করা হয়। এ সকল উপহারসামগ্রী প্রেরণের মাধ্যমে একদিকে যেমন স্বাগতিক দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গভীরতর হয়েছে অপরপক্ষে বাংলাদেশী চিকিৎসাসামগ্রী এবং খাদ্যপণ্য সেসব দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রেরণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ভারত: ০৬ মে ২০২১ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১০,০০০ ভায়াল এন্টিভাইরাল রেমডিসিভির এর প্রথম চালান ভারতে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ১৮ মে ২০২১ তারিখে এসেনশিয়াল ড্রাগস কো. লিমিটেড কর্তৃক উৎপাদিত ১৮ ধরনের ঔষধের ২৬৭২টি কার্টনের ২য় চালানটি ভারতে পাঠানো হয়েছে।

চীন: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূতের কাছে চিকিৎসাসামগ্রী হস্তান্তর করেন। চিকিৎসাসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১০ লক্ষ হ্যান্ড গাভস, ৫ লক্ষ ফেস মাস্ক, ১.৫ লক্ষ ক্যাপ, ১ লক্ষ হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ৫০ হাজার সু-কভার এবং ৮ হাজার গাউন।

যুক্তরাজ্য: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ১০ মে ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যে উপহার হিসাবে ২০ কার্টন পিপিই, ৮৪ কার্টন হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং প্যাকেটজাত খাদ্যসামগ্রী প্রেরণ করা হয়।

মালদ্বীপ: বাংলাদেশের শুভেচ্ছাবার্তা হিসাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজের মাধ্যমে ২১ এপ্রিল ২০২০ প্রায় ১০০ টন ত্রাণসামগ্রী ও ঔষধ এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর C-১৩০ ফ্লাইটের মাধ্যমে ২১ এপ্রিল ও ১৭ মে ২০২০ ১৮ টন খাদ্যসামগ্রী ও ওষুধ মালদ্বীপে প্রেরণ করা হয়। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক দুই মাসের জন্য দশ-সদস্য বিশিষ্ট একটি চিকিৎসক দল মালদ্বীপে পাঠানো হয়।

ভুটান: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে জরুরি ওষুধ সহায়তা হিসাবে ১০ লাখ ইউনিট মাল্টি-ভিটামিন এবং ৫ লাখ ইউনিট ভিটামিন সি ট্যাবলেট ২৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ভুটানে পাঠানো হয়।

নেপাল: ১১ মে ২০২১ তারিখে নেপালে ৫ হাজার ভায়াল রেমডিসিভির নেপালে প্রেরণ করা হয় যার অর্থ সার্ক কোভিড আপৎকালীন ফান্ড হতে বরাদ্দ করা হয়েছে। উক্ত ফান্ড হতে ২০২০ সালে ৫০০ ভায়াল রেমডিসিভির ইনজেকশন, ২০০০ পি.পি.ই, ৫০০০ বোতল হ্যান্ড সেনিটাইজার, ১০০০ বোতল হাসপাতাল জীবাণুনাশক নেপালে পাঠানো হয় এবং ১৫ হাজার বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং ২০০০ বোতল হাসপাতাল জীবাণুনাশক এর আরেকটি চালান শীঘ্র নেপালে পাঠানো হবে।

সৌদি আরব: সরকারের পক্ষ থেকে সৌদি আরবকে ১,০০০ পিপিই সেট এবং ১১,০০০ মাস্ক প্রেরণ করা হয়।

ইন্দোনেশিয়া: ০৭ আগস্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ইন্দোনেশিয়াকে ৪০,০০০ D-Gain ক্যাপসুল, ২০০টি Favipira ট্যাবলেট, ১০০টি Simple-3 এবং Ninavir ইঞ্জেকশন উপহার দেয়া হয়।

কোভিড অতিমারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ কর্তৃক কোভিড-১৯ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি উপহার হিসেবে গ্রহণ: বিশ্বব্যাপী বিরাজমান কোভিড অতিমারি মোকাবিলায় বন্ধুপ্রতিম দেশে চিকিৎসাসামগ্রী এবং কোভিড সহায়তা প্রেরণের পাশাপাশি বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীরদের নিকট হতে উপহার হিসেবে প্রদত্ত চিকিৎসাসামগ্রী এবং কোভিড সহায়তা গ্রহণ করেছে।

ভারত: সার্ক কোভিড-১৯ জরুরি তহবিলের আওতায় ভারত মার্চ-এপ্রিল ২০২০ মেয়াদে ৩০ হাজার সার্জিক্যাল মাস্ক, ১৫ হাজার হেড কভার, এক লাখ হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ট্যাবলেট, ৫০ হাজার জীবাণুমুক্ত সার্জিকাল গাভস এবং ৩০,০০০ আরটি-পিসিআর টেস্ট কিট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিকট হস্তান্তর করে। এছাড়া, আগস্ট ২০২০-এ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১০৯টি অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বে প্রথমবারের মতো শুধুমাত্র অক্সিজেন সরবরাহের জন্য ভারত থেকে *অক্সিজেন এক্সপ্রেস* ট্রেনের মাধ্যমে ২০০ মেট্রিক টন করে দুটি চালান বাংলাদেশে এসেছে।

চীন: করোনা চিকিৎসায় সহযোগিতার জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি চীনা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদল ৮-২২ জুন ২০২০ মেয়াদে বাংলাদশ সফর করে। সরকারি এবং বেসরকারিভাবে চীন বাংলাদেশকে ১০,০০০ টেস্ট কিট, ৬০,০০০ পিপিই, ১,০০০ ইনফ্রারেড থার্মোমিটার, ৩০,০০০ সার্জিকাল মাস্ক, ৬০,০০০ রিএজেন্ট, ৫০,০০০ গগলস এবং ৯টি হাই-ফ্লো হিউমিডিফায়ার প্রদান করেছে। এছাড়া, চীন সরকার কোভিড-১৯ প্রতিরোধের লক্ষ্যে China-aided Medical Materials Project-এর আওতায় বাংলাদেশকে মেডিকেল সরঞ্জামাদি প্রদান করে আসছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট সরঞ্জামাদি চীন হতে বাংলাদেশে আনার বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে

সার্বিক সমন্বয় করছে। এছাড়া, চীন সরকার বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সাপোর্টারসহ ৮০টি ভেন্টিলেটর উপহার হিসেবে প্রেরণ করেছে। উক্ত ভেন্টিলেটর ঢাকাস্থ চীন দূতাবাস থেকে গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বেইজিংস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এবং ঢাকাস্থ চীন দূতাবাসের সঙ্গে সার্বিক সমন্বয় করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

জাপান: জাপানের প্রধানমন্ত্রী করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশকে 'The COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan'-এর মাধ্যমে ৩২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহযোগিতা প্রদান করেন। ইতোমধ্যে জাপান থেকে ২ কোটি ২০ লক্ষ ডলারের সুরক্ষাসামগ্রী ও চিকিৎসা-সরঞ্জামাদি এবং ১২,২০০টি অ্যাভিগান ওষুধ চিকিৎসা সহায়তা হিসাবে পাওয়া গেছে।

দক্ষিণ কোরিয়া: করোনা মোকাবিলায় দক্ষিণ কোরিয়া সরকার সহযোগিতার অংশ হিসাবে বাংলাদেশকে প্রায় ৮ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে প্রায় ৪.৫ লক্ষ ডলারের সমপরিমাণের টেস্টিং কিট প্রদান করেছে। বাংলাদেশে KOICA RT-PCR পরীক্ষাগার স্থাপনের জন্য ৩ লক্ষ ডলার প্রদান করেছে। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে ৫০,০০০ পিস মাস্ক, ৮টি নেগেটিভ প্রেসার মেশিন, ১০০ পিস ডিটেকশন কিট, ১০০ সেট পিপিই উপহার হিসেবে প্রদান করে।

তুরস্ক: তুরস্ক সরকার ইতোমধ্যে ঢাকাস্থ তুরস্ক দূতাবাসের মাধ্যমে একাধিকবার বিভিন্ন স্বাস্থ্য-সুরক্ষা সহায়ক সরঞ্জাম বাংলাদেশের নিকট হস্তান্তর করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৪,০০০ মাস্ক, ২,০০০ পিপিই, ১৪টি ভেন্টিলেটর মেশিন, ৩০ মাল্টিপ্যারামিটার পেশেন্ট মনিটর, ৩০০ পালস অক্সিমিটার এবং ৩৫টি সিরিঞ্জ পাম্প।

যুক্তরাষ্ট্র: ২৬ জুলাই ২০২১ তারিখে US-Bangladesh Business Council প্রজেক্ট C.U.R.E. এর সম্মিলিত উদ্যোগে বাংলাদেশের কোভিড-১৯ মোকাবিলায় জরুরি চিকিৎসা ত্রাণ দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে ৬০টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার ও VPAP সহ অক্সিজেন সাপ্লাই ও তদসংশ্লিষ্ট উপকরণ, ৪৫,০০০ পিপিই, KN-95, N-95 মাস্ক রয়েছে। (ভ্যাকসিন সহায়তার তথ্য এখানে নেই।)

সুইডেন: মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১৪ মে ২০২০ তারিখে সুইডিশ কোম্পানি H&M-এর প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব-এর নিকট উপহার হিসাবে ৮টি ভেন্টিলেটর এবং ১,৫০০ সেট পিপিই হস্তান্তর করেন।

সৌদি আরব: সৌদি সরকার বাংলাদেশকে ২ লক্ষ সার্জিক্যাল মাস্ক, ২ লক্ষ কেএন ৯৫ মাস্ক, ১৫,০০০ পিপিই, ৬৫,০০০ ডিস্পোজেবল সার্জিক্যাল গাউন এবং ১৫ লক্ষ ৫৫ হাজার পিস ডিস্পোজেবল নাইট্রাইল গাভস উপহার হিসাবে প্রদান করেছে যার একটি অংশ ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাস কর্তৃক ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় ঔষধাগারে সরবরাহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অংশ সরবরাহের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

ভিয়েতনাম: ভিয়েতনাম সরকার বাংলাদেশকে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট উপহার হিসাবে প্রদান করেছে।

অস্ট্রিয়া: অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও স্থায়ী মিশনের সক্রিয় উদ্যোগে আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার (IAEA) সহযোগিতায় বাংলাদেশে বিনামূল্যে একটি RT-PCR মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। এই RT-PCR মেশিনের মাধ্যমে এখন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (নিনমাস)-এ কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ পরীক্ষা করা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া: ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় অস্ট্রেলিয়া সরকার জনসচেতনতা বৃদ্ধি, জরুরি খাদ্য ও আয় সহায়তার জন্য বাংলাদেশকে ৫.৭ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া, ২২ মে ২০২১ তারিখে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের কোভিড-১৯ প্রস্তুতির জন্য ৫ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার সহায়তা প্রদানের ঘোষণা দেয়।

কোভিড প্রতিরোধী টিকা সংগ্রহ: কোভিড প্রতিরোধী টিকা বাংলাদেশসহ বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য টিকা আবিষ্কারক দেশ ও কোম্পানিসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে টিকা প্রদান ও নিরাপদ টিকা আবিষ্কারের পর আমাদের ওষুধ কোম্পানিসমূহ যাতে দেশে টিকা উৎপাদন করতে পারে সেজন্য উৎপাদিত টিকাসহ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানানো এবং দ্রুত টিকাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক উদ্যোগের সঙ্গে বাংলাদেশ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিরাময় সংক্রান্ত নিরাপদ, মানসম্পন্ন, কার্যকর ও সাশ্রয়ী চিকিৎসাসামগ্রী বিশ্বব্যাপী সরবরাহের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ 'Access to Covid-19 Tools' নামক উদ্যোগে যোগদান করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বল্প-আয়ের দেশসমূহে ভ্যাকসিন সরবরাহের জন্য আর্থিক সহায়তা লাভ ও ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ Covax Facility-এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় টিকার সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সিউলভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা International Vaccine Institute-এ যোগদানের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে। এছাড়া, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক কোভিড-১৯ এর উপর গৃহীত রেজ্যুলেশনে বাংলাদেশ কো-স্পন্সর করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় দেশে করোনার টিকা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সম্ভাব্য সকল দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দেশের জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট-এর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার ৩০ মিলিয়ন ডোজ AstraZeneca টিকার জন্য একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে দেশের জনগণকে টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার চীন সরকারের সহযোগিতায় Sinopharm থেকে টিকা ক্রয়ের বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এছাড়া, রাশিয়ার সঙ্গে Sputnik-V ভ্যাকসিনের আমদানি ও বাংলাদেশে উৎপাদন বিষয়ক আলোচনা করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সফল vaccine diplomacy এর ফলে বিগত বছরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার COVAX উদ্যোগের মাধ্যমে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, মালদ্বীপ, বুলগেরিয়া, জার্মানি, লাটভিয়া,

যুক্তরাজ্য, কানাডা, মালয়েশিয়া সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, হাঙ্গেরি, স্লোভেনিয়া এবং অস্ট্রিয়া থেকে বিভিন্ন প্রকারের কোভিড-১৯ টিকা বাংলাদেশে এসেছে।

বাংলাদেশে আটকে পড়া বিদেশি নাগরিক এবং বিদেশে আটকে পড়া বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন: বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি আকার ধারণ করার ফলে সকল ধরনের বাণিজ্যিক ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশে আটকে পরা বিদেশি নাগরিক এবং বিদেশে আটকে পরা বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, স্বশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের কাজ করেছে। এর ফলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সচল করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে।

করোনা পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে প্রেরণ: বাংলাদেশের বিভিন্ন মিশনগুলোকে প্রাত্যহিক দেশের করোনা পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য পাঠানো হয় এবং মিশনগুলো থেকে ও সেসব দেশের করোনা পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন নিয়মিত বিতরণ করা হয়েছে।

বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের কার্যক্রম: বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহ করোনা মহামারি চলাকালীন প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এমন কার্যক্রমসমূহের কিছু উদাহরণ নিম্নে সন্নিবেশিত হলো:

চিকিৎসক পুল গঠন (Doctor's Pool): পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ 'ডক্টরস পুল' গঠনের মাধ্যমে করোনা সম্পর্কিত অনলাইন চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা নিলে তার মাধ্যমে প্রবাসীরা উপকৃত হয়। ডক্টরস পুলের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোভিড-১৯ আক্রান্ত অসংখ্য প্রবাসী টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণে সক্ষম হয়।

জরুরি খাদ্য ও অর্থ সহায়তা: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে আটকে পড়া কর্মীদের সাহায্যে অর্থ ও খাদ্য প্রেরণ করেছে। বাংলাদেশ মিশনসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উক্ত ত্রাণসামগ্রী দুস্থ প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বিতরণ করে। উল্লেখযোগ্য হিসেবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রম বাজার সৌদি আরবে কর্মহীন দুস্থ/গরিব প্রবাসীদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। রিয়াদে অবস্থিত অসহায়, দুঃস্থ ও আয়হীন প্রবাসীকে বাংলাদেশ সরকার হতে প্রাপ্ত মোট এক কোটি টাকার খাদ্যসামগ্রী/নগদ সহায়তা (ক্যাশ কুপন) প্রদান করা হয়। এছাড়া, কাতারে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মী কর্মহীন হয়ে পড়ায় বাংলাদেশ সরকার, কাতার চ্যারিটি, স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশী কম্যুনিটির কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও খাদ্য সহায়তা দূতাবাস কর্তৃক প্রবাসী বাংলাদেশীর মাঝে বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৫০ লক্ষ টাকা এবং বাংলাদেশীদের সহায়তায় দুবাই ও উত্তর আমিরাতসমূহে প্রবাসী বাংলাদেশীকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে সর্বাত্মক লকডাউন চলাকালীন বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক বিভিন্ন শহরে অবস্থিত প্রবাসীদের ফুড কুপন (Food Coupon) প্রেরণ করা হয়, যার মাধ্যমে তারা পার্শ্ববর্তী সুপার মার্কেট থেকে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে। সৌদি ফুড ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশী প্রবাসীদের জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়াও, দূতাবাস হতে সৌদি আরবের ১৩ জন গভর্নরকে চিঠির মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব প্রদেশে অবস্থিত বাংলাদেশীদের জরুরি খাদ্য ও বিনামুল্যে চিকিৎসা সহায়তা দেবার বিশেষ অনুরোধ জানান হয়। জবাবে সকল গভর্নরের অফিস থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় এবং তারা বিনামূল্যে খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা নেবার জন্য জরুরি যোগাযোগ নাম্বারও প্রদান করেন।

কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের কনস্যুলার সেবা প্রদান ও মৃতদেহ স্থানীয়ভাবে দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোভিড-১৯ আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রয়োজনীয় কনস্যুলার সহযোগিতা প্রদানে সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফ্লাইট যোগাযোগ বন্ধ থাকায় দূতাবাস দ্রুততার সঙ্গে মৃতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে দাফনের জন্য NOC প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

অনলাইনে সেবা প্রদান ও দূরবর্তী স্থানগুলোতে ছোট ছোট গ্রুপে কনসুলার ক্যাম্প পরিচালনা: সংক্রমণ ঝুঁকি কমানোর জন্য বিদেশস্থ বিভিন্ন বাংলাদেশ দূতাবাস হতে কনসুলার সেবা প্রদানের পাশাপাশি পাসপোর্ট রি-ইস্যু, সকল সত্যায়ন, জন্ম নিবন্ধন সনদের আবেদন ও ফি জমা অনলাইনের মাধ্যমে চালু করা হয়। দূরবর্তী স্থানগুলোতে ছোট ছোট গ্রুপে কনসুলার ক্যাম্প পরিচালনা করে দূতাবাসে দর্শনার্থীদের সংখ্যা সীমিত পর্যায়ে আনা হয় এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশী কর্মীদের মাঝে সংক্রমণ ঝুঁকি কমানো হয়।

শ্রমবাজার ধরে রাখার প্রচেষ্টা: কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিদেশে বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রাখতে বাংলাদেশ মিশনসমুহ সর্বাত্মক কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে কোন দেশে বাংলাদেশী কর্মী ছাঁটাই করা হলে মিশন উক্ত কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে ছাঁটাইকৃত কর্মীদের পুনঃনিয়োগ এবং ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। কোভিড-১৯ এর কারণে মরিশাসে বাংলাদেশী কর্মীদের চাকরিচ্যুত করা হলে মিশন তাৎক্ষণিক ভাবে মরিশাসের শ্রম মন্ত্রণালয় ও মরিশাস এক্সপোর্ট এসোসিয়েশন (মেক্সা) এর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রায় ৫০০ জন প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীকে বিভিন্ন কোম্পানিতে পুনঃনিয়োগের ব্যবস্থা করে। তাছাড়া, করোনা প্রাদুর্ভাব শুরুর প্রাক্কালে যে সকল বাংলাদেশী সৌদি আরব হতে বাংলাদেশে আগমন করেন, লকডাউন শুরুর পর তাদের সৌদি আরবে ফেরা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দূতাবাসের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সৌদি সরকার দেশে আটকে পড়া বাংলাদেশী প্রবাসীদের ভিসা ও ইকামার মেয়াদ ৩০ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে, যার ফলে কয়েক হাজার বাংলাদেশী কর্মী বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে রেহাই পান।

মেডিকেল টিম প্রেরণ: করোনাকালীন সময়ে মালদ্বীপের হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত সেবা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ায় মালদ্বীপ সরকারের অনুরোধে বাংলাদেশ থেকে সেনাবাহিনীর একটি মেডিকেল টিম মালদ্বীপে প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত

মেডিকেল টিম মালদ্বীপের বিভিন্ন আইসোলেশন সেন্টার ও কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে কয়েক মাস স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। এছাড়া, কুয়েত এবং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে ৩০ জন অফিসার এবং ৭০ জন ICA এর সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল টিমকে এপ্রিল ২০২০ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত কুয়েতের কোভিড হাসপাতালে প্রেষণে প্রেরণ করা হয়।

বিদেশে কর্মসংস্থান লাভে সহায়তা: ভিজিট ভিসায় ইউএই-তে আগত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী কর্মসংস্থান ভিসা লাভে সক্ষম হয়েছেন। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ভিজিট ভিসায় বাংলাদেশ থেকে দুবাই ও উত্তর আমিরাতসমূহে আগত প্রায় ১৬ হাজার প্রবাসীর অঙ্গীকারনামা সত্যায়ন করা হয়েছে; যাদের বেশির ভাগই কর্মসংস্থান ভিসা লাভে সক্ষম হয়েছেন।

প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশীদের পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ ও আত্তীকরণ: মহামারি পরবর্তী বৈদেশিক শ্রম বাজার সংকোচন ও সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে তার মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুরক্ষামূলক নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও দূতাবাসসমূহের সহযোগিতায় বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি, মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ, বিকল্প শ্রমবাজার অন্বেষণ, তৈরি পোশাক রপ্তানি অব্যাহত রাখা, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ফিলিস্তিনের জন্য উপহার হিসেবে জরুরি ওষুধ তুলে দেন (১০ জুন ২০২১)

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বাংলাদেশকে করোনা চিকিৎসায় সহযোগিতা করার জন্য চীনের ১০ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ঢাকায় পৌঁছলে তাঁদেরকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানান (৮ জুন ২০২০)

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের কাছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স JoAnne Wagner সে দেশের উপহার ৩০ লাখ ডোজ মডার্নার টিকা হস্তান্তর করেন (১৯ জুলাই ২০২১)

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের কাছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জাপানের ২ লাখ ৪৫ হাজার অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ITO Naoki উপস্থিত ছিলেন (২৪ জুলাই ২০২১)

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের কাছে রাজধানীর অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং সে দেশের উপহার হিসেবে কোভিড-১৯ এর পাঁচ লাখ ডোজ টিকা হস্তান্তর করেন (১২ মে ২০২১)

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত Li Jiming-কে স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রী হস্তান্তর করেন (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সৌদি আরবের উপহারস্বরূপ দেওয়া কোভিড ভ্যাকসিন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের হাতে তুলে দেন সৌদি রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ বিন নাসের আল বাসিরি । মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এ সময় উপস্থিত ছিলেন (১৬ নভেম্বর ২০২১)

সুনীল অর্থনীতি এবং সমুদ্রবিষয়ক সাফল্য ও অর্জন

ঢাকায় ‘৩য় ভারত মহাসাগরীয় বলয় সংস্থা বা IORA-এর ব্লু-ইকোনমি শীর্ষক মন্ত্রী পর্যায়ের কনফারেন্স’ আয়োজন: ৪-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঢাকাস্থ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ‘৩য় ভারত মহাসাগরীয় বলয় সংস্থা বা IORA-এর ব্লু-ইকোনমি শীর্ষক মন্ত্রীপর্যায়ের কনফারেন্স’ অনুষ্ঠিত হয়। ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এটি ৩য় আয়োজন। মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের অংশটি ০৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এর পূর্বে সুনীল অর্থনীতি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উপায় নিয়ে আলোচনার জন্য ০৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে চারটি কার্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে শেষে, ঢাকা ঘোষণা ‘Dhaka Declaration’ গৃহীত হয় যার লক্ষ্য IORA সদস্য রাষ্ট্র এবং সংলাপ অংশীদারদের আগামী বছরগুলিতে ব্লু ইকোনমি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা আরও জোরদার ও গভীরতর করার প্রতিশ্রুতি।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

'Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Bill, 2021' বিল মহান জাতীয় সংসদে পাশ: ২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ১১তম জাতীয় সংসদের ১৫তম অধিবেশনে বহুল প্রতীক্ষিত 'Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Bill, 2021' বিল মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি বিলটি পাশের জন্য সকালের অধিবেশন মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। আইনটি ০৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রণীত ঐতিহাসিক 'Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974' আইনটিতে বাস্তবতার নিরিখে United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982), আন্তর্জাতিক আইনসমূহ এবং সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলার রায়সমূহের যথাযথ প্রতিফলন ঘটিয়ে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের আইনটি প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Bill, 2021' বিল ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছিল। বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক সম্পদের উপর বাংলাদেশের মানুষের সার্বভৌমত্ব ও সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ, টেকসইভাবে অনুসন্ধান ও আহরণ, সমুদ্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতির সর্বোচ্চ সুফল অর্জন এবং সামগ্রিকভাবে দেশ ও দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে 'Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Bill, 2021' বিলটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

ভারত মহাসাগরীয় বলয় সংস্থা বা Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর ১২তম দ্বি-বার্ষিক সিনিয়র অফিসিয়ালস মিটিং আয়োজন: ২৮-২৯ জুলাই ২০২২ তারিখে বাংলাদেশের আয়োজনে কক্সবাজারের 'Hotel Sea Pearl Beach Resort'-এ পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন-এর সভাপতিত্বে ভারত মহাসাগর বলয় সংস্থা বা (IORA)-এর ১২তম দ্বি-বার্ষিক সিনিয়র অফিসিয়ালস্ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিংয়ে IORA-এর ২১টি সদস্য রাষ্ট্র থেকে সর্বমোট আটান্ন (৫৮) জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

‘বঙ্গবন্ধু বে অব বেঙ্গল ফেস্টিভাল-২০২২’ আয়োজন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ৮ জুন ২০২২ বিশ্ব সমুদ্র দিবস উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেইফ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট যৌথভাবে কক্সবাজারে ‘বঙ্গবন্ধু বে অব বেঙ্গল ফেস্টিভাল-২০২২’ এর আয়োজন করেছে। কক্সবাজারের লাবনী বিচ পয়েন্টে সমুদ্রসৈকত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অতঃপর বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গোপসাগর ও ব্লু ইকোনমি শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কক্সবাজারের সুগন্ধা বিচ পয়েন্টে ভলিবল, কলাতলী বিচ পয়েন্টে সার্ফিং, লাবনী বিচ পয়েন্টে সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ‘বঙ্গবন্ধু বে অব বেঙ্গল ফেস্টিভাল-২০২২’ এর সকল কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

ভারত মহাসাগরীয় বলয় সংস্থা বা Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর ২২তম মন্ত্রী পর্যায়ের এবং ২৪তম সিনিয়র অফিসিয়ালস সভা আয়োজন: ২৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশের সভাপতিত্বে ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ভারত মহাসাগর বলয় সংস্থা বা Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর ২২তম মন্ত্রী পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এতে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় সদস্য রাষ্ট্র ও ডায়ালগ পার্টনার দেশসমূহ ১৬টি দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি যোগ দেন। সভায় বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত IORA-এর ক্রস-কাটিং ইস্যু হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব; উন্মুক্ত, নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারত মহাসাগর নিশ্চিত করতে 'IORA's Outlook on the Indo-Pacific' ডকুমেন্ট চূড়ান্তকরণ, এবং ডায়ালগ পার্টনার রেগুলেশন গ্রহণ যা ডায়ালগ পার্টনারদের সঙ্গে আরও অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করবে সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২২তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের পূর্বে ২২-২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকায় একই ভেন্যুতে পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন-এর সভাপতিত্বে Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর ২৪তম সিনিয়র অফিসিয়ালস সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)-এ বাংলাদেশের সংশোধিত সাবমিশন (Amended Submission) উপস্থাপনাঃ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ দলের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল বিগত ০১ মার্চ ২০২২ তারিখে Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) এর ৫৪তম অধিবেশনে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের কনফারেন্স কক্ষ-২ এ CLCS-এর সভাপতিসহ অন্যান্য ২০ সদস্যের সম্মুখে বাংলাদেশের সংশোধিত সাবমিশন (Amended Submission)-টি উপস্থাপন করেন। প্রায় ৭৫ মিনিট ব্যাপী এই উপস্থাপনায় বাংলাদেশের দাবির স্বপক্ষে আইনগত, টেকনিক্যাল ও রাজনৈতিক দিকসমূহ বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে গ্যাস হাইড্রেট ও মেরিন জেনেটিক রিসোর্স বিশেষত Seaweed-এর সম্ভাবনা, উপস্থিতি, প্রকৃতি ও মজুদ নির্ণয়ের জন্য সম্পন্নকৃত দুটি গবেষণা কার্যক্রমের তথ্য প্রকাশঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের এবং যুক্তরাজ্য ও নেদারল্যান্ডসের সহায়তায় বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে গ্যাস হাইড্রেট ও মেরিন জেনেটিক রিসোর্স বিশেষত Seaweed-এর সম্ভাবনা, উপস্থিতি, প্রকৃতি ও মজুদ নির্ণয়ের জন্য সম্পন্নকৃত দুটি গবেষণা কার্যক্রমের ইতোমধ্যে সিসমিক জরিপকৃত ৬৫০০ লাইন কিলোমিটার এর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে শুধুমাত্র বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল বা Exclusive Economic Zone (EEZ)-এ গ্যাস হাইড্রেট জমার অনুমান পাওয়া গেছে যা ১৭-১০৩-tcf (ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট) প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের সমতুল্য। এছাড়া গবেষণালব্ধ ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশে প্রাপ্ত বহু সংখ্যক প্রজাতির Seaweed-এর মধ্যে কয়েকটি প্রজাতির ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে, যা

বাংলাদেশের Blue Economy-তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বাংলাদেশে Seaweed এর মূলত Fish Feed, Animal Feed, Food Additive এবং Cosmetics Ingredien হিসেবে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত অপার সম্ভাবনাকে বাণিজ্যিক রূপদানের লক্ষ্যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট কর্তৃক বাংলাদেশের প্রসাধন এবং মৎস্য ও প্রাণিজ খাদ্য প্রস্তুতকারী স্বনামধন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কর্তৃক IOC Regional Committee for the Central Indian Ocean (IOCINDIO)-এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ: ১৭-১৯ মে ২০২১ তারিখে Eighth Session of the IOC Regional Committee for the Central Indian Ocean (IOCINDIO-VIII) অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট) রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মোঃ খুরশেদ আলমের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল উক্ত সেশনে অংশগ্রহণ করেন। তিন দিনের এই সেশনের সমাপ্তি দিবসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট) রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মোঃ খুরশেদ আলম IOCINDIO-এর চেয়ার হিসেবে নির্বাচিত হন।

Regional Committee for the Central Indian Ocean (IOCINDIO)-এর নবম সেশন অনুষ্ঠান এবং OCINDIO-এর সভাপতি হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়া: এপ্রিল ২০২৩-এ বাংলাদেশের সভাপতিত্বে ঢাকায় IOCINDIO-এর নবম সেশন অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট) রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মোঃ খুরশেদ আলম এতে সভাপতিত্ব করেন। তিনি ২০২৩-২০২৫ মেয়াদকালের জন্য পুনরায় IOCINDIO-এর সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশ কর্তৃক International Seabed Authority (ISA)-এর ২৬তম কাউন্সিলের সভাপতির দায়িত্ব পালন: বাংলাদেশ ০১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে International Seabed Authority (ISA)-এর ২৬তম কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হন। জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন ১৯৮২-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত International Seabed Authority (ISA) জাতিসংঘের একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যা মূলত ৩৫০ নটিক্যাল মাইল-এর বাইরে গভীর সমুদ্রের তলদেশের খনিজ সম্পদ সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড সংগঠন ও পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ, আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং সমুদ্রের তলদেশের প্রাকৃতিক সম্পদবিষয়ক গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ International Seabed Authority (ISA)-এর ২২তম অ্যাসেম্বলির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছে। তাছাড়া, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট) রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মোঃ খুরশেদ আলম বর্তমানে আইএসএ-এর অর্থবিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০২৩ সালে মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়িত কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. বাংলাদেশস্থ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)-এর Programme Office কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া 'National Submarine Cables Protection and Resilience Framework: Bangladesh' সম্পর্কে মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। এর জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি তৈরি করা হয়েছে এবং কমিটির প্রথম সভা গত ২৬ জুন ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২. 'Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021' আইনের ২৭ ধারা অনুযায়ী মেরিটাইম ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য জানুয়ারি ২০২৩ মাসে অত্র মন্ত্রণালয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগকে পত্র মারফত অনুরোধ জানিয়েছে।

৩. রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বহির্ভূত সমুদ্রাঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ, জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য MGRs-এর নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইনি দলিল চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে রিজিউমড পঞ্চম অধিবেশনটি গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট-এর সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মোঃ খুরশেদ আলম-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেছে এবং এই আলোচনায় বাংলাদেশ এ৭৭ দলের পক্ষ হয়ে তাঁর স্বার্থ সংরক্ষণে এবং টেকসই সমুদ্র নিশ্চিতকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। আনক্লজ এর ১৪তম অধ্যায় অনুযায়ী সক্ষমতা বিনির্মাণ

ও মেরিন প্রযুক্তি বিনিময় সংক্রান্ত বিষয়াদিও সফলভাবে চূড়ান্ত দলিলে অন্তর্ভুক্ত করণ, 'Principle of common heritage of mankind' অন্তর্ভুক্তকরণ, Marine Genetic Resources (MGRs)-এর অর্থনৈতিক ও অ-আর্থিক বিষয়সমূহ বিনিময় সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ঐক্যমত তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফারদার রিজিউমড পঞ্চম অধিবেশনটি গত ১৯-২০ জুন ২০২৩ তারিখে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেশনে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।

৪. ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে 'Third Meeting of the IORA Working Group on Maritime Safety and Security (WGMSS) for the period 2022-2026' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিংয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের মহাপরিচালক। উক্ত মিটিংয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে চারটি সংশোধিত thematic ক্ষেত্র যেমন−Search and Rescue, Maritime Crimes, Information Sharing and Maritime Partnership চিহ্নিত করা হয়।

৫। বাংলাদেশ IOCINDIO-এর বর্তমান সভাপতি হিসেবে ২৮-৩০ মার্চ ২০২৩ তারিখে ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে IOC Regional Committee for the Central Indian Ocean (IOCINDIO)-এর নবম আন্তঃসরকারি অধিবেশন আয়োজন করে। বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশের প্রতিনিধি, আইওসি-ইউনেস্কো সচিবালয়, ইন্ডিয়ান ওশান কমিশন, সিরডাপ এবং বিশ্বব্যাংকের স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষক ও প্রতিনিধিরা এ সেশনে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীরা IOCINDIO-এর অগ্রাধিকার প্রোগ্রাম ও প্রকল্প, ইউনেস্কো এবং IOC-এর সাম্প্রতিক উন্নয়ন, ২০২১-২০২৩ সালের IOCINDIO-এর বিভিন্ন কার্যক্রম, সুনীল অর্থনীতি, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র ও মানবস্বাস্থ্য, জাতিসংঘ ঘোষিত সমুদ্র বিজ্ঞানের দশক-এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং ২০২৩-২০২৫ অর্থবছরের বাজেটসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। IOCINDIO-এর সদস্য দেশগুলোতে 'Regional Coastal Vulnerability Framework towards Climate Change Impacts, Adaptation and Resilience for IOCINDIO Coastal Areas' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া, IOCINDIO-এর সদস্যগুলোর বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য একটি ফান্ড গঠনের প্রস্তাব করা হয়। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন 'হাইলেভেল সিনিয়র অফিসিয়ালস্ ফোরাম' ও 'ইয়ুথ ফোরাম' অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া অধিবেশনের শেষ দিনে IOCINDIO-এর সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মোঃ খুরশেদ আলম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় ২০২৩-২৫ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। অধিবেশনের শেষ দিন মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৬. গত ২৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরকে সামনে রেখে আয়োজিত curtain raiser-এ Indo-Pacific Outlook প্রকাশ করেন। এর খসড়া প্রস্তুতে মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৭. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের তত্ত্বাবধায়নে অস্ট্রেলিয়া সরকারের সহায়তায় University of Wollongong-এর অধীন Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS) কর্তৃক 'Law of the Sea' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী একটি কোর্স ১৪-১৮ মে ২০২৩ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস এর কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কোর্সে ৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এর পূর্বে মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের তত্ত্বাবধায়নে গত ৮-১১ মে ২০২৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের আশি (৮০) জন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'Maritime Regulation and Enforcement' শীর্ষক একটি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

৮. ২৯ মে ২০২৩ তারিখে ভারত মহাসাগরীয় বলয় সংস্থার 'Third Meeting of the IORA Functional Bodies' Chairs and the Coordinating Countries (FBC-CC)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সংস্থাটির সভাপতি সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট)।

৯. গত ১৩-১৪ জুন ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশের আয়োজনে সিলেটের 'Grand Sylhet Hotel and Resort'-এ বাংলাদেশের সভাপতিত্বে ভারত মহাসাগর বলয় সংস্থা বা Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর ১৩তম দ্বি-বার্ষিক সিনিয়র অফিসিয়ালস্ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিংয়ে IORA-এর ২৩টি সদস্য রাষ্ট্র থেকে সর্বমোট পঁচাত্তর (৭৫) জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সিনিয়র অফিসিয়ালস্ মিটিংয়ে IORA-এর ছয়টি অগ্রাধিকার ও দুটি ক্রস-কাটিং ক্ষেত্র এবং আর্থিক বিষয়াবলীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১০. গত ১৪ জুন ২০২৩ তারিখে ISA Finance Committee-Second Informal Meeting ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিংয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব অংশগ্রহণ করেন।

১১. ২০-২২ জুন ২০২৩ তারিখে মরিশাসে 'High-Level Strategic Dialogue on IORA's 25-Years – Reflection, Review & Renewal scheduled to be held on 20-22 June 2023' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের মহাপরিচালক। উক্ত মিটিংয়ে IORA'র পরবর্তী কার্যক্রম কি হবে তার একটি নির্দেশক দলিল (guiding document) 'IORA Vision 2030 and Beyond' Taking action to strengthen Indian Ocean's resilience to future challenge প্রস্তুত করা হয়।

১২. ২১-৩০ জুন ২০২৩ তারিখে ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত UNESCO-এর সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত 'Thirty-second Session of the IOC Assembly'-তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মোঃ খুরশেদ আলম-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। গত ২৮ জুন ২০২৩ তারিখে IOC UNESCO-এর কর্মকর্তা ও নির্বাহী পরিষদের (Executive Council) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে ২০২৩-২৫ মেয়াদের জন্য ইউনেস্কোর আন্তঃসরকারি সমুদ্রবিজ্ঞান কমিশন (IOC)-এর নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০২১ সাল থেকে IOC Regional Committee for the Central Indian Ocean (IOCINDIO)-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

উপসংহার

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় হয় বাংলাদেশ নামক এই রাষ্ট্র। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাতির পিতার পররাষ্ট্র নীতির মৌলিক দর্শন 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়' এই নীতির আলোকেই পরিচালিত হয় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ আর্থসামাজিক উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বৈশ্বিকভাবে প্রশংসিত। এক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশস্থ প্রতিটি বাংলাদেশী মিশন দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, অবকাঠামোসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন, বিনিয়োগবান্ধব রাষ্ট্রীয় নীতি, বিভিন্ন পণ্যের মান ও বহুমাত্রিকতা, মানবসম্পদের উন্নয়নসহ আন্তর্জাতিক সকল ইস্যুতে বহুমাত্রিক পারঙ্গমতার সঙ্গে কূটনৈতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরছেন।

বিগত ৫ বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের অসংখ্য চুক্তি, সমঝোতা স্মারক, প্রোটোকল স্বাক্ষর, ফরেন অফিস কনসালটেশন, মাননীয় সরকার প্রধান ও মহামান্য রাষ্ট্র প্রধানের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় সফরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক ইস্যুতে আলোচনা বা সমঝোতা এবং সম্পর্ক দৃঢ়করণ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ, সুনীল অর্থনীতির বিকাশ ও নবতর ক্ষেত্র উদ্ভাবন, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে নিবিড় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, বৈশ্বিক শান্তি, মানবাধিকার, সুস্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় টিকা কূটনীতিসহ অসংখ্য কার্যক্রম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের এলডিসি গ্রাজুয়েশন প্রক্রিয়া মসৃণ করতে ক্রান্তিকালীন কৌশল বাস্তবায়নে বাস্তবমুখী বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সার্বিকভাবে এই মন্ত্রণালয় দেশের পণ্য রপ্তানি, বিনিয়োগ, বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করাসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী পেশাদারিত্বের সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' তথা স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট সমাজ বিনির্মাণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দৃঢ়তার সঙ্গে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ও অন্যান্য সেবা প্রার্থীদের সহজ ও দ্রুততম উপায়ে প্রয়োজনীয় কনস্যুলার সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিগত পাঁচ বছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী দিনগুলোতেও বঙ্গবন্ধুর প্রণীত পররাষ্ট্র নীতিকে আদর্শ মেনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ও জাতির স্বার্থে এবং দেশের উন্নয়নে সকল অংশীজনের সঙ্গে একযোগে কাজ করে বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' নির্মাণে বদ্ধপরিকর।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাফল্য

(২০১৯-২০২৩)

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাফল্য (২০১৯-২০২৩)

জনকূটনীতি অনুবিভাগ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার